গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা

প্রথম ভাগ

শ্রীশশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

মূল্য প্রথম খণ্ড ২৲ টাকা

মৈমনসিংহ প্যালেস হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৮

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

গ্রন্থের উৎপত্তি বিবরণ।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণায় "গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতার" মর্ম্মানুবাদ মাতৃভাষাসেবী মহোদয়গণের করকমলে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলাম। এই "গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা" বঙ্গভাষায় লিখিত অভিনব গ্রন্থ নহে। ন্যূনাধিক সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অঙ্গদেশাধিপতি (*) রোমপাদ নরপতির প্রার্থনাক্রমে মহর্ষি পালকাপ্য, সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যময়ী মধুর ভাষায় ইহা রচনা করিয়া গিয়াছেন। গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা প্রাচীন ভারতীয় সেনার প্রধান অঙ্গ মাতঙ্গ সমূহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা গ্রন্থ। তখনও এই গ্রন্থকে অদ্বিতীয় বলা চলিত না। কারণ এই গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতাতেই আরও দুইখানি হস্তি চিকিৎসা গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি অতি পুরাতন, ভগবান বেদব্যাস বিরচিত এবং অপরখানির গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনা উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে বিশ্বশিল্পীর সৃষ্টিরাজ্যে, কি জড়, কি চেতন, সকল প্রকার সৃষ্ট পদার্থের সৃষ্টিতত্ত্বেই এক অদ্বিতীয় নীতি বিদ্যমান। এই মহাসত্য যে কেবল সম্প্রতিই আবিষ্কৃত হইয়াছে এমন নহে ন্যূনাধিক সার্দ্ধসহস্রাব্দী পূর্ব্বে লিখিত এই গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতাতেও উল্লিখিত মহাসত্যের জ্ঞান প্রতিভাত হয়। যোগশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি পালকাপ্য মাতঙ্গদেহের উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে মানব দেহের উপাদানের সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বারণগণের রোগ প্রতীকারার্থ প্রাচীন মানবীয় চিকিৎসাগ্রন্থ "সুশ্রুত সংহিতা" প্রভৃতিতে অবলম্বিত চিকিৎসা নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন †। ইহাতেও পর্য্যায়ক্রমে প্রায় ৩১৫টী রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। এক রোগের অবস্থা ও নিদান (কারণ) ভেদে একাধিক ঔষধ লিখিত আছে। এই গ্রন্থেও মহর্ষি পালকাপ্য সুশ্রুত-সংহিতাদির ন্যায় উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও খনিজ প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিতেই উপদেশ করিয়াছেন।

প্রতিলিপি প্রমাদ।

গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না। সুতরাং তাদৃশ সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রতিলিপি অতি অল্পই হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যে সকল লেখক উহার প্রতিলিপির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোনও লেখক স্বীয় বিবেকানুমোদিত অংশ মাত্রের প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ

---

* বর্ত্তমান বেহার প্রদেশের অন্তর্গত গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী প্রদেশ প্রাচীন ভারতে "অঙ্গদেশ" নামে সুপরিচিত ছিল।

† এই গজায়ুর্ব্বেদেও বাত পিত্ত, কফ, রক্ত প্রভৃতি দৈহিক উপাদানের বিকার প্রতীকার অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে।

বা চিকিৎসা অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আখ্যায়িকা ভাগকে চিত্রকাব্যরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলকথা যে তিন চারিখানি হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার একখানিও সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত নহে। তদ্ভিন্ন তাহার বহু অংশ কীটদষ্ট ও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জয়পুর নিবাসী মহানুভব পণ্ডিত শিবদত্ত শর্ম্মা, গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতার মুদ্রাঙ্কণকালে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তিনখানি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ তিনখানির একখানিতেও প্রথম অংশ অর্থাৎ গজোৎপত্তি বিবরণ এবং ভদ্র, মন্দ, মৃগ ও সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি মাতঙ্গের লক্ষণ লিখিত নাই। আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে (Ootacamund—ওটাকামণ্ড) প্রবাসকালে তাঞ্জোর (Tanjore) পুস্তকালয় হইতে নেলীচেরী পালঘাট (মান্দ্রাজ) নিবাসী শ্রীমান শিবরাম আয়ারের সাহায্যে যে একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই, উহাতে কেবল প্রথম অংশ অর্থাৎ গজোৎপত্তির বিচিত্র আখ্যায়িকা এবং ভদ্র, মন্দ, মৃগ ও সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার মাতঙ্গের লক্ষণ মাত্র লিখিত আছে, চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন কথাই তাহাতে নাই। ফলতঃ পণ্ডিত শিবদত্ত শর্ম্মার মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক ও তাঞ্জোর পুস্তকালয় হইতে প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুস্তক একত্র করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উভয় অংশই এক গ্রন্থকারের লিখিত একই গ্রন্থ এবং উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের প্রথম অধ্যায় প্রায় একই ভাষায় লিখিত ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই নিমিত্ত আমরা উভয় গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের মর্ম্মানুবাদ একত্র করিয়া প্রকাশ করিলাম এবং পরে তাঞ্জোর পুস্তকালয় হইতে আনীত পুস্তকের আট অধ্যায়ের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিয়া তৎপরে পণ্ডিত শিবদত্ত শর্ম্মার মুদ্রাঙ্কিত "গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতার" মর্ম্মানুবাদ প্রদান করা সমীচীন মনে করিলাম।

এক সময়ে যাহাই থাক, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু হস্তিচিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও সম্পূর্ণ পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যত্নে গো, অশ্ব, কুক্কুর প্রভৃতি গৃহ পালিত পশুর চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে বটে কিন্তু প্রয়োজনাভাব বশতঃ তাহারা হস্তীর চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং তাদৃশ একখানি গ্রন্থের অভাবে এদেশে যে বহু হস্তী অকালে কাল কবলে নিপতিত হয় এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। আমি এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত "গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতার" মর্ম্মানুবাদ ও তাহার প্রত্যেক রোগের চিকিৎসার পরে পরে অপর তিনখানি পুস্তকে লিখিত সেই সেই রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য যে, গ্রন্থ স্বত্বাধিকারীদিগের সম্মতিক্রমেই এইরূপ গ্রহণ করা হইল। তদ্ভিন্ন তাহারও নিম্নে যে ঔষধ কাহারও নাম নির্দ্দেশ না করিয়া লিখিত হইল তাহা আমার স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল। উল্লিখিত তিনখানি পুস্তকের মধ্যে (ক) প্রথমখানি পীরগাছার অন্যতম ভূস্বামী শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত (খ) দ্বিতীয় খানি মুক্তাগাছা নিবাসী স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত এবং (গ) তৃতীয় খানি ডাক্তার জি, এইচ, ইভেনস্ (Dr. G. H. Evans) প্রণীত। শেষোক্ত পুস্তকখানি ইংরেজি ভাষায় লিখিত। আমি যথাক্রমে (ক) (খ) (গ) চিহ্ন দ্বারা এই তিন খানি পুস্তকের মত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম।

চিকিৎস্য প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অঙ্গ সন্ধিসমূহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসকের ভ্রম জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, এই নিমিত্ত প্রথমে একখানি হস্তিকঙ্কাল প্রতিকৃতি এবং উহার বিভিন্ন অবয়বের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ চিকিৎসা সৌকর্য্যার্থ প্রদত্ত হইল। যদি ভগবৎকৃপায় উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণেও সফল হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী মুদ্রাঙ্কণে মাতঙ্গদেহের তথ্য সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদানের ইচ্ছা রহিল।

হস্তি কঙ্কাল প্রতিকৃতি জ্ঞান।

ভৈষজ্য পরিচয়ের অভাব ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চ্চার আর এক প্রধান অন্তরায়। পুরাতন ভারতবাসিগণ যে সকল তরুলতার যে সকল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী ভারতবাসিগণের নিকটে তাহা অপরিচিত থাকাই স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন জল, বায়ু ও স্থান-ভেদে তরু লতাদির আকৃতিরও অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। একই তরু কিংবা লতা, সমতল প্রদেশে জন্মিলে তাহার আকৃতি যেরূপ হয়, পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিলে ঠিক সেইরূপ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুতরাং গজায়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত ওষধি সমূহের মধ্যে যে সকল ওষধির নামের একাধিক অর্থ আছে অনুবাদে তাহাদিগের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে ভ্রম প্রমাদ অসম্ভব নহে। তথাপি আমি প্রভূত পরিশ্রম সহকারে "নিঘণ্টু ও দ্রব্যগুণ বিচার" প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্যে, যতদূর সম্ভব সাবধানতার সহিত, বহু অর্থযুক্ত কিংবা বিপরীত অর্থযুক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে যত্ন করিয়াছি। তদ্ভিন্ন ঔষধ সমূহের বিভিন্ন ভাষায় নাম এবং যে যে ঔষধ যে যে অধিকারে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত তালিকা চিকিৎসা সৌকর্য্যার্থে গ্রন্থের শেষে সংযোজিত করা হইল।

ঔষধের বিস্তৃত তালিকা ও বিবিধ ভাষায় নাম

দূরদর্শী ঋষিগণ বা বিজ্ঞানাচার্য্যগণ কেবল রোগ প্রতীকারার্থ ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাঁহারা কিরূপ সময়ে কিরূপ স্থান হইতে ওষধি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, তাহারও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন; কারণ পূর্ণ বীর্য্য ঔষধই চিকিৎসকের সফলতা লাভের অন্যতম উপায়। এই নিমিত্ত আমাদের গজায়ুর্ব্বেদ পাঠকেরও স্মরণে রাখিতে হইবে যে কৃষ্ণবর্ণ, গৌরবর্ণ কিংবা লোহিত বর্ণ সমতল ভূমি, যাহার অনতিদূরে স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ জলাশয় বিদ্যমান থাকে এবং যে স্থানের মৃত্তিকা স্নিগ্ধ ও মৃদু, তাদৃশ ভূমি হইতেই ওষধি সমুদয় গ্রহণ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে বল্মীক, অনূপ প্রদেশ (জলাভূমি), শ্মশান, ঊষর ভূমি (ক্ষার মৃত্তিকা) কিংবা পথপার্শ্বে উৎপন্ন ওষধি সমূহ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তদ্ভিন্ন কীটদষ্ট অগ্নিসন্তপ্ত এবং হিম ব্যাপ্ত ওষধি সমুদয় কখনও পূর্ণবীর্য্য হইতে পারে না। যে সকল ওষধির স্বরস ঔষধে ব্যবহারার্থ প্রয়োজন তাহা শরৎকালে গ্রহণীয়। সেইরূপ বিরেচন ও বমন কার্য্যোপযোগী ওষধি সমুদয় বসন্তকালে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

ওষধি সংগ্রহের স্থান ও কাল-নিয়ম।

কোন কোনও বিজ্ঞানাচার্য্যের মতে শীতকালে মূল জাতীয়, বর্ষা ঋতুতে পত্র জাতীয়, শরৎ-কালে ত্বক জাতীয়, হেমন্তকালে ক্ষীর জাতীয়, বসন্তকালে সার জাতীয় এবং গ্রীষ্মকালে ফল জাতীয়

ওষধি সমূহ গ্রহণ করা বিধেয়। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ওষধি-তথ্য যতদূর সম্ভব বিস্তৃতরূপে প্রদান করিবার অভিলাষ থাকিল।

চিকিৎসকের দায়িত্ব।

মানবগণ, এই কর্ম্মময় বিশ্বের বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে নিরন্তর কর্ম্ম করিয়া জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং স্বীয় জীবনের সফলতা লাভ করিতেছেন সত্য, কিন্তু সকল কার্য্যেরই দায়িত্ব সমান নহে। একটুকু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে একজন চিকিৎসকের দায়িত্ব কত মহৎ! চিকিৎসকের প্রতিভা কত তীক্ষ্ণ, প্রকৃতি কত গম্ভীর, চরিত্র কত চঞ্চলতা-বিহীন হওয়া আবশ্যক! রোগনির্ণয়কালে কতদূর সাবধানতার সহিত রোগের নিদান ও লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই অবগত আছেন। বস্তুতঃ যাঁহার সামান্য একটুকু ভ্রমের ফল রোগীর মৃত্যু বা মৃত্যুবৎ তীব্র ক্লেশ, তাহার কর্ম্মের দায়িত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই এ কথা স্মরণে থাকা আবশ্যক।

মূক প্রাণীর চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব।

জড় বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের রোগ নির্ণায়ক "তাপমান" যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানব জাতির চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে সংশয় নাই। এতদ্ভিন্ন প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মানব স্বীয় আভ্যন্তরিক যন্ত্রণা ভাষার সাহায্যে চিকিৎসকের নিকটে বিবৃত করিয়া রোগ নির্ণয় বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করিতে পারেন; কিন্তু মাতঙ্গ প্রভৃতি মূক (বাক্‌শক্তিহীন) প্রাণীর রোগ নির্ণয় কল্পে তাদৃশ কোনও সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। কেবল রোগের বহির্লক্ষণ এবং মল মূত্রাদির অবস্থা পরীক্ষা দ্বারা উহাদিগের রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং আমাদের এই গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতার পাঠককে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে যে তাঁহার দায়িত্ব মানবের চিকিৎসকের দায়িত্ব অপেক্ষা নিঃসংশয়ে সমধিক। যদি কেহ, এই গ্রন্থের সাহায্যে এতাদৃশ দায়িত্বপূর্ণ হস্তি চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহার প্রতি আমাদের এই অনুরোধ যে তিনি যেন এই পুস্তকখানি বিচার বুদ্ধি সহকারে একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া লন, এবং যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে মাতঙ্গগণের প্রতি সদয়ভাব বিদ্যমান আছে, কেবল তাঁহারাই এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন, ইহা ভগবান পালকাপ্যের এক প্রকার অনুরোধ। *

কোনও মাতঙ্গ চিকিৎসক, যদি বিবেচনা করেন যে ঈশ্বর প্রদত্ত ধীশক্তি কেবল মানবেরই নিজস্ব, তাহা হইলে তিনি নিতান্তই ভ্রম করিবেন। বস্তুতঃ ইতর প্রাণীদিগের বিশেষতঃ বারণ-গণের বুদ্ধি শক্তি নিতান্ত অল্প নহে। বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মাতঙ্গজাতি স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধচিত্তও বটে। সুতরাং তাহাদিগের রুগ্ন অবস্থায় কেবল চির পরিচিত পরিচর্য্যাকারী ব্যতীত অন্য কোনও লোকের উহাদিগকে শুশ্রূষা করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে; কারণ অপরিচিত লোকের আদেশ বা উপদেশে, উহারা, বিরস ঔষধ সেবন কিংবা আপাত ক্লেশকর ঔষধের বহিঃ প্রয়োগ করিতে

* ভিষগ্‌ বিনীতো মেধাবী গ্রন্থার্থ-প্রতিপত্তিমান্; নৃপতুল্য প্রিয়া-ভাষা, মহাভোগ পরিগ্রহঃ, বাগ্মী প্রগল্‌ভঃ; ধৃতিমান্ ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ, সৌলোহনুরক্তো মধুরঃ কুলীনশ্চ প্রশস্যতে। গজা ৫ম ৪৭ ৪৮ শ্লোক।

দিবে কেন ? বিশেষতঃ নেত্ররোগাক্রান্ত বারণগণের নিকটে অপরিচিত লোকের গমন করা বিপদ-জনক বলিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে একান্ত নিষিদ্ধ।

গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতা অনুবাদের বিঘ্ন।

অনুবাদ কার্য্যটি স্বাভাবতঃই দুষ্কর এবং সময়সাপেক্ষ; বিশেষরূপে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থে বহু অর্থযুক্ত শব্দের মধ্যে অনেক শব্দ এমন আছে যাহাদের অর্থ পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত *। এইরূপ বিপরীতার্থ যুক্ত শব্দময়ী ভাষার অনুবাদ কার্য্য কিরূপ দুরূহ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতার ন্যায় অপ্রচলিত প্রাচীন পশু চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ-রূপে প্রযোজ্য। এই গ্রন্থের কোনও ভাষ্য বা টীকা প্রভৃতি অনুবাদে সাহায্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য কিছুই নাই। এমন কি মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক খানিতেও বহু পৃষ্ঠায় কীট দষ্ট কিংবা লিপি প্রমাদ-যুক্ত স্থান সমূহ অদ্যাবধি শূন্য রহিয়াছে। ঐ সকল শূন্য স্থানের অর্থজ্ঞানের অভাবে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী স্থান সকলের অর্থও অনেক পরিমাণে দুর্ব্বোধ হইয়া রহিয়াছে। কারণ শব্দার্থজ্ঞান দেশ ও কাল অনুসারেই হইয়া থাকে †। ঈদৃশ অবস্থায় গজায়ুর্ব্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদ রূপ দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কার্য্য করা হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কোনও ব্যক্তি এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে মাতৃ ভাষার একটী কমনীয় অঙ্গ অসম্পূর্ণ এবং একনিষ্ঠ সাধক আর্য্য ঋষির এই অমর কীর্ত্তি স্বদেশবাসীর চির অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। যাহা হউক, এই সকল নানাবিধ উদ্দেশ্য লইয়া আমি এই গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উদ্দেশ্য সাধনে যে সকল বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, যথাসম্ভব তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল করিতে যত্নের ত্রুটি করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি তাহা সুধী সমাজের বিচার সাপেক্ষ। যদি ইহার দ্বারা উল্লিখিত অভাব কিয়ৎ পরিমাণেও বিদূরিত হয় তাহা হইলে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে নেলীচারি পালঘাট (মান্দ্রাজ) নিবাসী শ্রীমান শিবরাম আয়ার তাঞ্জোর পুস্তকালয় হইতে হস্তলিখিত গ্রন্থের প্রতিলিপি সংগ্রহ বিষয়ে, ময়মনসিংহ নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর রায় ঔষধের মাত্রা বিষয়ে এবং ফরিদপুরের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়া এই পুস্তক প্রকাশে সবিশেষ সহায়তা করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

১১ই ফাল্গুন
১৩২৬ বঙ্গাব্দ
মুক্তাগাছা।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

---

* "আরাৎ" শব্দের অর্থ "দূর" ও "নিকট"। † আহার কালে "সৈন্ধব" প্রদান করিতে বলিলে "লবন" প্রদান করিতে হয়, পক্ষান্তরে যাত্রা করিয়া "সৈন্ধব" আনয়ন করিতে বলিলে অশ্বই প্রদান করিতে হইবে।

গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা।

প্রথম ভাগ।

বনানুচরিত অধ্যায়।

আমি, নাদ—(প্রণবধ্বনি) স্তম্ভ পরিশোভিত ওঁকারস্বরূপ বিশাল গৃহে, ধ্যানপাশে আবদ্ধ করিয়া গণপতিকে বন্দনা করিতেছি।

সকল শাস্ত্রই বাঙ্ময় অর্থাৎ বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত গ্রন্থকার, বাগ্‌রূপিনী সরস্বতীর স্তব করিতেছেন ;—যিনি পদ্মাসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া স্ফটিক-নির্ম্মিত অক্ষমালা ধারণ করিয়াছেন, ব্রহ্ম-বিচার বা বেদ যাঁহার স্বরূপ, আমি, সেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালিনী, বিশ্বব্যাপিনী, বীণা-পুস্তকধারিণী, অভয়-প্রদায়িনী অজ্ঞানান্ধকার-নাশিনী, বুদ্ধি-প্রদায়িনী, শুক্লবর্ণা, পূজনীয়া পরমেশ্বরী, সরস্বতীকে বন্দনা করিতেছি।

অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শাম্ব, লক্ষ্মী, ও দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে এবং পালকাপ্যাদি ঋষিবৃন্দকে প্রণিপাতপূর্ব্বক গজশাস্ত্র বা গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে রোমপাদ নামে * এক অমিত-তেজস্বী নরপতি সূর্য্যের ন্যায় প্রবল পরাক্রমে অঙ্গদেশ † শাসন করিতেন। তিনি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অপ্রতিম প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি প্রভূত পরাক্রমে শৈলমালা ও কানন-পরিশোভিত চতুঃসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ শাসন করিতেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ও চন্দ্রের ন্যায় দানশীল ছিলেন। তাঁহার দেহে ইন্দু-কর-সদৃশ স্বর্গীয় দীপ্তি শোভা পাইত। সেই ধীমান্ পরিশ্রমী মহীপতি, এক দিকে যেমন নানারত্নবিভূষিত কাঞ্চন-নির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অবহিতচিত্তে প্রজা-পুঞ্জের শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতেন, অপরদিকে তেমনি তপশ্চর্য্যা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনেও একান্ত যত্নশীল ছিলেন।

ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তিনী চম্পানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। উক্ত নগরী ব্রহ্মর্ষিগণের আবাস ভূমি এবং স্বর্গারোহণ-সোপান পংক্তির ন্যায় সুদীর্ঘ বিশাল সোপানাবলী দ্বারা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত ছিল। অগণিত পবিত্র আশ্রম পরিবেষ্টিত, অসংখ্য

---

* এই নরপতির চরণ যুগলে রেখাকার (রেখাময়) 'রোম' নামক পদ্ম অঙ্কিত ছিল, এই জন্য তাঁহাকে 'রোম-পাদ' বলা হইত।

† Modern South Bihar.

শাল তাল তমাল প্রভৃতি তরুরাজি বিরাজিত সেই মহানগরী যেমন যোগিগণের সমাধিক্ষেত্র, কমল উৎপল কহ্লার প্রভৃতি জলজ-কুসুমের সৌরভে সর্ব্বদা সুরভিত, শুক কোকিল প্রভৃতি কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণের শ্রুতিমধুর কলনাদে নিরন্তর মুখরিত থাকিয়া উহা তেমনি ভোগিগণেরও বিলাস ভূমি ছিল। সকল রাজ-লক্ষণসম্পন্ন সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ইন্দ্রতুল্য নরেশ্বর রোমপাদ, স্বীয় রাজধানী ঈদৃশী চম্পানগরীতে অবস্থান করিয়া কখনও সুকেশী মহিষীগণের সহিত হাস্যকৌতুকে কাল যাপন করিতেন, কখনও বা সুর-গুরু-সদৃশ অমাত্য ও পুরোহিতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কিংবা সুরম্য ইতিহাস কথা ও কাব্য শ্রবণে কালাতিপাত করিতেন।

একদা নৃপচক্রবর্ত্তী রোমপাদ, পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের সহিত সুখে উপবেশন করিয়া কি উপায়ে প্রভূত বলশালী মহাকায় আরণ্য বারণগণকে বশীভূত করা যায়, তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময়ে মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ ষট্ত্রিংশৎ ঋষি, অপরিহার্য্য দৈবপ্রেরিত হইয়াই যেন চম্পানগরে আগমনপূর্ব্বক মহানুভব রোমপাদ নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কৌপীন তাঁহাদের বসন এবং দয়া তাঁহাদের অসামান্য ভূষণ ছিল। জটা, মুকুট, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সেই মুমুক্ষু ঋষিগণের মেখলা, অক্ষমালা এবং যজ্ঞোপবীত-ভূষিত দেহে স্বর্গীয় দীপ্তি প্রতিভাত হইতেছিল।

অঙ্গাধিপতি রোমপাদ, গোতম, অগ্নিবেশ্য, রাজপুত্র বাষ্কলি, কাশ্যপ, মৃগশর্ম্মা, ভরদ্বাজ, সৌবল-কঙ্কায়ন, গার্গ্য, রভ্য, বৃহস্পতি, অরিভেদ, মাণ্ডব্য, সুবিখ্যাত কুমুদ, যাজ্ঞবল্ক্য, হিরণ্য, ভৃগু, আঙ্গীরস পরাশর, অচূড়, মতঙ্গ, উর্ম্মিমালী, সারস্বত, চ্যবন, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, যমদগ্নি, ভার্গব, অগস্ত্য, ত্রিশঙ্কু, মরীচি, অত্রি, সুপর্ণ, কাপ্য, দেবগণেরও মাননীয় দেবর্ষিনারদ এবং অন্যান্য মুনিগণকে চম্পানগরীতে যুগপৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া নিরতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর সেই শত্রুতাপন নরেশ্বর, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া স্বীয় আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আসন দানে তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারাও অঙ্গপতির বিনয়-নম্র ব্যবহারে একান্ত প্রীত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনানুসারে অনাময়-প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহার বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। অঙ্গেশ্বর রোমপাদও আত্মকুশল নিবেদন করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর বাগ্মিশ্রেষ্ঠ নরেশ্বর, পুরোহিত ও অমাত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া মহানুভব নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ;—হে সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ ঋষিগণ, পূর্ব্বে দেবতারা প্রীত হইয়া—'দিগ্গজ বংশধর বারণগণ তোমার বাহন হইবে।' আমাকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়াছিলেন। আমি, তদনুসারে বন্য বারণদিগকে ধরিতে অভিলাষ করিয়াছি ; এ বিষয়ে আপনাদিগের কি অভিমত তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণও অঙ্গপতির সাধু অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মধ্যম বয়স্ক মাতঙ্গগণের গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর এই প্রকারে ঋষিগণের সম্মতিপ্রাপ্ত হইয়া মহারাজ রোমপাদ, গজারোহণে সমর্থ, হিতকারী, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত এবং সাহসী সৈনিকগণকে ঐ দুঃসাধ্য কার্য্যে যথাবিধি নিযুক্ত করিলেন। রাজসৈনিকগণ, সানন্দে গজযূথের বিচরণ-পথ অন্বেষণ করিতে করিতে যে স্থানে পুণ্য-সলিল লৌহিত্য, নগরাজ হিমাদ্রির পদপ্রান্ত প্রক্ষালন করিয়া খরবেগে স্বীয় সখা বঙ্গোপসাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সেই উপত্যকা প্রদেশে এক বিশাল অরণ্য দর্শন করিল। উক্ত মহারণ্য, একদিকে যেমন যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ এবং অপ্সরোগণের আবাসভূমি, অপরদিকে তেমনি হিংস্র পশু ও বিষধর মহাকায় সর্পসমূহের বিচরণক্ষেত্র। রাজ-সৈনিকগণ নির্ভয়ে সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নানাবিধ তরুলতামণ্ডিত, অগণিত ময়ূর, কোকিল ও মধুকরগণের মধুর ঝঙ্কারে নিরন্তর মুখরিত, বিবিধ বন-কুসুম-সৌরভ সুরভিত এক পুণ্য আশ্রম দর্শন করিতে পাইল। ঋষিগণের যোগশক্তি-প্রভাবে সেই আশ্রমে হরিণগণও স্বভাবশত্রু হিংস্রপ্রকৃতি ব্যাঘ্রগণের সহিত মিত্রভাবে একত্র বাস করিতেছিল। রাজসৈনিকগণ বন্য বারণযূথের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক আশ্রম দ্বারে উপনীত হইয়া প্রিয়দর্শন, প্রসন্নবদন, সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত এক মহর্ষিকে দর্শন করিল। তিনি কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা স্বীয় জীবন নিষ্পাপ করিয়া দিব্যজ্ঞানে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

অতঃপর রাজসৈনিকগণ, যে বারণযূথকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদিগকে অদূরে দেখিতে পাইল। সেই যূথমধ্যে অসংখ্য ভদ্র, মন্দ ও মৃগজাতীয় মাতঙ্গ, অগণিত প্রিয়দর্শন কলভ ও করিণী ছিল। তাহারা আরও দেখিল ;—সূর্য্য-সদৃশ জ্যোতিষ্মান্ তপোনিয়ম নিরত কৃশদেহ ক্রিয়ান্বিত, ধৃতি ক্ষমা ও দমপরায়ণ, সকল প্রাণীর আশ্রয়দাতা, জটাবল্কলধারী, এক ঋষিপ্রবর সেই যূথমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি কখনও মত্তমাতঙ্গগণের সহিত নানাবিধ কুসুমশোভিত, ভ্রমরকুল-মুখরিত উদ্যান-সদৃশ অরণ্যমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলেন, কখনও বা করিণী ও কলভগণের সহিত মিলিত হইয়া কমলশ্রেণী-বিমণ্ডিত, হংসচক্রবাকপরিশোভিত সুরম্য সরোবরে অবগাহন করিতেছিলেন। তিনি মধ্যাহ্ন কালে স্বীয় পর্ণ-কুটীরে পিতৃশুশ্রূষার্থ গমন করিতেন এবং সায়ংকালে পুনরায় বারণ-যূথমধ্যে প্রত্যাগমন করিতেন। রাজ-সৈনিকগণ ঐ সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া মনে করিল—"এই বারণগণ নিশ্চয় এই ঋষিপ্রবর কর্তৃক পরিরক্ষিত, অতএব উঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে তেজস্বী ঋষি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইবেন ; চল আমরা রাজসমীপে প্রতিগমন করিয়া যথাযথ অবস্থা নিবেদন করি। ইহা স্থির করিয়া তাহারা অঙ্গদেশে প্রতিগমন করিল।

অনন্তর রাজসৈনিকগণ, প্রসন্নবদনে মহীপতির নিকটে গমন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল :—হে নরনাথ, অরণ্য প্রদেশে অসংখ্য অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাণী দর্শন করিলাম ; তন্মধ্যে কতকগুলি সুদৃঢ়, কতকগুলি দীর্ঘাকৃতি এবং কতকগুলি বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট, উহাদের আকৃতি যেমন বৃহৎ শব্দও তেমনই মহৎ। অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন ও বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত উল্লিখিত প্রাণিগণ প্রতিদিন সকল প্রকার শস্য বিনাশ করিয়া প্রজাদিগের

সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে ; সুতরাং দেশের হিতের নিমিত্ত তাহাদিগকে আবদ্ধ করা একান্ত বিধেয়। অঙ্গেশ্বর রোমপাদ, সৈনিকগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বারণগণকে স্বয়ং অবরুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং উহারা যে অবসরের কথা বলিয়াছিল সেই মধ্যাহ্ন কালের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া হস্তিগ্রহণোপযোগী পাশ ও বিশাল বাহিনী সহ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। অবিশ্রান্ত গতিতে গমন করিয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে গজযূথের বিহারভূমি সেই রম্য আশ্রম-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতর্কিতভাবে শাপগ্রস্ত গজযূথকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর অঙ্গপতি, নবধৃত বারণগণ সহ শম্পানদীর তীরে গমন করিয়া বহু আশ্রম দর্শন করিলেন। আশ্রমস্থিত মুনিদিগকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন :—'হে ঋষিগণ, আপনারা শাস্ত্রকার, প্রজাগণের অহিতকারী এই বারণযূথকে আমি আবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি। উহাদিগকে বশীভূত করিবার কৌশল-বিষয়ে আমাকে শাস্ত্রানুমোদিত উপদেশ প্রদান করুন।' নীতিজ্ঞ ঋষিগণ, অঙ্গেশ্বরের বিনয়পূর্ণ বাক্যে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন :—মহারাজ, উহা তো আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনি, অনন্তর কর্ত্তব্য সকল চিন্তা করুন। সম্প্রতি আপনাকে পরিশ্রান্ত বোধ করিতেছি, আপনি এই শম্পানদীর স্বচ্ছ সুশীতল জলে অবগাহন করিয়া সুস্থ হউন।' ঋষিগণের উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণে মহানুভব রোমপাদ নিরতিশয় প্রীত হইয়া বিশ্রামার্থ আশ্রমের বহিঃস্থিত পটমণ্ডপে গমন করিলেন। নরপতি বিশ্রামার্থ গমন করিলে পর মুনিগণ, সেই নবধৃত গজযূথকে স্তম্ভে বন্ধন করাইলেন।

এ দিকে মহর্ষি পালকাপ্য, আশ্রমস্থিত পিতৃদেবের শুশ্রূষান্তে বারণগণের অবস্থিতি-স্থানে আগমন করিলেন এবং সেই স্থানে তাহাদিগকে দর্শন করিতে না পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে যে স্থানে তাহারা বিচরণ করিত, যে যে হ্রদ ও সরোবরে তাহারা অবগাহন করিত, সেই সকল স্থানে পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়াও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই সর্ব্বত্যাগী তপোনিরত সংযমী ঋষি, বারণগণের প্রতি অপরিসীম স্নেহ বশতঃ তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে করিতে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে মাতঙ্গগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পদব্রজে শম্পানদীর তীরে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে এক বিশাল গজমণ্ডপে (পিলখানায়) স্তম্ভে নিবদ্ধ বারণগণকে যুগপৎ দর্শন করিলেন। স্নেহের মাতঙ্গদিগকে আবদ্ধ দেখিয়া তাঁহার নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হইল। ব্রহ্ম-শাপভীত অঙ্গপতি, ইতঃপূর্ব্বেই মুনিবরের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত একদল অনুচর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুনিপ্রবর যূথ-সন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র, অনুচরগণ, নরপতির উপদেশক্রমে যথাবিধি আসন ও অর্ঘ্যাদি দানে তাঁহার পরিচর্য্যা করিল। সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত মহাত্মা গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকার ঋষিগণও তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা, জটামণ্ডিত, সুজনপ্রিয়, উগ্রতপঃ সম্পন্ন, বেদবেদাঙ্গপারগ, কৃষ্ণাজিনধর, অমিততেজা, প্রিয়দর্শন এক মৌনী ব্রাহ্মণকে সহসা বারণ-মণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন।

অতঃপর সেই মহানুভব মুনিপ্রবর, বারণগণকে আবদ্ধ ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া উদ্বিগ্ন-নেত্রে তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও দুঃখ-পীড়িত দর্শন করিয়া স্বগণের ন্যায় স্বীয় করতলে তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ক্ষতনাশক বহু বৃক্ষত্বক ও তরুমূল আহরণ পূর্ব্বক তাহা নিষ্পেষণ করিয়া বারণগণের ক্ষত স্থানে লেপন করিয়া দিলেন; তাহাদিগের পথ্যের নিমিত্ত পদ্মকোরক, নব পল্লব, বৃক্ষ-ত্বক্, তরু-মূল ও বিচিত্র ঘাস সকল সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন, এই প্রকারে এক রাত্রি অতীত হইলে গৌতমাদি শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ, ঋষিপ্রবর পালকাপ্যের তাদৃশ অবস্থান্তর শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত মনে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, 'আপনার শোকের কারণ কি? আপনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াও কি নিমিত্ত বন্য বারণগণের জন্য এতাদৃশী কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন? কি কারণেই বা উহাদিগের প্রতি ঈদৃশী অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন? উহাদিগের দেহে ক্ষত হইলে কিরূপেই বা তাহার প্রতীকার করিয়া থাকেন? শম্পাতীরস্থ আশ্রমবাসী ঋষিগণ এই প্রকার প্রশ্ন করিলেও তিনি তাহার কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। তাঁহারা পালকাপ্য মুনির নিকটে কোনও উত্তর না পাইয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং অঙ্গেশ্বর রোমপাদ নরপতির নিকটে গমন করিয়া সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন।

মহানুভব অঙ্গপতি, মহর্ষিগণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অবিলম্বে মহর্ষি পালকাপ্যের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন দানে তাঁহার সমুচিত অর্চ্চনা করিয়া বিবিধ স্তুতি বাক্যদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। অতঃপর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয় নিবেদন করিলেন;—'ভগবন্, আপনার নাম কি? আপনি কোন প্রজাপতির বংশে উৎপন্ন? কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বারণগণ সৃষ্ট হইয়াছে? ইহাদিগের প্রকৃত স্বরূপই বা কি? আপনিই বা উহাদিগের প্রতি এতাদৃশ দয়াবান্ কেন? আমি, এই সকল তত্ত্ব আপনার মুখে যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা অঙ্গরাজ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি পালকাপ্য প্রথমতঃ গজ-যূথের বন্ধন নিবন্ধন খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আধ্যাত্মিক বলে কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণের অংশাবতার মহীপতির সম্মানরক্ষার্থ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ, শ্রবণ করুন— পূর্ব্বকালে মাতঙ্গগণ ইচ্ছানুরূপ আকৃতি গ্রহণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে দেবলোক ও নরলোকে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিত, গন্ধর্ব্বদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও গতি কুত্রাপি ব্যাহত হইত না। স্বীয় দুষ্কার্য্যের ফলে ব্রহ্মশাপে যে প্রকারে তাহাদের সেই মহীয়সী শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—

পুরাকালে নগরাজ হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক বিশাল অশ্বত্থ তরু বিদ্যমান ছিল। উহার গগনস্পর্শী শাখা সমুদয় ন্যূনাধিক দুইশত যোজন বিস্তৃত হইয়া অসংখ্য প্রাণীর আশ্রয় প্রদান করিত। 'দীর্ঘতপা' নামে এক ঋষি, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ অশ্বত্থ পাদপের অধোদেশে কঠোর

তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। অনন্তর এক দিবস কতিপয় পক্ষযুক্ত হস্তী যদৃচ্ছাক্রমে শূন্য পথে আগমন করিয়া সেই মহাতরুর এক শাখায় উপবেশন করিল। তাহাদের দুর্ভাগ্য বশতঃই যেন, সেই শাখার নিম্ন প্রদেশে মহর্ষি 'দীর্ঘতপা' যোগস্থ হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। মাতঙ্গযূথের গুরু ভারে সেই মহতী শাখা তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া বারণগণের সহিত মহাশব্দে ভূতলে নিপতিত হইল; শাখার প্রবল আঘাতে প্রস্তরময় ভূ-ভাগ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণায় মহর্ষি দীর্ঘতপার জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। তাহাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যোগিপ্রবর হস্তীদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন:—'হে মাতঙ্গগণ, তোমরা বল দর্পে অন্ধ হইয়া আমার প্রাণ-নাশে উদ্যত হইয়াছিলা, এই নিমিত্ত আমি অভিসম্পাত করিতেছি—'তোমাদের অন্তরীক্ষে গমন-শক্তি তিরোহিত হউক এবং তোমাদের বংশধরগণ বাহনরূপে মানবের দাসত্ব করিবে।' মহর্ষি দীর্ঘতপা যখন বারণগণকে উল্লিখিত অভিশাপ প্রদান করিতেছিলেন, তখন অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল, 'হস্তিগণ, যে পক্ষদ্বয়ের সাহায্যে দানবগণের ধ্বংস সাধন করে, মহর্ষির শাপে উহাদের সেই পক্ষ বিনষ্ট হউক।' মহর্ষি দীর্ঘতপাও 'তথাহস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দৈববাণী অঙ্গীকার করিলেন।

অনন্তর ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌বারণগণ, স্বীয় অপরাধ জনিত মহর্ষির অভিসম্পাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিল এবং যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত শাপ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। পিতামহ, তাহাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া বলিলেন;—হে বারণগণ তোমরা দুঃখিত হইও না। যোগিপ্রবর দীর্ঘতপা যাহা বলিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবে না। তপঃসিদ্ধ ঋষিদিগের বাক্যের অন্যথা আচরণ করা কাহারও শক্তির আয়ত্ত নহে। দিঙ্মাতঙ্গগণ, ব্রহ্মার উল্লিখিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল;—হায়! আমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশধরগণের লোকালয়ে অবস্থানকালে বিষমাশনাদি নিবন্ধন রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতীকারের কি উপায় হইবে? বারণ-গণের ঈদৃশ কাতরতাপূর্ণ বিলাপ বাক্য শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া পিতামহ বলিতে লাগিলেন;—হে মাতঙ্গগণ, তোমাদিগের ভবিষ্যদ্‌বংশধরগণের ব্যাধির নিমিত্ত বিষাদ নিষ্প্রয়োজন। অবিলম্বেই বারণগণের বান্ধব স্বরূপ এক মহর্ষি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবেন। মৎ-প্রণীত গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা থাকিবে; তাহার ফলে ঔষধ প্রভাবে তিনি বারণগণের রোগ প্রতীকারে সমর্থ হইবেন। এই প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা, দিঙ্মাতঙ্গদিগকে নিজ নিজ দিক্ রক্ষার্থ গমন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারাও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব দিকে প্রতিগমন করিল। অতঃপর দিগ্‌গজদিগের অভিশপ্ত বংশধরগণ, ভূতলে আগমন করিয়া পর্ব্বতময় গভীর অরণ্য প্রদেশে বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে তাহাদিগের বংশে সহস্র সহস্র হস্তী জন্মগ্রহণ করিয়া দলে দলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। অরণ্যবহুল পার্ব্বত্য প্রদেশই উহাদিগের প্রিয় বাসস্থান হইল।

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি পালকাপ্য এই প্রকারে দিগ্‌বারণগণের উল্লিখিত অবস্থান্তর প্রাপ্তির বিষয় বর্ণন করিয়া পুনরায় বহুমানাস্পদ নরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—হে মহানুভব অঙ্গপতি, আমার জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন; তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন যদিও আমি সর্ব্বত্যাগী তথাপি কি নিমিত্ত হস্তীদিগের প্রতি আমার এতাদৃশ অকপট স্নেহ সঞ্চারিত হইয়াছে? এবং কি নিমিত্তই বা আমি তাহাদিগের রোগ প্রতীকারের উপায় বিধান করিয়াছি? হে নরনাথ, শৈলরাজ হিমাদ্রির বিশাল উপত্যকার যে অংশ নিরন্তর লৌহিত্যের পূত শীকরে সিক্ত হইতেছে সেই স্থানে 'সামগায়ন' নামে এক মহর্ষি অতি কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পবিত্র আশ্রম সন্নিধানে একদল বন্য বারণ বাস করিত। একদা রাত্রিযোগে, নিয়মপরায়ণ মহর্ষি সামগায়ন, স্বপ্নে এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী যক্ষিণীকে দর্শন করিয়া কামার্ত্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া স্বীয় আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমের বহির্ভাগে আসিয়া মূত্র ত্যাগ করিলেন। দৈব-কারণযুক্ত সেই স-শুক্র মূত্র এক হস্তিনী তৎক্ষণাৎ পান করিয়া গর্ভবতী হইল।

মহারাজ রোমপাদ, মহর্ষি পালকাপ্যের এই অত্যদ্ভুত বাক্য শ্রবণে একান্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে মুনি শ্রেষ্ঠ, আপনার বিচিত্র বাক্য আমাকে কৌতূহল পরবশ করিয়াছে। আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক হস্তিনী কেমন করিয়া মানব শুক্রপানে গর্ভবতী হইল, তাহা সবিস্তর বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন মহারাজ, শ্রবণ করুন;—আদিকালে ভগবান্ বিশ্ব-স্রষ্টা, ধারাবাহিক প্রজা সৃষ্টির উপায় চিন্তা করিয়া দেবতা, মানব, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসদিগের তেজঃ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বহস্তে 'রুচিরা' নামে এক দেবীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। সেই অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যবতী রমণীকে দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ দেবগণ, এবং তপোধন ঋষিগণ পরম বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন;—'এই রমণী ত্রিভুবনবাসীর 'রুচিতা' অর্থাৎ বাঞ্ছনীয়া এই নিমিত্ত 'রুচিরা' নামে বিখ্যাতা হইবে।' হে নরনাথ, সেই রুচিরা দেবী, যৌবন-গর্ব্বেই হউক বা বিলাস-বিভ্রম বশতঃই হউক, দক্ষ প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের প্রতি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ব্রহ্মা, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন—'তুমি, করিণী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবে।' 'হে নাথ, বলুন শাপ প্রভাবে আমাকে কখন ক্ষিতিতলে গমন করিতে হইবে?' রুচিরা, বিজড়িত কণ্ঠে এই কয়টী মাত্র কথা উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মার চরণতলে নিপতিত হইল। বিশ্ব-স্রষ্টা, সেই যৌবন-গর্ব্বিতা সুন্দরীকে অশ্রুপূর্ণাক্ষী এবং হৃতগর্ব্বা বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন—'ভদ্রে, তুমি 'ভার্গব' নামে খ্যাত বসু বংশে সুন্দরী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় শাপ-প্রভাবে ভূতলে মতঙ্গ মুনির আশ্রম সন্নিধানে হস্তিনী রূপে অবস্থান করিবে।'

অনন্তর সর্ব্বজনবাঞ্ছিতা শাপগ্রস্তা রুচিরা যখন 'বসু' কুলে জন্মগ্রহণের উপায় চিন্তা করিতে করিতে পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন শাপপ্রভাব বশতঃ সহসা ভূতলে

ভার্গবাশ্রমে অবতীর্ণ হইলেন। মহর্ষি ভার্গবের সেই বিচিত্র আশ্রম শৈলরাজ হিমাদ্রির উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মলোক সদৃশ, সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব ও বেদ-পাঠনিরত মহর্ষিগণে পরিপূর্ণ ও বিবিধ রত্ন-রাজি-বিরাজিত। উহা একদিকে যেমন কুরঙ্গ ও শ্বাপদ-কুলের আবাস-ভূমি, অপরদিকে তেমনি অপ্সরা ও কিন্নরগণের বিলাস-ভূমি; নিরন্তর হোমানলের ধূমশিখা এবং মধুর বেদ-ধ্বনিতে আকুল; নীল-জল-ধরপটল-সদৃশ অগণিত তরুশ্রেণী এবং অনলতুল্য-স্তবক-নম্র অশোক বৃক্ষসমূহ সেই আশ্রমের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধিত করিতেছিল। আশ্রমের বহির্ভাগে কমল ও উৎপলমণ্ডিত অসংখ্য সরোবর তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। এতাদৃশ ভার্গবাশ্রমে প্রবেশ করিয়া রুচিরা, অসংখ্য মুনিসমূহে পরিবৃত, প্রশান্ত দর্শন, ধীমান্‌, জলন্ত অনল-সদৃশ তেজস্বী, সুবর্ণস্তম্ভ-সদৃশ-সমুন্নত-দেহ, জটা-মুকুটমণ্ডিত এক ঋষিপ্রবরকে দর্শন করিলেন। তাঁহার সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত গৌরবর্ণ দেহ হইতে এক দিব্য-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। তাহা দেখিয়া রুচিরার মনে হইতে লাগিল— যেন সেই নিষ্পাপ হৃদয়ের পবিত্র বৃত্তিনিচয় নির্গত হইয়া তাঁহার শাপদগ্ধ মনঃপ্রাণ শীতল করিতেছে। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ঋষিপ্রবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—'হে মুনিশ্রেষ্ঠ ভার্গব, কিরূপে আমার শাপান্ত হইবে?' এই কথা বলিতে বলিতে তিনি স্বীয় সুকোমল দেহ সেই ব্রাহ্মণের চরণতলে বিন্যস্ত করিলেন। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন, মহাপ্রাজ্ঞ ভার্গব, শোকসন্তপ্তা রুচিরার বিশাল নয়ন দুইটী অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ধ্যানযোগে তৎসমুদয় অবগত হইয়া বলিতে লাগিলেন;—অয়ি শুভাননে, তুমি কি নিমিত্ত ভয়ত্রস্তা বা শোকবিহ্বলা হইতেছ? অবশ্যম্ভাবী ফলাফলে ভয় অথবা শোক নিষ্ফল; বসুদিগের উত্তম বংশে তোমার জন্ম হইবে এবং সেই বসুকুলে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া তুমি পুনরায় শাপগ্রস্তা হইবে।'

হে নরনাথ, রুচিরা কিরূপে পুনরায় শাপগ্রস্তা হইয়া হস্তিনীর আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎসমুদয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—হে নরেশ্বর, ব্রহ্ম-শাপ-প্রভাবে সেই রুচিরা দেবী, 'বসু' কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 'গুণবতী' এই অন্বর্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী গুণবতী স্বীয় সখী দেবকন্যা ও গন্ধর্ব্ব কন্যাগণের সহিত মিলিত হইয়া জনক জননীর সম্মতিক্রমে স্বেচ্ছায় বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখনও রম্য বন, উপবন, শৈলমালা, কখনও নির্ঝর, সরিৎ বা প্রস্ফুটিত কমল, উৎপলমণ্ডিত মনোহর সরোবর এই সকল বিচিত্র দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে একদা গুণবতী দৈবের অলঙ্ঘ্য শাসনক্রমে স্বীয় সহচরীদিগকে বিস্মৃত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে মহর্ষি মতঙ্গের সুরম্য আশ্রমে প্রবেশ করিল। ঐ ঊর্দ্ধরেতা ঋষি দীর্ঘকাল যাবৎ মানবের অনধিগম্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে আশ্রম স্থাপন করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। সহসা ধ্যানভঙ্গ হইলে মহর্ষি মতঙ্গ তাহাকে দর্শন করিবা মাত্র 'সমাধিভীত দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিতা তপোবিঘ্নকারিণী অপ্সরা ভ্রমে অভিসম্পাত করিলেন:— হে ললনে, কি নিমিত্ত তুমি মানবের অনধিগম্য এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে একাকিনী বিচরণ

করিতে আসিয়াছ ? কি নিমিত্তই বা তুমি আমার অজ্ঞাতসারে পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছ ? অয়ি যৌবন-গর্ব্বিতে, যেহেতু তুমি একাকিনী নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, সেই অপরাধে আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিতেছি—তুমি হস্তিনী হইয়া অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিবে, কিন্তু তোমার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না।

বসুকন্যা গুণবতী, এই আকস্মিক বিপৎপাতে একান্ত অভিভূতা হইলেন এবং মহর্ষির পদতলে স্বীয় সুকোমল দেহ বিন্যস্ত করিয়া বিবিধ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন ;—হে তপোধন, আমি জ্ঞানহীনা অবলা, কেবল কৌতূহল বশতঃই আপনার রম্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম মাত্র। তদ্ভিন্ন ইহাতে আমার অন্য কোনও অসদভিপ্রায় ছিল না ; অতএব আমি নিষ্পাপা, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার শাপ বিমোচন করুন। গুণবতীর এই প্রকার কাতর প্রার্থনায় মহর্ষির স্বভাব-কোমল হৃদয়, করুণায় আর্দ্র হইল। তিনি গুণবতীর বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত আচমন পূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলেন। ধ্যানযোগে গুণবতীকে নিরপরাধা জানিয়া মহর্ষি মতঙ্গ, বলিতে লাগিলেন ;—'ভদ্রে, তুমি যথার্থই বলিয়াছ, তোমার কোন অপরাধ নাই, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ পূর্ব্বেই যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর ;—তুমি কিয়ৎকাল হস্তিনীরূপে ভূতলে বিচরণ করিবে। তোমার গর্ভে এবং সামগায়ন ঋষির ঔরসে সুলক্ষণ সম্পন্ন এক মুনিকুমার জন্মগ্রহণ করিবেন। 'পালকাপ্য' তাঁহার নাম হইবে। সেই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ঋষিকুমার, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অতি কঠোর তপস্যা করিবেন। তিনি বহুকাল শীর্ণ পত্র ভোজন ও জলপান করিয়া গজ-যূথের সহিত বনে বনে পরিভ্রমণ করিবেন এবং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার প্রসাদে গজায়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অপরিসীম অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। বারণগণের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় স্নেহ থাকিবে। তুমি প্রসবানন্তর তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়া মহর্ষি সামগায়নের হস্তে সমর্পণ করিবে। এই প্রকার করিলে তুমি শাপ-বিমুক্ত হইবে এবং কদর্য্য হস্তিনীরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারিবে। আমার প্রসাদে তখন তোমার দুঃখময়ী পূর্ব্বস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। মহর্ষি মতঙ্গ তাহাকে এই প্রকার ভবিষ্যদুপদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। গুণবতীও আশ্রমের বহির্ভাগে আগমন করিবামাত্র স্বীয় কর্ম্মফলে দেখিতে দেখিতে এক দিব্য হস্তিনী হইল এবং সামগায়ন ঋষির আশ্রম-সন্নিধানে যূথে প্রবেশ করিয়া একান্ত দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহর্ষি সামগায়ন, ধ্যানযোগে হস্তিনীরূপা বসুকন্যার গর্ভে বিচিত্র উপায়ে স্বীয় শুক্রের প্রবেশ অবগত হইয়া দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন। সেই অধ্যাত্ম-বলসম্পন্ন ঋষির মনঃশক্তি-প্রভাবে হস্তিনী-গর্ভে মানব-সন্তান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর যথাকালে অতি উজ্জ্বলরূপসম্পন্ন এক কুমার হস্তিনীর মুখ বিবর হইতে নির্গত হইল। সেই যূথস্থিত অন্যান্য হস্তিগণ হস্তিনী-গর্ভে মনুষ্য-সন্তানের জন্ম দর্শনে নিরতিশয় ভীত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। কিন্তু ঐ

হস্তিনী গর্ভের মূল কারণ অবগত ছিল সুতরাং সে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীতা না হইয়া সেই সন্তান মহর্ষি সামগায়নের হস্তে সমর্পণ করিল। তিনিও স্বীয় সন্তান চিনিতে পারিয়া সানন্দে তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং যথাকালে জাতকর্ম্মাদি বেদোক্ত সংস্কার সকল সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে মহর্ষি সামগায়ন, এক দিন দৈববাণী শ্রবণ করিলেন—'এই অসামান্য বালক, যুগে যুগে রোগার্ত্ত হস্তীদিগকে পালন করিয়া যশস্বী হইবেন।' এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মহর্ষি সামগায়ন কাপ্য বংশ-সম্ভূত সেই শিশুর নাম 'পালকাপ্য' * রাখিলেন। পিতা সামগায়ন, নামকরণ-কালে আশ্রমস্থ ঋষি ও সজ্জনদিগকে ফল-মূলাদি উত্তম খাদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া ছিলেন। আশ্রমের বহির্ভাগে ঐ হস্তিনী বাস করিত। সেই বালক কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া যখন হাটিতে শিখিল তখন সে জননী হস্তিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। মহারাজ, আমাকেই সেই মহর্ষি সামগায়ন-পুত্র পালকাপ্য বলিয়া জানুন। আমি জন্মাবধি সুদীর্ঘ কাল গজ-যূথমধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগের সহিত কখনও নগ নির্ঝরে, কখনও গিরিপ্রস্থে, কখনও বা কমলোৎপল-শোভিত রম্য জলাশয়ে ক্রীড়া করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইয়াছি। এই নিমিত্তই আমি বারণগণের অভ্যাস, খাদ্য, অখাদ্য, সুখ, দুঃখ, ঈঙ্গিত ও বিবিধ মনোভাব ব্যঞ্জক বৃংহিতের তথ্য অবগত আছি। সেই সুযোগেই আমি, উহাদিগের আহার, বিহার এবং রোগ-প্রতীকার-তথ্য সকল জানিতে পারিয়াছি। পক্ষান্তরে মাতঙ্গগণও আমার প্রিয় কিংবা অপ্রিয় খাদ্য বা ব্যবহার অবগত আছে; উহারা তদনুসারে আমাকে সেই সকল দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে। মহারাজ, আমি যখন আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম সেই অবসরে আপনি, আমার আশ্রিত এই বারণযূথকে আবদ্ধ করিয়া এই স্থানে আনিয়া রাখিয়াছেন। আমি উহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে উহাদিগের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছেন উহাদের প্রতি আমার কতদূর স্নেহ বিদ্যমান আছে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ পালকাপ্য নীরব হইলেন। তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ ও কণ্ঠস্বর বাষ্পে বিজড়িত হইল।

মহর্ষি পালকাপ্যের উল্লিখিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াভিভূত অঙ্গেশ্বর, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন;—হে তপোধন, আপনার বিচিত্র জন্মবৃত্তান্ত এবং অশ্রুত পূর্ব্ব জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে যে আপনি কিরূপে বন্য-বারণগণের সহিত কখনও নদ-নদীসঙ্কুল সমতল প্রদেশে, কখনও বা পর্ব্বতোপাত্যকায়, কখনও নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এইরূপে মদমত্ত বারণগণের সহিত কতকালই বা বিচরণ করিয়াছেন? কঠোর তপশ্চর্য্যায়ই বা আপনার কতকাল অতীত হইয়াছে? হে ভগবন্, আমি, এই সকল তথ্য সবিশেষরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অনুকম্পা-পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুণ।

মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;—মহারাজ, আমি, যেরূপে স্বধর্ম্ম-প্রতিপালনের নিমিত্ত, এই বিশাল বারণ-যূথের সহিত বিচরণ করিয়াছি

---

* পালনাদ্গজযূথস্য কাপ্য গোত্র সমুদ্ভবঃ। পালকাপ্য ইতি শ্রীমান্নাম ধেয়ং চকার সঃ॥

এবং যতকাল তপশ্চর্য্যা দ্বারা স্বীয় মানবজীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন;—হে নরেশ্বর, আমি, শৈশবে কতিপয় বৎসর মাত্র প্রসূতির সহিত বারণ-যূথ মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম। অনন্তর আমার স্নেহময়ী প্রসূতি স্বর্লোকে গমন করিলে আমি, বিদ্যাভ্যাস ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া পরে এই বারণ-যূথের সহিত কখনও ভ্রমর-কুল-মুখরিত, কুসুমাবলী-ভূষিত তরুশ্রেণীর মধ্যে, কখনও বা সহকার, তিলক, পুন্নাগ, অর্জ্জুন, কেসর, অশোক, চম্পক, শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি তরুরাজি-পরিশোভিত, মাধবী-লতাকুঞ্জ-ভূষিত, নিবিড় অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিয়াছি। আমি দিবা ভাগে যখন ক্লান্তি বোধ করিতাম, তখন স্বচ্ছ শীতল সলিল পূর্ণ, পদ্ম-গন্ধ-সুরভিত সরোবরে কলভগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরমানন্দে জল পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি; পুনরায় মরকত-মণি সদৃশ নবতৃণাচ্ছাদিত, নদী-পুলিনে কিংবা উপত্যকা প্রদেশে বিচরণ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। কখনও নির্ব্বাত প্রায় নিবিড় অরণ্য মধ্যে, কখনও বা প্রকৃষ্ট বায়ুপূর্ণ মুক্ত প্রদেশে, কখনও বনে, কখনও ফুল্ল-কুসুমশোভিত মদগন্ধযুক্ত তরুতলে কখনও কর্দ্দম বিহীন বন প্রদেশে, বর্ষাকালে বিরল পাদপ স্থল প্রায় ভূ-ভাগে,আমি এই মাতঙ্গগণের সহিত সুখে বিচরণ করিয়াছি। হে নরনাথ, আমি পঞ্চদশাধিক একাদশ সহস্রবর্ষ বারণগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে যাপন করিয়াছি; তন্নিমিত্তই আমি কিসে উহাদিগের মঙ্গলসাধন হয় তাহা বলিতে সমর্থ।

অনন্তর গুণগ্রাহী অঙ্গেশ্বর, প্রসন্নচিত্তে মহর্ষি পালকাপ্যকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে মুনিপ্রবর, আমি জানিতে ইচ্ছা করি অরণ্যে অবস্থান-কালে বারণগণের কি কি রোগ জন্মে? লোকালয়ে আনীত হইলেই বা উহারা কি কি রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা? মহানুভব অঙ্গপতি কর্তৃক এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি পালকাপ্য, কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গভীর অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন;—হে অঙ্গনাথ, স্বাধী-নতাপ্রিয় মাতঙ্গগণ, করিণীগণের সহিত মিলিত হইয়া মধুগন্ধযুক্ত অরণ্য মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে, কটু, কষায়, তিক্ত, লবণ, অম্ল ও মধুর রসযুক্ত বিবিধ নবতৃণ, তরু-ত্বক, লতা, ফল ও পল্লব যথাসুখে আহার করিতে সমর্থ হয়। তখন স্বভাব-সুলভ নিপুণতা বশতঃই উহারা যে ঋতুতে যে সকল আহার গ্রহণ বা বর্জ্জন করা আবশ্যক তাহা করিয়া থাকে। হে নরনাথ, বারণগণ বর্ষাগমে বৃক্ষ-ভঙ্গ বর্জ্জন করে। উহারা হেমন্তে ও নিদাঘে শল্লকী, কর্ণিকার, কোবিদার ও উদম্বর (যজ্ঞডুমুর) শাখা ভোজন করিয়া থাকে। বর্ষাকালে বন্য বারণগণ, স্থলজাত ঘাস ও বট অশ্বত্থ তরুশাখামাত্র ভোজন এবং জল পান করিয়া জীবনধারণ করে। উহারা হেমন্ত ঋতুতেও সেইরূপ স্থলজ তৃণাদি ভোজন করিয়াই সুস্থ দেহে জীবনযাপন করে। আরণ্য অবস্থায় বারণগণ, এইরূপে স্বীয় অভিলাষানুসারে তৃণাদি ভোজনে পুষ্টিলাভ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে করিণী ও শাবকগণের সহিত স্বভাব রম্য ভূ-ভাগে ক্রীড়া করিতে করিতে ইচ্ছানুরূপ শীতাতপ সেবন করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ঈদৃশ বিহারের ফলেই করিণীগণ যথাকালে গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে স্বীয় অভিলাষানুসারে আহার, বিহার, স্নান, পান, ভোজন, শয়ন,

বিশ্রাম, নিদ্রা ও জাগরণে সমর্থ হয় বলিয়া, অরণ্যে অবস্থান কালে উহারা প্রায় কোনও রোগেই আক্রান্ত হয় না।

হে নরেশ্বর, পক্ষান্তরে, উহারা যখন স্বাধীনতার বিলাসক্ষেত্র অরণ্য হইতে লোকালয়ে আনীত হয়, তখন উহাদিগের অন্তঃকরণ, ভয় ও শোকে অভিভূত, বন্ধন ও বধ ভয়ে উদ্বিগ্ন হয় এবং করিণী বিরহে একান্ত কাতর হয়। ঐ সময়ে উহারা কর্কশবাক্যে ভৎসিত হইয়া ভোজন, গমন, কদর্য্যস্থানে অবস্থান, শয়ন ও কঠোর পরিশ্রমে একান্ত পীড়িত হয় এবং স্ব-জাতি বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া থাকে। হে নরনাথ, আমি এই সকল সত্য সম্যক্‌রূপে অবগত আছি ; এই নিমিত্তই আমি শঙ্কিত হৃদয়ে মাতঙ্গগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যের কঠোর প্রণোদনায় আপনার দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াছি।

মহর্ষি পালকাপ্যের উল্লিখিত বাক্যাবলী শ্রবণে মহানুভব অঙ্গপতি, তাঁহাকে গজ-শাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ জানিয়া বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং বারণগণের সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতার অভাব আছে, তত্তদ্‌বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হইয়া বলিতে লাগিলেন ;—হে মহাত্মন্, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কিয়ৎকাল এইস্থানে বাস করুন। মহর্ষি পালকাপ্য, সমবেত ঋষিগণ ও স্বয়ং নরপতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মাতঙ্গগণের প্রতি জ্ঞাতিস্নেহবশতঃ কিয়ৎকাল সেই স্থানে বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। অঙ্গপতি রোমপাদ, মহর্ষির মনোগত অভিলাষ অবগত হইয়া চম্পানগরীর উপকণ্ঠে এক সুরম্য আশ্রম নির্ম্মাণ করাইলেন, সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক বিশাল গজমণ্ডপে নবধৃত মাতঙ্গগণ শিক্ষা ও রক্ষার্থ স্থাপিত হইল।

অনন্তর মহর্ষি পালকাপ্য, বারণগণের হিতকামনায় সেই আশ্রমে বাস করিতে সঙ্কল্প করিয়া অঙ্গেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন ;—হে নরনাথ, মাতঙ্গগণ, ধূলি কর্দ্দম ও জল প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে ভালবাসে ; যথেচ্ছভাবে ক্রীড়া ও অঙ্গ সঞ্চালন করিতে দিলে উহাদিগের দেহের উপাদান-স্বরূপ রক্তমাংসাদি সপ্তধাতু প্রসন্ন (অবিকৃত) থাকে। তাহাতেই উহারা সুস্থ দেহে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করে। দৈহিক স্বাস্থ্যই বললাভের অসাধারণ উপায় এবং দেহ সবল থাকিলে সহসা তাহাতে কোন রোগও প্রবেশ করিতে পারে না। বারণগণ অত্যন্ত সলিল-প্রিয় ; কারণ জলই উহাদের জীবনধারণের প্রধান সহায় ও মহৌষধি স্বরূপ। তন্নিমিত্ত কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদিগের সলিল—বিহারে বিঘ্ন উপস্থিত করা উচিত নহে। কেবল পর্য্যাপ্ত জল প্রাপ্ত হইলেই বারণগণ, সুদীর্ঘ শত যোজন পথ ভ্রমণ করিতেও ক্লান্তি বোধ করে না। পক্ষান্তরে কুঞ্জরগণ, যখন কর্দ্দম ও জল-কণাদ্বারা স্বীয় দেহ সিক্ত করিতে অসমর্থ হয় ; তখনই উহারা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কিংবা অন্ধ হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে মাতঙ্গগণের দেহ জল ও কর্দ্দম দ্বারা সর্ব্বদা সিক্ত থাকে, কখনও শুষ্ক না হয় এবং যাহাতে উহারা অস্বচ্ছন্দতা বোধ না

* হস্তিনামুদকং প্রাণাস্তদগতিস্তু পরায়ণম্ ; তস্মাৎ সলিলমেতেষাং কামতো ন নিবর্ত্তয়েৎ।

গজায়ুর্ব্বেদসংহিতা ১ম অধ্যায় ২১৫ শ্লোকঃ।

করে, সেইরূপ বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। সরলমতি মাতঙ্গগণ, যে সময় হইতে স্বজন বধ ও বন্ধন জনিত ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে, তখন হইতেই তাহাদের দেহের আর উপচয় (বৃদ্ধি) থাকে না, বরং উহাদের শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। সযত্নে প্রতিপালিত হইলে উহারা যেমন শত্রুনাশে সহায়তা করে, অযত্নে রক্ষিত হইলে তেমনই স্বীয় প্রভুর অনিষ্ট কামনা করে। তন্নিমিত্ত বারণগণের প্রতিপালন বিষয়ে সতত যত্নবান থাকা উচিত। যে সবল নরপতি স্বীয় ঐশ্বর্য্য বা মঙ্গল কামনা করেন তাঁহারা কখনও বারণগণকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান না করাইয়া স্বয়ং পান ভোজন করেন না। মাতঙ্গগণ, ক্ষীণ বৃদ্ধ বা রুগ্ন হইলে তাহাদিগকে সযত্নে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থায় প্রভু স্বয়ং তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। নবধৃত মাতঙ্গ সম্বন্ধেও এই রীতি অবলম্বন করা একান্ত বিধেয়।

মুণিগণ মধ্যগত মহর্ষি পালকাপ্য, পুরুষ প্রবর অঙ্গেশ্বরের নিকটে স্বীয় উৎপত্তি বৃত্তান্ত এই প্রকার বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিলেন। আর্য্য ঋষিগণ, স্বীয় জন্ম, শিক্ষা ও সংসর্গ সম্বন্ধে যথার্থ কথা বলিতে ভীত বা লজ্জিত হয়েন না।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগস্থানে বনানুচরিত নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

——০—

গজোৎপত্তি-বিবরণ।

অনন্তর মহানুভব অঙ্গেশ্বর রোমপাদ নরপতি, মহর্ষি পালকাপ্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;—'ভগবন্, বারণগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দেশ আছে আমি তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার এই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। অঙ্গপতির এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন,—হে নরেশ্বর, শ্রবণ করুন;—প্রজাপতি ব্রহ্মা, প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে স্বীয় তেজঃ নিক্ষেপ করেন, উহা সুবর্ণময় অণ্ডরূপে পরিণত হয় এবং পরিশেষে উহাই 'ব্রহ্মাণ্ড' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাহাতেই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া বাস করিতেছে। অতঃপর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা, উজ্জ্বল তেজঃসম্পন্ন মৃৎপিণ্ড লইয়া তাহা অদিতির করে সমর্পণ করিয়া বলিলেন;—"তুমি অপ্রতিম-তেজঃসম্পন্ন পুত্র লাভ করিবে, এই পুত্রের নাম মার্ত্তণ্ড (সূর্য্য) হইবে।" অনন্তর বিশ্ব-মঙ্গল-কারিণী অদিতি দেবী * সুদীর্ঘকাল গর্ভধারণ করিয়া এক অত্যুজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট অণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ অণ্ডের উজ্জ্বল দীপ্তিতে দশদিক্ আলোকিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পরে সেই অণ্ড বিদীর্ণ হইয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন মহাতেজাঃ ভাস্করদেব (সূর্য্য) অনন্ত শূন্যে গমন করিলেন।

অতঃপর অনল ও আদিত্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট নিষ্পাপ মহর্ষিগণ, সেই বিচিত্র ঘটনাদর্শনে নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া অদিতি দেবীর নিকট হইতে সেই দুই অণ্ডার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক বেদধ্বনি-মুখরিত পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেই স্থানে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকের নিত্য অভ্যাগত মহর্ষিগণ জলন্ত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত পিতামহ ব্রহ্মাকে আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা, নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি-স্থান সেই ত্রিভুবন-পতির নিকটে গমন করিয়া যথাবিধি অভিবাদন করিলেন এবং অণ্ডার্দ্ধ-যুগল তাঁহাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন;—"হে ভগবন্ বিশ্বস্রষ্টা, এই হস্তাকৃতি অণ্ডার্দ্ধ আপনার তেজঃসংযুক্ত হইলে প্রাণিগণের উৎপাদনে সমর্থ হইবে।" অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা উভয় হস্তে করাকৃতিবিশিষ্ট অণ্ডার্দ্ধযুগল গ্রহণ করিয়া ঋষিদিগের সেই জগন্মঙ্গলকর শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন বিশ্বস্রষ্টা সপ্তস্বরে সামগান করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তস্থিত অণ্ডার্দ্ধ হইতে রজত-পর্ব্বত-সদৃশ অমিত বলশালী বেগবান্ সাহসী এক পশু সৃষ্টি করিলেন। ঐ পশু সর্ব্বপ্রকার শুভলক্ষণসম্পন্ন উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। উহার বদনমণ্ডল, বৃত্তাকার সুদীর্ঘ স্থিতিস্থাপক শুণ্ড দ্বারা পরিশোভিত হইল। ঐ শুণ্ড দ্বারা সে গন্ধ গ্রহণ ও আহার গ্রহণ কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহার মুখবিবর হইতে তীক্ষ্ণাগ্র, উজ্জ্বল পাটলবর্ণ বিশিষ্ট, দীর্ঘ দন্ত চতুষ্টয় বহির্গত হইয়া শুণ্ডের উভয় পার্শ্বের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিল। উহার কর্ণযুগল বৃহৎ, চরণ চতুষ্টয় স্থূল ও দীর্ঘ এবং লাঙ্গুল ভূতল পর্য্যন্ত

* অদিতি শব্দের অর্থ মতান্তরে 'পূর্ব্বদিক'।

লম্বমান; ঐ গজরাজ ইরাবতীর পুত্র বলিয়া উহাকে 'ঐরাবত' এই আখ্যা প্রদান করা হইল। এই ঐরাবতই স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টগজ এবং মাতঙ্গগণের অধিপতি হইল।

মতান্তরে প্রণব হইতে ঐরাবতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে;—আদি মুনিগণ, অদিতির নিকট হইতে সেই উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট ডিম্বার্দ্ধদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহা বিশ্বস্রষ্টা কমলযোনিকে প্রদর্শন করিলেন। তিনি উভয় হস্তে উহা গ্রহণ করিয়া সপ্তস্বরে প্রণবযুক্ত সাম গান করিতে করিতে বাম হস্তস্থিত ডিম্বার্দ্ধ হইতে সপ্ত মত্তমাতঙ্গ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রণব হইতে অপর আর একটি মহাকায় মাতঙ্গকে সৃষ্টি করিলেন। এই শেষোক্ত মাতঙ্গটীই "ঐরাবত"।

ঐরাবতের স্ত্রী অভ্রমুর উৎপত্তি বিবরণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে;—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পদ্মযোনি, বাম হস্তস্থিত ডিম্বার্দ্ধ হইতে ঐরাবতের ন্যায় সকল লক্ষণ বিশিষ্টা, কিন্তু দন্তচতুষ্টয়-বিহীনা এক হস্তিনীকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ হস্তিনী ঐরাবতের ভার্য্যা হইল এবং উহার বিশাল দেহ অভ্র (মেঘ) স্পর্শী বলিয়া তাহার নাম হইল "অভ্রমু"। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা ঐরাবত ও অভ্রমুকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন;—'তোমরা ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে পারিবে, এবং আত্মানুরূপ বেগ ও বল সম্পন্ন তেজস্বী বহুসন্তান লাভ করিবে।' সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকট হইতে এই প্রকার বর প্রাপ্ত হইয়া ঐরাবত, স্বীয় ভার্য্যা অভ্রমুর সহিত বিবিধ রমণীয় অরণ্যে যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিগ্‌গজ পুণ্ডরীকের উৎপত্তি বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে;—অনন্তর মহর্ষিগণ বিশ্ব-স্রষ্টাকে বলিলেন;—'হে দেব, আপনি এই প্রিয়দর্শন মহাকায় প্রাণীটীকে যেরূপে সৃষ্টি করিলেন সেইরূপ আরও অন্য প্রাণী সৃষ্টি করিয়া আপনার সৃষ্ট জগতের পূর্ণতা প্রদান করুন।' পদ্মযোনি আদি মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অন্যান্য পশু-দিগকে সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর তিনি সাম ও রথান্তর গান করিতে করিতে পুণ্ডরীক-বনের (শ্বেত পদ্মসমূহের) ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট "পুণ্ডরীক" নামক দিগ্‌গজ ও তাহার পত্নী কপিলাকে সৃষ্টি করিলেন। পুণ্ডরীক-বনের ন্যায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া 'পুণ্ডরীক' তাহার নাম হইল।

পুষ্পদন্ত নামক তৃতীয় দিগ্‌গজের উৎপত্তি এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে;—অতঃপর বিশ্ব-শিল্পী, "বৃহৎসাম" গান করিতে করিতে "পুষ্পদন্ত" নামক মহাদিগ্‌গজ ও তদীয় ভার্য্যা "তাম্রকর্ণীকে" সৃষ্টি করিলেন। উহার দন্তের বর্ণ, চম্পক, রক্ত-পদ্ম, মল্লিকা, কেতকী, শ্বেতপদ্ম এবং বন্ধুক এই ছয়টী পুষ্পের বর্ণের ন্যায় বলিয়া উহার নাম হইল "পুষ্পদন্ত"।

চতুর্থ দিগ্‌গজ 'বামনের' উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—অনন্তর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বেদ গান করিতে করিতে নব জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ 'বামন' নামক দিগ্‌গজ ও তাহার আত্মানুরূপা পত্নী 'বশাকে' সৃষ্টি করিলেন। এই দিগ্‌গজের দশন চতুষ্টয় অত্যন্ত বামন অর্থাৎ খর্ব্ব বলিয়া "বামন" উহার নাম হইল।

'সুপ্রতীক' নামক পঞ্চম দিগ্‌গজের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—অতঃপর অমিত শক্তি

সম্পন্ন স্বয়ম্ভু, সামবেদ গান করিতে করিতে মহাবীর্য্যসম্পন্ন 'সুপ্রতীক' ও তাহার ভার্য্যা 'অনুপমা'কে সৃষ্টি করিলেন। উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরতিশয় সুন্দর বলিয়া উহার নাম হইল "সুপ্রতীক।"

'অঞ্জন' নামক ষষ্ঠ দিগ্‌গজের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে,—অনন্তর বিশ্বস্রষ্টা, পবিত্র সামবেদ গান করিতে করিতে অঞ্জন (কজ্জল) পর্ব্বত-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ 'অঞ্জন' নামক দিগ্‌গজ ও তদীয় অনুরূপা ভার্য্যা 'অঞ্জনাবতী'কে সৃষ্টি করিলেন। অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া উহার নাম 'অঞ্জন' রাখা হইল।

'সার্ব্বভৌম' নামক সপ্তম দিগ্‌গজের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—অতঃপর পদ্মযোনি পদ্মের ন্যায় মনোহর বর্ণবিশিষ্ট 'সার্ব্বভৌম' নামক দিগ্‌গজ ও তাহার পত্নী শ্বেতবর্ণ দন্তবিশিষ্টা 'শুভ্রদন্তীকে' সৃষ্টি করিলেন। ঐ দিগ্‌গজের দেহ সর্ব্বাপেক্ষা 'ভূমা' অর্থাৎ বিশাল বলিয়া তাহাকে 'সার্ব্বভৌম' এই অন্বর্থ আখ্যা প্রদান করা হইল।

অষ্টম দিগ্‌গজ কুমুদের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে;—অনন্তর ধাতা, মনোহর সাম গান করিতে করিতে কুমুদ কুসুমের (নীল ফুলের) ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট 'কুমুদ' নামক দিগ্‌গজ ও তাহার ভার্য্যা পিঙ্গলাকে সৃষ্টি করিলেন। 'কু' শব্দের অর্থ পৃথিবী; পৃথিবীবাসীদিগের 'মুদ' অর্থাৎ হর্ষ বিধান করে বলিয়া উহার নাম 'কুমুদ' হইল। অথবা উহার শরীরের বর্ণ 'কুমুদ' কুসুমের ন্যায় শ্বেত বলিয়া উহাকে 'কুমুদ' এই আখ্যা প্রদান করা হইল। 'ঐরাবত' পূর্ব্বদিক্ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পত্নী অভ্রমুর সহিত সেই দিকে গমন করিল। পুণ্ডরীক অগ্নিকোণ রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া তদীয় ভার্য্যা কপিলার সহিত সেইদিকে প্রস্থান করিল। 'পুষ্পদন্ত দক্ষিণ দিকের ভার লইয়া নিজ পত্নী তাম্রকর্ণীর সহিত সেই দিক রক্ষার্থ গমন করিল। 'বামন' নৈর্ঋত কোণ রক্ষার্থ আদিষ্ট হইয়া 'অঙ্গনা' নামক আত্ম ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিল। 'সুপ্রতীক' নামক দিগ্‌গজ, পশ্চিম দিকের রক্ষার ভার লইয়া স্বীয় পত্নী 'অনুপমার' সহিত উক্ত দিকে গমন করিল। 'অঞ্জন' বায়ু কোণ রক্ষার্থ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ ভার্য্যা 'অঞ্জনাবতী'র সহিত তদভিমুখে প্রস্থান করিল। 'সার্ব্বভৌম' উত্তর দিক্ রক্ষার্থ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নিজ ভার্য্যা 'শুভ্রদন্তীর' সহিত তদভিমুখে অগ্রসর হইল। 'কুমুদ' ঈশান কোণ রক্ষার ভার লইয়া স্বীয় ধেনুকা (হস্তিনী) পিঙ্গলার সহিত তদভিমুখে গমন করতঃ বিশ্বস্রষ্টার আজ্ঞা পালন করিল।

এই প্রকারে দিগ্‌গজগণের উৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন; মহারাজ, শ্রবণ করুন;—দিগ্‌গজগণের বংশ-বিস্তার বিষয়ে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মহাদেব পার্ব্বতীর নিকটে যেরূপ বলিয়াছিলেন তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণন করিতেছি—মুনিশাপে যেরূপে উহাদের পক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এইক্ষণে উহাদের সন্তানোৎপত্তির বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন;—এইরূপে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পদ্মযোনির আজ্ঞা ক্রমে পক্ষযুক্ত দিগ্মাতঙ্গগণ, স্বীয় অভিলাষানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। কালক্রমে ঐরাবত ও অভ্রমুর মেঘ, পয়োদয়, অরিষ্ট, চপল, রুচির, অঙ্গদ, অরুজ ও পদ্মগুল্ম নামক মহাবল

পরাক্রমশালী, বিশাল দেহ বিশিষ্ট আট পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 'পুণ্ডরীক' এবং 'কপিলার' অহন্নিরিথ, সুপ্রদিষ্ট, প্রমর্দ্দন ও জীমূত নামক পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী মহাকায় পুত্র চতুষ্টয় উৎপন্ন হইল। পুণ্ডরীক বংশধর বারণগণের দেহ বক্রলোমে আবৃত কুম্ভ বা শিরোদেশ বিশাল, শুণ্ড দীর্ঘ, নেত্রদ্বয় সারস পক্ষীর ন্যায় সুরম্য এবং স্বভাব নিতান্ত কোপন হইল। পুষ্পদন্ত ও তাম্রকর্ণীর বিষহ, সাহস, রিফ্ফ, বিচিত্র ও বিচারী নামে পাঁচ মহাবল পরাক্রমশালী পুত্র জন্মিয়াছিল। পুষ্পদন্তের বংশে যে সকল হস্তী জন্মগ্রহণ করে তাহাদের শুণ্ড ও মস্তক স্থূল বিন্দু দ্বারা পরিশোভিত, পৃষ্ঠদেশ ধনুর ন্যায় ঈষৎ বক্র, দেহ কৃষ্ণবর্ণ রোমে আবৃত, উদর কৃশ এবং শুণ্ড ও স্কন্ধদেশ একান্ত স্থূল হইল। বামন ও অঞ্জনার নবজলধর বর্ণ 'নীলাম্বুদ' নামে একমাত্র পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র যেমন বেগশালী তেমনি সলিলবিহারে সতত অভিলাষী। তাহার অক্ষিযুগল অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট এবং দেহ দীর্ঘ ও বিস্তৃত।

'হে মহারাজ, 'সুপ্রতীক' ও 'অনুপমা'র পৃথু, সম্প্রহারী ও সম্পাতী নামে তিনটী মহাবীর পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদের অক্ষিযুগল কপোতের ন্যায় ক্ষুদ্র, শুণ্ড সুদীর্ঘ উন্নতদেহ শ্বেত-পদ্মের ন্যায় শ্বেতাভ ও স্বক্ষ্ম স্বক্ষ্ম রোমে আবৃত ছিল। অঞ্জন ও অঞ্জনাবতীর অঞ্জনপর্ব্বত সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ দিব্য অশ্রয়ের ও অবরজ নামক তিন পুত্র উৎপন্ন হইল। উহাদের শুণ্ডের অগ্রভাগ সুগঠিত ও সুরম্য, দন্ত ওষ্ঠ লাঙ্গুল শ্বেতবর্ণ রোমে আবৃত ও প্রিয়দর্শন এবং তাহাদের জঙ্ঘা উন্নত ছিল। এইরূপ সার্ব্বভৌম ও শুভ্রদন্তীর মেঘ, পুষ্পধর, অসহ, 'মহা-পদ্ম' ও মহার্ণব নামে পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল। উহাদের গণ্ডদেশ স্থূল, কর্ণযুগল থর্ব্ব, নেত্রদ্বয় ক্ষুদ্র, শিরোদেশ চূড়ার ন্যায় ঈষৎ উন্নত এবং গ্রীবাদেশ নিতান্ত হ্রস্ব হইল। কুমুদ ও পিঙ্গলার 'মহাপদ্ম' এবং 'উর্ম্মিমালী' নামে আত্মতুল্য-পরাক্রমশালী দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদের অক্ষিযুগল তাম্রবর্ণ, দন্ত স্থূল, শুণ্ডের অগ্রভাগ ঈষৎ বিস্তীর্ণ ও কৃষ্ণাভ হইল। উহাদের বর্ণ কুমুদ কুসুমের ন্যায় (নালফুলের) ন্যায় শ্বেত, কুম্ভ অর্থাৎ শিরোদেশ বিশাল হইল।

ইতি গজোৎপত্তি।

বারণগণের প্রতি অঙ্গস্থিত প্রত্যেক দেবতার নাম শাস্ত্রে কথিত আছে;—উহাদের মস্তকে ব্রহ্মা বাস করেন, গলদেশে দেবরাজ ইন্দ্র, স্কন্ধে বিষ্ণু, নাভিতে অগ্নি, নেত্রদ্বয়ে সূর্য্য এবং স্বয়ং মৃত্যুদেব উহাদিগের চরণ চতুষ্টয়ে সতত অবস্থান করেন। উহাদিগের বক্ষঃস্থলে ধরণীদেবী বাস করেন, উহাদের জননেন্দ্রিয়ে স্বয়ং প্রজাপতি, বিশাল শুণ্ডে নিখিল বিশ্বের ভার বহনক্ষম নাগগণ অবস্থান করেন। উহাদের সর্ব্বাঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মনে চন্দ্রদেব বাস করিয়া থাকেন। উহাদের বুদ্ধিতে শম্ভু, হৃদয়ে পর্জ্জন্যদেব (মেঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা), এবং সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে অন্যান্য দেবগণ বাস করিয়া সতত উহাদিগের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীপালকাপ্য রচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে গজোৎপত্তি বিবরণ ও দিগ্‌গজ-বংশ-কথন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

—— ০ ——

তৃতীয়-প্রকরণ।

অনন্তর একদা মহর্ষি পালকাপ্য যদৃচ্ছাক্রমে শম্পাতীরে আগমন করিলে, মহানুভব অঙ্গপতি রোমপাদ, প্রত্যুদ্গমন পুর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য ও আসনদানে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অতঃপর মহর্ষি আসন গ্রহণ করিলে অঙ্গেশ্বর তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাপস-প্রবর, কিরূপে বারণগণের দুইটী দন্ত বিলুপ্ত হইল? কিরূপেই বা উহারা অল্পায়ুবিশিষ্ট হইল? কেমন করিয়া তাহাদের জিহ্বা পরিবৃত্তি হইল? কেমন করিয়াই বা তাহাদের স্বেদ বা ঘর্ম্ম বাহিরে প্রকাশ না হইয়া দেহের অভ্যন্তরেই ক্রিয়া করিয়া থাকে? কেন উহারা মনুষ্যের বাহন হইয়াছে? কি নিমিত্তই বা উহাদের দেহের অভ্যন্তরে তাপ অন্তর্দ্দাহ উৎপাদন করে? কেনই বা উহাদের স্বীয় শক্তি জ্ঞানের অভাব হইয়াছে? কি নিমিত্ত উহারা ধূলি জল ও কর্দ্দম দ্বারা শরীর মলিন রাখিতে ভালবাসে? কেনই বা উহাদের মুষ্ক দেখা যায় না? কিজন্য উহাদের ইচ্ছানুরূপ দেহধারণ-শক্তির অভাব হইয়াছে? কেমন করিয়াই বা দেবতার বংশধর হইয়াও উহাদের দেবত্ব বিনষ্ট হইয়াছে? কেনই বা উহারা স্বীয় মলমূত্রে এতাদৃশ প্রীতিযুক্ত লক্ষিত হয়? এই সকলের গূঢ় কারণ বর্ণন করিয়া আপনি আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মহানুভব রোমপাদের ঈদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহর্ষি পালকাপ্য পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—মহারাজ, শ্রবণ করুন, এক দিবস দিগ্গজগণ মিলিত হইয়া হিমাদ্রির উপত্যকায় মহর্ষি দীর্ঘতপার আশ্রমে গমন করিল। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে আশ্রমবাসিদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ইহাতে মহর্ষি দীর্ঘতপা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন;—হে দিগ্গজগণ, আমি অভিসম্পাত করিতেছি আমার শাপে তোমাদের বংশধরগণের চতুর্দ্দন্ত বিনষ্ট হইয়া দ্বিদন্ত হইবে, তাহারা অল্পায়ু হইবে, তাহাদের বেগ ও পরাক্রম অল্পতাপ্রাপ্ত হইবে এবং তোমাদের যে দেব-প্রভাব আছে ইহা আর তাহাদের থাকিবে না সুতরাং অভিলাষানুরূপ দেহধারণের ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইবে, হে বারণগণ, বিশ্বস্রষ্টার প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করিয়াছ বলিয়া তোমরা মানবের বাহনরূপে মনুষ্য-প্রদত্ত আহার গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিবে। অসীম প্রভাব সম্পন্ন মহর্ষি দীর্ঘতপা ক্রোধ ভরে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া নিরস্ত হইলে দিগ্গজগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তদবধি তাহাদের সন্তানগণ তত্তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যবাহনরূপে জীবনধারণ করিতে লাগিল।

মহর্ষি পালকাপ্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—মহারাজ শ্রবণ করুন; কোন সময়ে দেবগণ অগ্নিদেবের হব্য নিবারণ করিলেন, ইহার ফলে অগ্নিদেব বিরক্ত হইয়া দেবগণের ক্লেশ বিধানের নিমিত্ত লুক্কায়িত হইলেন। তাহাতে পিতামহ ব্রহ্মা অনন্যোপায় হইয়া

দিগ্‌বারণগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন;—'বৎসগণ, তোমরা অগ্নিকে অন্বেষণ করিতে গমন কর।' দিগ্মাতঙ্গগণও অবিচারিতভাবে 'আমরা তাহাই করিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিল। অতঃপর তাহারা জগত্স্রষ্টার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অনুজ ও আত্মজ-গণের সহিত মিলিত হইয়া অনলদেবের অন্বেষণে গমন করিল। তাহারা অগ্নির অনুসন্ধান করিতে করিতে বহুদেশ পর্য্যটনের পরে অবশেষে 'দীর্ঘারণ্য' ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ আশ্রমে বস্তুতঃই অনলদেব, দেবপ্রভাবে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। দিগ্‌বারণগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে না পাইয়া তদীয় পত্নী 'স্বাহা' দেবীর অবমাননা করিতে লাগিল। ইহাতে স্বাহাদেবী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে অগ্নিদেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু তাহাদের দেব-প্রভাববশতঃ দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন;—'হে মাতঙ্গগণ, যেহেতু তোমরা নির্ভীকভাবে 'আমরা তাহাই করিব' বলিয়া সগর্ব্বে ব্রহ্মার বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়াছ, সেই হেতু আমার শাপে অদ্য হইতে তোমাদের জিহ্বা পরিবর্ত্তিত হইবে এবং তোমরা অন্তর্দ্দাহ যুক্ত হইবে।' এই অভিসম্পাতে তাহারা অচিরে অন্তর্দ্দাহযুক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং অবিলম্বে স্বীয়রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব-দেহ ধারণ করিল। তখন হস্তিদেহ পরিত্যাগ করায় তাহাদের আর অন্তর্দ্দাহ থাকিল না। অতঃপর তাহারা পদ্মযোনির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তিনি তাহাদিগকে দেবরূপে উপস্থিত হইতে দেখিয়া উভয় হস্তে সস্নেহে তাহাদের দেহ মার্জ্জনা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন;—'বৎসগণ, তোমরা কোন ব্যক্তি হইতে ঈদৃশ ভয় প্রাপ্ত হইয়াছ? এবং কি নিমিত্তই বা স্বীয় গজরূপ পরিত্যাগ করিয়া দেব-দেহ ধারণ করিয়াছ?'

পিতার ঈদৃশ সস্নেহ প্রশ্নের উত্তরে তাহারা অগ্নির অভিসম্পাত-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল; কিন্তু উহাতে স্বাহা দেবীর অবমাননা করা রূপ যে স্বীয় অপরাধ ছিল তাহা গোপন করিল। ইহাতে পদ্মযোনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন; 'হে মাতঙ্গগণ, তোমরা আমাকেও প্রতারণা করিয়াছ; স্বাহা দেবীর অবমাননার কথা আমাকে জ্ঞাপন কর নাই; তন্নিমিত্ত আমি অভিসম্পাত করিতেছি;—'তোমরা সর্ব্বদা জল, কর্দ্দম ও ধূলিদ্বারা লুণ্ঠিত হইবে, ইহাতে অবশ্যই তোমাদের অন্তর্দ্দাহ নিবৃত্ত হইবে।' হে মহারাজ, ব্রহ্মার এই অভিসম্পাত বশতঃই জল, কর্দ্দম ও ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া মাতঙ্গগণ নীরোগ থাকে এবং তাহাদের অন্তর্দ্দাহ বিনষ্ট হয়। এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহর্ষি পালকাপ্য নিরস্ত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি পালকাপ্য পুনরায় অঙ্গেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ, শ্রবণ করুন, বারণগণের স্বেদ বাহিরে প্রকাশিত না হইয়া কি নিমিত্ত দেহাভ্যন্তরেই ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহার কারণ বলিতেছি;—'হে অঙ্গনাথ, পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে দেবগণ, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অসুরদিগের

সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পরে স্বীয় বাহন বারণগণের দেহ হইতে এত অধিক পরিমাণে স্বেদ-জল নির্গত হইতে লাগিল যে তাহাদের পরিচ্ছদ উহাতে আর্দ্র হইয়া গেল। ইহার ফলে তাহারা সকলেই স্ব স্ব আসন হইতে স্খলিত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইতে লাগিলেন। ইহাতে বরুণদেব তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ;—হে বারণগণ, অদ্যাবধি তোমাদের ঘর্ম্ম বিন্দু সকল বহির্ভাগে নিঃসৃত না হইয়া শরীরের অভ্যন্তরেই থাকিবে।'

হে মহারাজ, বারণগণ কি নিমিত্ত স্বীয় মলমূত্রের গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ;—নরেশ্বর, আপনি অবগত আছেন যে সপ্তচ্ছদ (ছাতিয়ান্) বৃক্ষের নির্য্যাসের গন্ধ মত্ত বারণগণের মদ গন্ধের সুসদৃশ, এই নিমিত্ত উহারা সপ্তচ্ছদ বৃক্ষে নিতান্ত প্রীতিযুক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদা একদল মত্ত মাতঙ্গ সপ্তচ্ছদ গন্ধে অন্য গজ-মদ গন্ধ ভ্রমে একান্ত উন্মত্ত হইয়া সপ্তচ্ছদ তরুশ্রেণী পরিশোভিত 'ভৃগু' মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিল। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া উহারা স্বীয় মদ গন্ধেরন্যায় সপ্তচ্ছদ-নির্য্যাস-গন্ধে নিরতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া আশ্রমস্থিত তরুলতা সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আশ্রম বিধ্বস্ত করিল। এইরূপে উন্মত্ত মাতঙ্গগণ মহর্ষি ভৃগুর যজ্ঞকুণ্ড মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। ইহাতে মহাতেজাঃ ভৃগু একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মাতঙ্গদিগকে অভিসম্পাত করিলেন,—'হে মাতঙ্গগণ, তোমরা মত্ততা প্রযুক্ত যেরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছ তাহার ফলে আমার অভিসম্পাতে তোমরা এবং তোমাদের ভাবী বংশধরগণ, মলমূত্র ত্যাগ করিয়া তাহার গন্ধ গ্রহণ করিবে।' হে মহানুভব, মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপেই মাতঙ্গগণ স্বকীয় মলমূত্রের গন্ধ গ্রহণে এতাদৃশ প্রতীমান্ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর মহর্ষি পালকাপ্য পুনরায় অঙ্গেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—'মহারাজ, বারণগণ, কি নিমিত্ত নিজদেহের বল অবগত নহে এবং উহাদের মুষ্ক অদর্শনেরই বা কারণ কি তাহার পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ;—ব্রহ্মার মানস পুত্র আদি ঋষিগণ, অমিত বলশালী তেজস্বী ও গতিশীল পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল দেহবিশিষ্ট হস্তিগণকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং বিশ্বস্রষ্টাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—হে লোক-পিতামহ, এই অমিত বলশালী, সাহসী পশুগণ ক্রুদ্ধ হইলে কেন অপর প্রাণীদিগকে বিনষ্ট করিবে না ? তাহা হইলে আপনার সৃষ্টি বিনষ্ট হইবে। আপনি অনুকম্পাপূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধান করুন। ঋষিগণের ন্যায়-সঙ্গতবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বস্রষ্টা তাহাদিগকে বলিলেন ;—'হে ঋষিগণ, আমার ইচ্ছাক্রমে উহাদিগের আত্মশক্তি-জ্ঞান থাকিবে না।'

অনন্তর একদিবস দেবগণ, পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,— হে প্রভো, বারণগণ, যেরূপ বিশাল পুংচিহ্নবিশিষ্ট তাহাতে উহারা নিতান্ত কামুক এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী বহনের অযোগ্য হইবে। দেবগণের এইরূপ বৈধবাক্য শ্রবণে বিশ্বস্রষ্টা তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্ণ করিলেন এবং তদবধি উহাদের বর্ত্তমান অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

মহারাজ, দীর্ঘতপা ঋষির শাপে যেরূপে মাতঙ্গগণের পক্ষ-চ্যুতি ঘটিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি, অনন্তর যাহা ঘটিয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ করুন,—বারণগণ স্বীয় অপরাধ-জনিত শাপবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়া একান্ত দুঃখিত হইল এবং বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া বলিতে লাগিল,—'হে পিতঃ মুনি শাপানলে আমাদের অন্তর্দ্দাহ হইতে থাকিলে আমাদের বা আমাদিগের ভাবী বংশধরগণের কি উপায় হইবে? এবং মানবগণের ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত অসদৃশ বা অনভ্যস্ত আহার গ্রহণ করিয়া লোকালয়ে তাহাদের যে রোগ উৎপন্ন হইবে তাহারই বা কি ভয়ঙ্কর পরিণাম? ঐ সকল রোগ হইতে তাহাদিগের মুক্তি লাভের কি উপায় হইবে?' দিগ্‌গজগণের উল্লিখিত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পদ্ম-ভূ ব্রহ্মা, বলিতে লাগিলেন;—"বৎসগণ, পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণ ও গো-জাতির রক্ষার নিমিত্ত মহাসংগ্রামে লিপ্ত হইবেন, ঐ ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া তোমরা পুনরায় স্বর্গে আগমন করিতে পারিবে। আর তোমাদের বংশধরগণ যাহারা লোকালয়ে বাস করিবে, তাহাদের রোগ প্রতীকারার্থ মৎপ্রণীত 'গজায়ুর্ব্বেদ'-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এক ঋষি অচিরকাল মধ্যে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবেন।" ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌বারণগণ, বিশ্বস্রষ্টার এই প্রকার আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল। হে মহারাজ, তদবধি সহস্র সহস্র দিগ্‌গজ বংশধরগণ, দলে দলে কানন ও শৈলমালা-পরিশোভিত পৃথিবীর সকল প্রদেশে বিচরণ করিতেছে।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে গজশাপ-প্রতীকার নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অথ গজবন নিরূপণ অধ্যায়।

হে মহানুভব, ভারতবর্ষে আটটী সুবিখ্যাত গজাকর অরণ্য আছে। প্রথমটীর নাম 'প্রাচ্য', দ্বিতীয়টী 'চেদিককরুষক', তৃতীয়টী 'দশার্ণক' চতুর্থটী 'অঙ্গারেয়ক', পঞ্চমটী 'কালিঙ্গক', ষষ্ঠটী 'অপরাজিত' সপ্তমটী 'সৌরাষ্ট্রিক' এবং অষ্টমটীর নাম 'পাঞ্চনদ'। তন্মধ্যে 'প্রাচ্য' নামে যে বন আছে উহার একদিকে হিমালয় শৈলমালা, অপরদিকে প্রয়াগ এবং অন্যদিকে খর-প্রবাহ লৌহিত্যনদ বিদ্যমান *। এই প্রাচ্য অরণ্যজাত বারণগণের কর্ণ, মস্তক, মুখবিবর ও ওষ্ঠ বৃহৎ হইয়া থাকে। উহাদের দন্তদ্বয় সাতিশয় স্থূল, উদর বিশাল, শুণ্ড ও সম্মুখের পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া থাকে। উহাদের কণ্ঠস্বর মধুর ও দেহ কপিল বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়।

অনন্তর চেদিককরুষক অরণ্য ও সেই অরণ্য-জাত বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—হে নরেশ্বর, চেদিককরুষক অরণ্যের একদিকে চেদিরাজ্য † অপরদিকে দশার্ণদেশ বা বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্ত, অন্যদিকে 'উন্মত্তগঙ্গ' প্রদেশ ‡ এবং অপর আর একদিকে নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থান। এই অরণ্যজাত হস্তিগণের পার্শ্বদেশ উন্নত, দশনদ্বয় মধুর বর্ণের ন্যায় রক্তাভ, এবং উহারা বিক্রমশালী ও শীঘ্রগামী হইয়া থাকে। ইহাদের কপিল বা তাম্রাভ দেহ সুগঠিত, চরণ চতুষ্টয় সুরম্য এবং ইহারা সহজেই প্রতিপালকের বশীভূত হয়।

অতঃপর তৃতীয় অরণ্য 'দশার্ণক' এবং সেই অরণ্যে উৎপন্ন বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে,—'দশার্ণক' অরণ্য বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত। উহার পূর্ব্বদিকে দশার্ণদেশ, পশ্চিমদিকে বেত্রবতী নদী, দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা এবং উত্তর-পশ্চিমদিকে বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলাস্থিত শ্রীপর্ব্বত অবস্থিত। এই দশার্ণক অরণ্যজাত হস্তিগণ পিঙ্গলবর্ণ বিশালদেহবিশিষ্ট অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর অঙ্গারেয়ক বন ও তত্রত্য মাতঙ্গগণের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে; এই অরণ্যের দক্ষিণ-দিকে, রেবা বা নর্ম্মদা নদী, উত্তরদিকে রাজপুতনার অন্তর্গত বিদিশা বা ভিল্শা নগর-দুর্গ এবং বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্যের নিকটবর্ত্তী 'পাথর' গিরিমালা, একদিকে ব্রহ্মপুরি ¶ প্রদেশ ও অপরদিকে বিন্ধ্য গিরিমালা বিদ্যমান। এই অরণ্যজাত হস্তিগণ অপরিমিত বলশালী হইয়া থাকে। উহাদের নেত্রদ্বয় সুরম্য এবং দেহের চর্ম্ম প্রায়শঃ কোমল হইয়া থাকে।

---

* লৌহিত্যোদর কাননানি যমুনা-ভাগীরথী সঙ্গমঃ
শম্ভোকোলি ভুজঙ্গ মস্তক-মণিচ্ছায়া-রুণা জাহ্নবী;
মন্দারোপবনোপবিষ্ট রমণোৎসঙ্গস্থ বিদ্যাধরী
গীতাপূরিত কন্দরঃ স হিমবান্ প্রাচ্যং বনং দন্তিনাম্।

† বর্ত্তমান জব্বলপুর জিলার নিকট হইতে নর্ম্মদানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ চেদিরাজ্য নামে অভিহিত হইত। ptolemy সাহেবের মতে যে স্থানে বর্ত্তমান 'দশান্ন' নদী বিদ্যমান উহাই দশার্ণ দেশ।

‡ Lower, part of the Ganga.

¶ ব্রহ্মবতী মূলগ্রন্থে দেখা যায়, কিন্তু প্রদেশ বাচক 'ব্রহ্মবর্ত্তা' শব্দ না পাওয়ায় ব্রহ্মপুরিরই প্রাদেশিক নাম ব্রহ্মবতী এইরূপ স্থির করা গেল—R. C. Dutta, I. C. S.

অতঃপর কালিঙ্গক বন ও সেই বনজাত মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে এই অরণ্যের একদিকে উৎকল বা বর্ত্তমান উড়িষ্যা প্রদেশ, অপরদিকে সহ্য পর্ব্বত বা নীলগিরি, দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরদিকে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা এই বিশাল অরণ্য উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া নিজাম রাজ্যের কিয়দংশ ও পশ্চিমঘাট শৈলমালার পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই মহারণ্যজাত হস্তিগণের শরীরের লোম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, নেত্রযুগল মধুর ন্যায় আভাযুক্ত এবং ইহারা প্রায়শঃ মদস্রাবী ও মন্দগতি হইয়া থাকে।

অনন্তর অপরাজিত বা অপরান্ত বন ও সেই অরণ্যজাত বারণগণের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে,—এই অরণ্যের পশ্চিমদিকে অস্তগিরি বা পশ্চিমঘাট শৈলমালা, উত্তরদিকে রেবা বা নর্ম্মদা নদী, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর এবং ভারতমহাসাগর, বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যসহ এই অরণ্য বিদ্যমান ছিল। এই অপরান্ত অরণ্যবাসী মাতঙ্গগণ প্রিয়দর্শন, প্রভূত বলশালী ও মৃদুচর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অতঃপর সৌরাষ্ট্র বন ও সেই অরণ্যজাত মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইয়াছে;—রেবা বা নর্ম্মদা নদীর উত্তর, অবন্তী বা উজ্জয়িনীর দক্ষিণ, দ্বারকার পূর্ব্ব ও প্রমদপুরের পশ্চিম এই সমগ্র সৌরাষ্ট্র বা বর্ত্তমান সুরাটপ্রদেশ লইয়া এই বন বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ এই নিমিত্তই উহা 'সৌরাষ্ট্র বন' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এই অরণ্যজাত মাতঙ্গগণ অল্পায়ু ও নির্ব্বোধ হয়; উহাদের নখ ও দন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।

অতঃপর পাঞ্চনদ বন ও সেই অরণ্যজাত বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে, এই মহারণ্যের একদিকে হিমালয় শৈলমালা, অপরদিকে সিন্ধুনদ, অন্যদিকে সুবিখ্যাত কুরুক্ষেত্র এবং অপর আর এক দিকে কালেয় অরণ্য। এই বিশাল অরণ্য প্রায় সমগ্র পঞ্চনদ বা পাঞ্জাব প্রদেশ লইয়া বিস্তৃত ছিল; এই নিমিত্ত ইহাকে 'পাঞ্চনদ বন' এই অন্বর্থ নাম প্রদান করা হইয়াছে। এই অরণ্য-জাত মাতঙ্গগণ প্রায়শঃ অমিত-বলশালী উগ্রপ্রকৃতি ও বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার অরণ্য-লক্ষণ ও সেই সেই অরণ্যজাত গজ-লক্ষণ বর্ণন করিয়া মহর্ষি পালকাপ্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—মহারাজ, ভারতবর্ষীয় আটটী প্রসিদ্ধ গজাকর অরণ্য ও তদুৎপন্ন বারণগণের লক্ষণ শ্রবণ করিলেন, তন্মধ্যে প্রাচ্যবন, কালিঙ্গক বন এবং অপরাজিত বা অপরান্ত বন সর্ব্বোত্তম অরণ্য; এই তিন অরণ্যজাত মাতঙ্গগণ ও উত্তম লক্ষণযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। চেদিকরূষক, দশার্ণক ও অঙ্গারেয়ক অরণ্য মধ্যম; এই সকল অরণ্যে উৎপন্ন বারণগণও মধ্যম গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সৌরাষ্ট্র ও পাঞ্চনদ এই দুইটী অরণ্য অতি জঘন্য; ইহাতে উৎপন্ন মাতঙ্গগণ ও নানাবিধ দোষযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও লক্ষণ শ্রবণ করিলেন এইক্ষণে ভারতবর্ষে যে আটটী গজাকর উপবন বা স্থান আছে তাহাও বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন;—অঙ্গেশ্বর, হিমালয় শৈলমালার পূর্ব্বপ্রান্তে কিরাতদেশ। ঐ কিরাতদেশে একটী গজাকর উপবন বা অনতি বিস্তৃত অরণ্য আছে। উহা পূর্ব্বোপবন নামে পরিচিত। ঐ অরণ্যে উৎপন্ন মাতঙ্গগণ প্রায়শঃ বিকৃতাকার হইয়া থাকে। উহাদের গতিবিধি ও প্রকৃতি সকলই দুর্ব্বোধ।

অনন্তর আগ্নেয় উপবন এবং সেই অরণ্য-জাত মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে,—এই উপবন বর্ত্তমান চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রদেশে অবস্থিত ছিল। উহার পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে লীলা-পর্ব্বতমালা বিদ্যমান। ঐ অরণ্যে উৎপন্ন বারণগণের মুখের আকৃতি খর্ব্ব এবং তাহাদের গতিবিধি প্রকৃতি ও দুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে।

অতঃপর দক্ষিণোপবন ও সেই বনে উৎপন্ন বারণগণের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে;—এই অনতি প্রশস্ত বন বিশালদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। * এই অরণ্য-জাত মাতঙ্গগণ খর্ব্বাকৃতি, বিকৃতাকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহারা প্রভূত পরিমাণ আহার গ্রহণ করে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে 'রাক্ষস গজ' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

অতঃপর নৈঋর্তোপবন ও সেই অরণ্য-জাত বারণগণের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে;—এই অরণ্য ভারতবর্ষের নৈঋর্ত কোণে বর্ত্তমান পশ্চিমঘাট শৈলমালার দক্ষিণ † সীমান্তে বিদ্যমান ছিল। পুরাতনকালে এই প্রদেশকে 'বর্ব্বরদেশ' বলিত। এই অরণ্যে উৎপন্ন মাতঙ্গগণ খর্ব্বাকৃতি বিশিষ্ট এবং তাহাদিগের দশনযুগলের আকৃতি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হইয়া থাকে।

অনন্তর পশ্চিমোপবন ও সেই অরণ্যজাত বারণগণের লক্ষণ নির্ণীত হইতেছে,—বিন্ধ্যশৈল-মালার পশ্চিমাংশে 'বিহ্বল' নামে এক গিরি বিদ্যমান আছে। ঐ গিরির উপরিভাগে পশ্চিমোপবন অবস্থিত। এই অরণ্য চরণ চতুষ্টয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জাত মাতঙ্গগণের শুণ্ড প্রায়শঃ খর্ব্ব এবং হইয়া থাকে।

অতঃপর বায়ব্য উপবন ও সেই অরণ্যোদ্ভব মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে,—ভারতবর্ষের পশ্চিম-উত্তর কোণে এই অরণ্য বিদ্যমান ছিল। এই অরণ্য 'বাতিক' নামক গিরির উপরিভাগে অবস্থিত এবং এই অরণ্যে উৎপন্ন বারণগণ কৃষ্ণাভ ও কৃশাঙ্গ হইয়া থাকে।

অনন্তর উত্তরোপবন ও সেই অরণ্যজাত মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে,—হিমালয় শৈলমালার উত্তরদিকে যে বন আছে, উহাকে 'উত্তরোপবন' বলে। ঐ অরণ্য-সম্ভূত মাতঙ্গগণ, পার্ব্বত্য মাতঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহারা অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ এবং ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় মদ্যাদি পান করে বলিয়া অল্পায়ু হয়।

অনন্তর ঈশানোপন ও সেই অরণ্যজাত মাতঙ্গগণের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে,—এই অরণ্য ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর কোণে ভূধররাজ হিমালয়ের উপত্যকায় বর্ত্তমান 'ডিব্রুগড়' প্রদেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ছিল। ঐ অরণ্যে উৎপন্ন মাতঙ্গগণ ভস্মবর্ণ ও সকল কার্য্যে অবাধ্য হইয়া নিকৃষ্টতা প্রকাশ করে, অতএব এই আটটী উপবন বা অনতি প্রশস্ত অরণ্য-জাত হস্তী গ্রহণের অযোগ্য।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে গজবন নিরূপণ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

* বর্ত্তমান গৌহাটী প্রভৃতি স্থানের পূর্ব্বাংশে।

† সম্ভবতঃ এই দক্ষিণোপবন বর্ত্তমান কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর বারণগণের অপরিমিত বলের বিষয় এবং মৈত্রী ও দ্বেষের ফলাফল বর্ণন করিতেছি; মহারাজ, শ্রবণ করুন:—হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের দেহে অপরিমিত শক্তি আছে। এই প্রভূত সামর্থ্য প্রভাবে উহারা মহাবল পরাক্রমশালী পশুরাজ সিংহকেও পরাভূত করিয়া থাকে, মনুষ্য বানর প্রভৃতি দুর্ব্বল প্রাণীদিগের ত কথাই নাই। মাতঙ্গগণের স্মৃতি-শক্তি এমন প্রখর যে প্রতিপালক বা অন্য কোনও ব্যক্তি যদি কখনও উহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করে উহারা তাহা বিস্মৃত হয় না, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বারণগণ, সন্তুষ্ট থাকিলে উহাদিগের দ্বারা নৌচালন, শকট-বহন গুরুভার স্থানান্তরীকরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করান যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিলে উহারা নানা প্রকার কৌশল অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়।

হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের কৃতজ্ঞতার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কখনও কোনও ব্যক্তি উহাদের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার করিলে উহারা তাহা কদাপি বিস্মৃত হয় না বরং তাহা স্মরণ করিয়া দীর্ঘকাল পরেও ঐ উপকারী ব্যক্তিকে দেখিলে চিনিতে পারে। এইরূপ মাতঙ্গগণের প্রতি কেহ সস্নেহ বা সদয় ব্যবহার করিলে উহারা তাহা চিরকাল স্মরণ করিয়া রাখে এবং সুদীর্ঘ কাল পরেও সেই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে চিনিতে পারিয়া নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। করুণাময় পরমেশ্বর মাতঙ্গগণের অন্তঃকরণও মানবান্তঃকরণের ন্যায় দয়াগুণে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কোনও দুঃখময় ঘটনা-দর্শনে মানব অন্তঃকরণে যেমন দয়ার উদ্রেক হয় মাতঙ্গগণের হৃদয়ও তেমনি স্বভাব-সুলভ দয়ায় আর্দ্র হইয়া থাকে। স্বীয় ক্রোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থের ফলে কোনও শোকাবহ ঘটনা ঘটিলে তাহারা উহা দর্শন করিয়া অনুতাপানলে একান্ত দগ্ধ হয় এবং নানাপ্রকারে সেই অন্তর্নিহিত অনুতাপ প্রকাশ করিতে থাকে। অপত্য বাৎসল্য প্রভৃতি মানবীয় মনোবৃত্তি নিচয় উহাদের অন্তঃকরণের অসামান্য ভূষণ।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে মৈত্রীদ্বেষ ফলাফল-নিরূপণ নামক পঞ্চম অধ্যায়।

বয়োনিরূপণ-অধ্যায়।

অনন্তর মাতঙ্গগণের আকৃতি দেখিয়া বয়ঃক্রম কিরূপে জানা যায় তাহা বলিতেছি, মহারাজ, শ্রবণ করুন;—হে মহানুভব, শৈশবে বারণগণ অতিশয় চঞ্চল থাকে, এমন কি এক মাস বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশু চঞ্চলতা বশতঃ স্তন্যপান করিতেও অসমর্থ হয়; ঐ একমাসমাত্র বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুকে 'শিশু' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

গ্রন্থান্তরে এইরূপ কথিত আছে যে—একমাস বয়স্ক গজ-শিশুদিগকে 'বিক্লব' বলে; উহারা স্তন্য পান করিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু চপলতাবশতঃ সম্যক্‌রূপে সমর্থ হয় না।

দুই মাস বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশু ঈষৎ রক্তাভ হয়। তখন উহারা সর্ব্বদা কর্দ্দমে থাকিতে ভালবাসে। এই বয়সে উহাদিগকে 'হংস' এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরে এইরূপ কথিত আছে যে, দ্বিমাস বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশু স্তন্য পানে অভ্যস্ত হয়, উহারা পঙ্ক-প্রিয় ও কোমল দেহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তখন উহাদিগকে 'মণ্ডুক' বলে।

মাতঙ্গ-শিশু তিন মাস বয়স্ক হইলে অত্যন্ত জল ও দুগ্ধ প্রিয় হইয়া থাকে, তখন উহারা যূথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিতে ভালবাসে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে 'যূথ-নিষ্ক্রামী' বলে। অন্যগ্রন্থেও তিন মাস বয়স্ক গজ-শিশু, দুগ্ধ ও সলিল প্রিয় হইয়া থাকে এবং দল পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে ভালবাসে সেই জন্য তাহাদিগকে 'যূথ নিষ্ক্রামী' বলে এইরূপ লিখিত আছে।

চতুর্থ মাসে মাতঙ্গ-শিশুগণ সর্ব্বদা অবিশ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থকে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে 'চপলাঙ্গ' বলে। শাস্ত্রান্তরেও চারি মাস বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশু সগর্ব্বে দ্রুত গমন করে বলিয়া উহাদিগকে 'চপলাঙ্গ'ই বলা হইয়াছে।

পঞ্চম মাসে মাতঙ্গ-শিশুগণ, স্বীয় যূথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে যূথের পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে থাকে এবং চঞ্চল দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ অবলোকন করে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে 'বিক্লবাক্ষ' এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে পঞ্চম মাসীয় মাতঙ্গ-শিশুর সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে,—উহারা এই বয়সে শল্লকী, কর্ণিকার ও খদির বা খয়ের বৃক্ষের কোমল পল্লব আহার করিয়া থাকে।

ষণ্মাস বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুর অঙ্গ-সংস্থান বা অঙ্গ-সন্ধি সকল সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন উহাদের কুম্ভ বা মস্তকের উপরিভাগ এবং বদনমণ্ডল অপেক্ষাকৃত বৃত্তাকার ধারণ করিয়া থাকে। গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে যে—ষষ্ঠ মাসে মাতঙ্গ-শিশুর দশনযুগল মুখ-বিবর হইতে ঈষৎ নির্গত হয় এবং তাহারা সলিল দর্শন মাত্র তদভিমুখে ধাবিত হয়। এই বয়সে উহাদিগকে 'লক্ষ্যোপদংশ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

সপ্তম মাসে মাতঙ্গ-শিশু তৃণ ও লগু (তালপাকান খাদ্য আহার করিতে অভ্যস্ত হয় এবং ঐ বয়সে উহাদের গমন সময়ে আর চরণে চরণে পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হয় না। অন্য গ্রন্থে লিখিত আছে,—বারণ-শিশুগণ সপ্তম মাস বয়স্ক হইলে উহারা তৃণ ও লগু ভোজনে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হয়, এই নিমিত্ত ঐ সময়ে উহাদিগকে 'তৃণ-খাদী' বলা হয়।

অষ্ট মাস বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশু সতত সঞ্চরণশীল ও চঞ্চল হইয়া থাকে, এইজন্য উহাদিগকে 'চপল' এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অন্য গ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে,- অষ্ট মাস বয়স্ক বারণ-শিশু সতত সঞ্চরণশীল ও চপল হইয়া থাকে। এই সময়ে উহাদিগকে আবদ্ধ করা প্রয়োজন হয়।

নবম মাসে বারণ-শিশুগণ, তরুপল্লব-ভোজন প্রিয় এবং কোপন-স্বভাব হয়। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে,—নবম মাস বয়সে মাতঙ্গ-শিশুগণ সাতিশয় নিদ্রালু হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ বয়সের মাতঙ্গ-শিশুকে অধিক পরিমাণে নিদ্রার সেবা করিতে দেখিলে তাহার রোগ কল্পনা করা একান্ত ভ্রান্তি-মূলক।

দশম মাসে মাতঙ্গ-শিশু, মাতৃস্নেহাভিলাষী এবং সর্ব্বদা ভোজনপ্রিয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরেও কথিত আছে যে, মাতঙ্গ-শিশুগণ দশম মাস বয়সেও অজস্র স্তন্যপান করিয়া থাকে এবং মাতৃবাৎসল্য প্রাপ্ত হয়।

একাদশ মাস বয়স্ক বারণ-শিশুগণের তালুদেশ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সুতরাং এই বয়সে উহাদিগকে 'ব্যক্ত-তালু' বলিয়া থাকে। অন্য গ্রন্থেও এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাদশ মাস বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশু, আত্মরক্ষায় সতত সাবধান থাকে, ইহাতে উহাদের নিদ্রার হ্রাস হয়। এই নিমিত্ত উহাদিগকে 'বিনিদ্র' এই অন্বর্থ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই বয়সে উহাদের জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত ও কর্ণযুগল তাম্রবর্ণ ধারণ করে এবং পদতলের পশ্চাদ্ভাগ (পায়ের গোড়ালী) স্নিগ্ধ বা উজ্জ্বলতর হইয়া থাকে। সংবৎসর পূর্ণ হইলে বারণ-শিশুদিগের মুখ-বিবরের বহির্ভাগ, তালুদেশ ও পদনখের পশ্চাৎভাগ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কর্ণযুগল কোমল লোমে আবৃত হইয়া থাকে। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে ;- দ্বাদশ মাস বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুর নিদ্রার হ্রাস লক্ষিত হয় এবং এই নিমিত্ত উহাদিগকে 'বিনিদ্র' বলিয়া থাকে। সংবৎসর পূর্ণ হইলে উহারা 'বর্ষী' নামে অভিহিত হয় এবং উহাদিগকে প্রায়শঃ কুশাঙ্কুর প্রভৃতি কোমল তৃণ ভোজন করিতে দেখা যায়। মতান্তরে পূর্ণ সংবৎসর বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুদিগকে 'বালগজ' বা 'বর্ষীয়গজ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

দ্বিবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ শিশুগণের জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, অঙ্গসন্ধি সকল ঘন চর্ম্মে আবৃত হয়, নখ-সন্ধি সকল সর্ব্বদা স্বেদার্দ্র থাকে এবং সর্ব্বাবয়ব রক্তাভ হইয়া থাকে। এই বয়সে উহাদের মস্তকে কেশ ও কর্ণের অগ্রভাগে মনোরম বিন্দু সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন বারণ-শিশুগণ অল্প অল্প যবস (কচ্‌রা) ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে ; —দ্বিবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুগণের নখ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয় বলিয়া ঘন সন্নিবিষ্ট মনে হয়,

জিহ্বা, ওষ্ঠ ও অঙ্গসন্ধি সকল রক্তবর্ণ হয়। এই সময়ে উহারা অতি অল্প মাত্রায় স্তন্যপান করিয়া থাকে এবং কিয়ৎপরিমাণে তৃণ-লতাদি ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করে। এই বয়সে বারণ-শিশুগণ প্রায়শঃ আঘাত ভয়ে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিনা কারণে হৃষ্টচিত্তে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, ঐ অবস্থায় কখনও কখনও নয়ন উন্মীলন করিয়া থাকে, কিন্তু তখনও উহারা নেত্রে আঘাত লাগিবার ভয়ে নিম্নদিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধাবিত হয়। গ্রন্থান্তরে কথিত আছে;—দুই বৎসর বয়স্ক বারণ-শিশুগণ এতাদৃশ ভীরু-স্বভাব হইয়া থাকে যে, উহারা মানব শিশুর কণ্ঠস্বর শুনিলেও ভীত হয়; ঐ বয়সে উহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অপেক্ষাকৃত কোমল থাকে, মুখ-বিবরের অভ্যন্তরবর্ত্তী দশনাবলী শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। এই বয়সে উহাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই নিতান্ত দুঃখভারাক্রান্ত থাকে, তখন পর্য্যুষিত জল পান ও নবতৃণ ভোজনে উহাদের প্রীতি দেখা যায়। সকল মাতঙ্গ-শাস্ত্রেই দ্বিবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুকে 'চুচুক' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

ত্রিবর্ষবয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুগণের কর্ণদ্বয়ের অগ্রভাগ মনোরম বিন্দুসমূহে অলঙ্কৃত হয়, মস্তকের উপরিভাগে কেশ উৎপন্ন হয় এবং দন্তপংক্তি দুগ্ধাভ হইয়া থাকে। এই বয়সে উহারা স্তন্য ত্যাগ করিয়া আহার্য্য ঘাসাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে,—তৃতীয় বর্ষে বারণশিশু-গণের পদ-নখ সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ধারণ করে এবং নখ-সন্ধি সমূহ সুপরিস্ফুট হইয়া থাকে, শ্রবণ-যুগলে, দন্তপার্শ্বে এবং বক্ষঃস্থলে সুরম্য বিন্দুসকল উৎপন্ন হয়। ঐ বয়সে উহাদের মস্তকে কেশ উৎপন্ন হয়, কর্ণে ও কর্ণ-পিঞ্চূষে (কর্ণদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে) দীর্ঘলোম জন্মে। তখন উহাদের শিরঃ সর্ব্বদা নম্র থাকে, দশনাবলী অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়, সুতরাং তৃণ ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করিতে চায় না। এই বয়সে উহাদিগকে 'উপসর্প' বলে।

চতুর্ব্বর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গশিশুগণ প্রায় সর্ব্বদা হৃষ্ট থাকে। এই সময় হইতেই উহাদের যৌবনের পূর্ব্ব লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে;—এই বয়সে উহাদের মস্তক স্থির এবং গতিবিধি সভঙ্গী হইয়া থাকে। এই সময়ে উহাদিগকে 'পর্য্যস্ত' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে চতুর্ব্বর্ষ বয়স্ক বারণ-শিশুকে 'বর্ব্বর' বলে। এই গ্রন্থকারের মতে এই বয়সে বারণশিশুগণের দশনাবলী দৃঢ়, চিত্ত চঞ্চল, জঙ্ঘা স্থূল এবং উহারা নিদ্রালু হয়; তখন উহাদের দেহের স্থানে স্থানে মধুকর সমূহের ন্যায় বিন্দুসকল উৎপন্ন হয়; মস্তক, কর্ণ ও কর্ণের নিকটবর্ত্তী স্থানে লোম উদ্গত হইয়া থাকে।

অতঃপর মাতঙ্গশিশুগণের শিক্ষা প্রদান কাল আরম্ভ হয়। পূর্ণ চারি বৎসর বয়স হইলে যন্তা (মাহুত), বারণ-শিশুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উহাদিগকে গমনাগমন, অবস্থান ও উপবেশন প্রভৃতির সাঙ্কেতিক শব্দ অভ্যাস করাইতে পারে। এই সময়ে উহাদের বৃহৎ দন্তদ্বয় নির্গত হয় এবং নিদ্রা অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। তখন উহাদিগকে 'বৎস' বলে। পঞ্চবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুকে 'কলভ' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তখন উহারা তৃণ ও তরুত্বক্ ভোজন করিতে ভালবাসে; ধূলি, জল ও কর্দ্দম দ্বারা স্বীয় দেহ সিক্ত করিয়া তৃপ্তি লাভ করে; পরিচালকের বশীভূত থাকিয়া উত্থান, উপবেশন ও গমনাগমন প্রভৃতির সাঙ্কেতিক শব্দ অভ্যাস করিতে পারে। এই

বয়সে করি-শাবকগণের দশনাবলী ও ললাটদেশ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও সুখ দুঃখের সম্যক্ অনুভূতি হইয়া থাকে এবং তখন উহাদিগকে অধিককাল ক্রুদ্ধ ও অতি অল্পকাল হৃষ্টচিত্ত থাকিতে দেখা যায়।

ষড়্‌বর্ষ-বয়স্ক মাতঙ্গশিশুর সৃক্কণীদ্বয়ে (অধর প্রান্তভাগে) কর্ণদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে এবং দন্তদ্বয়ের অন্তরাল প্রদেশে বিন্দুসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহর্ষি পালকাপ্যের মতে এই ষষ্ঠবর্ষ বয়সেই উহাদিগের সুখ দুঃখের সম্যক্ অনুভূতি হইয়া থাকে। অন্য গ্রন্থের মতে ষড়্‌বর্ষ-বয়স্ক মাতঙ্গ-শিশুকে 'বৈকারিক' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, তখন উহাদের কর্ণমূল, কর্ণ, গণ্ড, সৃক্ক প্রদেশ, নেত্র ও দশনযুগলের অন্তরাল প্রদেশ মনোরম ঘনসন্নিবিষ্ট বিন্দুসমূহ দ্বারা ভূষিত হয় এবং শরীরে বলি বা ত্বক্-তরঙ্গ আর দৃষ্ট হয় না।

সপ্তবর্ষীয় মাতঙ্গ-শিশুগণের, কণ্ঠদেশে বলি বা ত্বক্-তরঙ্গোৎপত্তি, নখাবলীর ঘনসন্নিবেশ এবং শরীরস্থ পর্য্যাপ্ত রোমাবলীর চাক্‌চিক্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বয়সে উহারা সংস্কার বশতঃ সম্পন্ন কার্য্যেও আঘাত করিয়া আনন্দ অনুভব করে।

গ্রন্থান্তরে সপ্তবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গকে 'শিশু' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে;—সপ্তবর্ষীয় মাতঙ্গের নখসন্ধি সমূহ সান্দ্র, নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগ উজ্জ্বল, শুণ্ডে বলি বা ত্বক্-তরঙ্গের উৎপত্তি, শীর্ষদেশের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি, আহার কালে দশনাবলীর সম্যক্ ব্যবহার, গতি শক্তির বৃদ্ধি এবং বাহুদ্বয়ের ও শুণ্ডাগ্রের স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই বয়সে উহাদিগকে 'শিশু' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

অষ্ট বর্ষীয় মাতঙ্গশিশুর ক্রোধ ও হর্ষের অল্পতা, চলদন্ততা, পুংচিহ্নের সর্ব্বদা সহর্ষভাব, দেহে অসংখ্য বিন্দু সমূহের উৎপত্তি হয়। এই বয়সে উহাদের ধেনুকার প্রতি আসক্তি লক্ষিত হয় এবং হৃষ্টচিত্তে বারণগণের সহিত উহারা ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে। এই বয়সে উহাদের দেহে কোন ব্রণ হইলে অল্পায়াসে তাহার প্রতীকার করা যাইতে পারে।

গ্রন্থান্তরে অষ্টবর্ষ-বয়স্ক মাতঙ্গগণ 'অঞ্জন' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থেই কথিত আছে—অষ্টমবর্ষ-বয়সে মাতঙ্গগণের নখ-সন্ধি সকল ঘনসন্নিবিষ্ট হয় এবং পাদক্ষেপে ব্রণ উৎপন্ন হয়। এই সময়ে উহারা অপেক্ষাকৃত মৃদু ঘাস আহার করিতে অভিলাষী হয়, উহাদের দন্তপংক্তি বিচলিত এবং গতি চপল হয়। এই সময়ে উহাদের দেহ হইতে অজস্র দান বা মদজল ক্ষরিত হইয়া থাকে।

নববর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গশিশুর দেহ-চর্ম্ম দৃঢ়তর হয়, মস্তকের সুচিক্কণ কেশ দূরীভূত হইয়া সেই স্থানে স্থূল লোম উদ্গত হয়। এই সময়ে উহাদিগকে সতত উৎসাহযুক্ত দেখা যায়। অন্যগ্রন্থে নববর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গশিশুর 'প্রভব' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সেই গ্রন্থেই কথিত আছে নববর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গশিশুর দেহ-কান্তি স্নিগ্ধ, নেত্রদ্বয় শুক্ল, দন্তমূল দৃঢ়, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও অঙ্গসন্ধি সকল কঠিন হইয়া থাকে। এই বয়সে উহারা যে আঘাত করে তাহা দৃঢ়তর হয় এবং সময়ে সময়ে হস্তিনীর অনুসরণ করিয়া থাকে।

দশবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গশিশুর দেহ-কান্তি মেঘের স্থায় কৃষ্ণাভ এবং উজ্জ্বল, শুণ্ড ও অঙ্গসন্ধি সকল দৃঢ়, দেহ অপেক্ষাকৃত সবল, নেত্র ও পুংচিহ্ন শুক্লবর্ণ এবং অঙ্গসন্ধি সুপরিস্ফুট হইয়া থাকে।

গ্রন্থান্তরে দশবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গশিশুর 'বিক্র' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে কথিত আছে যে—দশবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গশিশুর দেহকান্তি, নবজলধরের স্থায় কৃষ্ণাভ, অক্ষিযুগল প্রসন্ন, গণ্ড, স্কন্ধ ও চরণাগ্র স্নিগ্ধ, দন্তমূল দৃঢ়, অঙ্গসন্ধি সকল কঠিন এবং উহারা অধিকতর তেজস্বী ও বলশালী হইয়া থাকে। এই দশম বর্ষ বয়সে উহাদের শুক্র সঞ্চার হয় এবং ধাবন কালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর পূর্ব্বের স্থায় চঞ্চল থাকে না। এই দশবর্ষ বয়স পর্য্যন্তই মাতঙ্গশিশুর 'প্রথম দশা' বলে। অতঃপর একাদশ বর্ষ হইতে উহাদের দ্বিতীয় দশা আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় দশায় অর্থাৎ একাদশ বর্ষে বারণ-যুবকের মুখমণ্ডলে শ্মশ্রুর স্থায় লোম উৎপন্ন হয়। যৌবন-প্রারম্ভে উহাদের মাংসপেশীসকল অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়, গতি বেগযুক্ত হয়, সমবয়স্ক মাতঙ্গগণের সহিত বিরোধে দর্প প্রদর্শন করে। এই বয়সে উহাদের অস্থি, মাংস, রক্ত প্রভৃতি শারীর উপকরণ সমূহ দোষমুক্ত বা বায়ু, পিত্ত ও কফ-বিকার-মুক্ত থাকে। গ্রন্থান্তরে দশম বর্ষের পরে মাতঙ্গশিশুকে 'কলভ' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে—এই দ্বিতীয় দশায় উপনীত হইয়া মাতঙ্গ, বলশালী, তেজঁস্বী ও স্থৈর্য্যযুক্ত হইয়া থাকে। এই বয়সে মাতঙ্গ-যুবক, তুল্য বয়স্ক বারণগণের সহিত সতত যুদ্ধে গর্ব্ব প্রকাশ করে এবং বারণ জাতির স্বভাব-সুলভ গুণ সমুদয়ে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। এই সময়ে উহাদের দশন-যুগল পীতাভ হয়।

তৃতীয় দশায় উপনীত মাতঙ্গযুবক অত্যন্ত কোপন-স্বভাব ও জিঘাংসু হয়। এই বয়সে উহাদিগের দেহ ত্রিবলী-ভূষিত বা তিনটী ত্বক্-তরঙ্গে শোভিত হইয়া থাকে। কখনও কখনও ঐ বলী বিচ্ছিন্ন কখনও বা উহা সংযুক্ত দৃষ্ট হয়। তখন শুণ্ড অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, অঙ্গ-সন্ধি সকল সবল এবং উহাদিগকে সতত উৎসাহসম্পন্ন দেখা যায়। গ্রন্থান্তরে কথিত আছে;—তৃতীয় দশায় উপনীত মাতঙ্গ-যুবককে 'জবন' (বেগশালী) বলে। ঐ বয়সে উহারা, দৈহিক-শক্তিসম্পন্ন, কাম-প্রবণ, যুদ্ধপটু, প্রিয়দর্শন, কোপন-স্বভাব ও সুবোধ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। তখন উহাদিগের কটে (গণ্ডে) ও ললাট প্রদেশে মদ-গন্ধ পাওয়া যায় এবং উহারা নর হত্যায় ও গিরি-সানু বা নদীকূল ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হয়। এই বয়সে উহাদের দেহের লোম অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর, নয়ন-যুগল অনেক সময়েই দীনতা-ব্যঞ্জক এবং মাতঙ্গ-স্বভাব-সুলভ গুণসমূহ প্রকাশ পায়।

চতুর্থ দশায় মাতঙ্গযুবকের উভয় পার্শ্ব, গণ্ডদ্বয়, ও কর্ণ যুগল হইতে মদস্রাব হইতে থাকে। এই বয়সে উহারা কেবল বিহারযোগ্য প্রদেশে তরুণী হস্তিনীর প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করে। শাস্ত্রান্তরে চতুর্থ দশায় উপনীত মাতঙ্গ যুবককে 'কল্যাণ' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই বয়সে উহারা পূর্ণবলসম্পন্ন পূর্ণাবয়ব বলিশোভিতদেহ ও দর্পিত হইয়া থাকে এবং অন্য মাতঙ্গের সহিত বৈরভাবাপন্ন হইলে তাহাদিগকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে। তখন উহারা সরলবৃক্ষ উন্মূলন

করিয়া তাহা ভোজন করিতে ভালবাসে। চতুর্থ দশা বা চত্বারিংশদ্ বর্ষ বয়সে উপনীত মাতঙ্গ যুবকের শারীরিক চাঞ্চল্য অপগত হয়, তখন উহাদের পৃষ্ঠদেশে উপবেশন করিয়া লক্ষ্য স্থির করা যায়; প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গগণের স্মৃতিতে দেহ হইতে মদ ক্ষরণ হয়। শুণ্ড আন্দোলন করিয়া তখন উহারা আনন্দ অনুভব করে। এই সময়ে উহাদের শিরঃস্থিত কেশ সকল স্থূল ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে এবং উহারা যূথে বিচরণ করিতে ভালবাসে।

পঞ্চম দশাতে মাতঙ্গযুবক, তেজস্বী, নিরতিশয় উদ্যমশীল, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে। এই বয়সে উহারা ক্ষুৎপিপাসা-সহিষ্ণু, স্বকৃত বা পরকৃত কষ্ট-সহন-সমর্থ হয় এবং স্বীয় ত্বক্ হইতে যে মদস্রাব হয় তাহার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সময় হইতে উহাদের ওষ্ঠাধরের স্থূলতা অনেক পরিমাণে অপগত হয় এবং কর্ণ, গণ্ড, মস্তক ও পিঞ্চূষ (কর্ণমূল হইতে মদস্রাব হয়। উহারা এই সময়ে সাধারণ শব্দ শ্রবণ করিয়াও ভীত হইয়া থাকে। গ্রন্থান্তরে পঞ্চম দশায় উপনীত মাতঙ্গশিশুকে 'যূথ' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই বয়সে বারণগণ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সাহসী, বলশালী, পরিচালকের বশীভূত, পূর্ণাবয়ব, ক্ষুধাসহিষ্ণু ও হস্তিনীর প্রতি আসক্ত দৃষ্ট হয়। তখন উহাদের কর্ণ, গণ্ড, এবং অন্যান্য মদ-ক্ষরণ-যোগ্য স্থান হইতে সর্ব্বদা মদক্ষরণ হইয়া থাকে। এই সময়ে উহারা বিনা কারণে দীর্ঘকাল নিদ্রা যায়, সাহসী হইয়াও সহিষ্ণু হয়; তখন উহাদের গণ্ডস্থল সর্ব্বদা মদসিক্ত থাকে।

ষষ্ঠদশায় উপনীত মাতঙ্গগণের শরীরের লোম ও কেশ স্পষ্টভাবে পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হয়। এই ষষ্টি বর্ষ বয়সে আর উহাদের দেহের তাদৃশ উপচয় থাকে না, শরীরস্থ বলি সমূহ স্থানে স্থানে ছিন্ন দৃষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়গণের শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে, শরীরের উপাদান স্বরূপ ধাতু সমুদয় ক্ষীণতর হইতে থাকে। গ্রন্থান্তরে, ষষ্ঠ দশায় বা ৫০—৬০ বৎসর বয়সে বারণ-গণের দশন-মূল কিঞ্চিৎ নির্গত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত উহাদিগকে 'বিস্তৃতদন্ত' বলা হইয়াছে। এই বয়সে দেহের ঊর্দ্ধভাগের ত্বক্-তরঙ্গ সকল বিচ্ছিন্ন দৃষ্ট হয়, তখন উহাদের শরীরের উপাদানীভূত রক্ত মাংসাদি ধাতু সমুদয় ও ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হয় এবং উহাদের ওষ্ঠ ও কর্ণ প্রভৃতি স্থানে লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সপ্তম দশাতে উপনীত বারণগণের বিশেষ লক্ষণ এই যে—ঐ বয়সে উহাদের সর্ব্বাঙ্গ দীর্ঘ লোমে আবৃত হয়। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে—ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক বারণের পিত্তবল ও অগ্নিবল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, বায়ুর প্রকোপ জন্মে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হয় এবং দেহকান্তি বিবর্ণ ও কর্কশ হইয়া থাকে; তখন উহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া ক্রমে অল্পতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।

অষ্টম দশাপ্রাপ্ত মাতঙ্গ, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত যুদ্ধাদি পরিশ্রমকর কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন উহাদের দেহ চিররুগ্ন ও স-ব্রণ হয়, অক্ষি-যুগল কোটর-প্রবিষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ দীর্ঘ লোমে আবৃত হইয়া থাকে এবং তখন উহারা পর্ব্বত-গহ্বরে অবস্থান করিতে ভালবাসে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে—৭০ - ৮০ বৎসর বয়স্ক বা সপ্তম দশাপ্রাপ্ত মাতঙ্গকে 'বিবরী' বলে—এই বয়সে উহাদের

দেহ দীর্ঘ লোমে আবৃত ও অতি বিবর্ণ এবং নেত্রদ্বয় অকারণ অশ্রুপূর্ণ হইয়া থাকে। এই বয়সে উহাদের দেহে যে ব্রণ হয়, অতি কষ্টে তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গণ শিথিলতা প্রাপ্ত হয়; তখন আর দন্তদ্বয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

নবম দশায় উপনীত মাতঙ্গের দেহের লুলিত চর্ম্ম সকল ত্বক্-তরঙ্গ উৎপাদন করে। ঐ বয়সে উহারা দন্তরোগাক্রান্ত হয় এবং মৃদু খাদ্য গ্রহণ করিতে ভালবাসে। তখন ক্রোধ ও ভয়াদি হেতু পৃষ্ঠ, গ্রীবা ও স্কন্ধ দেশে তাড়িত হইয়াও উহারা সবেগে গমন করিতে বা আঘাতকারীকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে না। গ্রন্থান্তরে নবম দশায় উপনীত বা ৮০—৯০ বৎসর বয়স্ক মাতঙ্গকে 'পুরাণ' এই অন্বর্থ আখ্যা প্রাদান করা হইয়াছে এবং কথিত আছে;—ঐ বয়সে উহাদের মস্তকের কেশ ও মুখের লোম দীর্ঘ হইয়া বদনমণ্ডল আবৃত করে, নেত্রদ্বয় শিথিল হয়; তখন উহারা পর্ব্বত-গহ্বরে শয়ন-প্রিয় হয়। এই বয়সে উহাদিগকে যূথে বিচরণ করিতে কিংবা দুর্গম স্থানে গমনাগমন করিতে অনভিলাষী দেখা যায়। তখন উহাদের অঙ্গ-সন্ধি সকল শিথিল হইয়া থাকে। অন্য শাস্ত্রে কথিত আছে—নবম দশায় উপনীত মাতঙ্গের গ্রীবাদেশ দুর্ব্বল, দন্তমূল শিথিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শ্লথ, দেহকান্তি কর্কশ, শরীর ত্বক্ তরঙ্গে ব্যাপ্ত, কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর ও কোমল খাদ্যে প্রীতি হইতে দেখা যায়। ঐ বয়সে উহাদের দন্ত হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে এবং উহারা যূথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গম স্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতে ভালবাসে।

দশম দশায় উপনীত বা ৯০—১০০ বর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গের বিশেষ লক্ষণ এই যে—উহাদের গুল্ফের বা পায়ের গোড়ালীর মাংস ও চর্ম্ম লুলিত, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, দেহ কেশ ও দীর্ঘ লোমে আবৃত হইয়া থাকে; অক্ষি প্রান্তশ্লথ ও দীর্ঘ লোমে আবৃত এবং ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হয়। ঐ বয়সে উহারা কোন গুরুভার স্কন্ধে বহন করিতে বা উৎক্ষেপন করিতে পারে না; সর্ব্বদা উদর পীড়া ও মূত্র রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রন্থান্তরে দশম দশায় উপনীত মাতঙ্গকে 'স্থবির' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে—এই বয়সে মাতঙ্গগণের শরীরের লোমাবলী বিশীর্ণ, দেহ ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত, গমন মন্থর, ও ক্লেশপূর্ণ এবং বাতের প্রকোপে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে দেখা যায়। অন্য শাস্ত্রে কথিত আছে—দশম দশায় উপনীত মাতঙ্গের দেহ ক্ষয়শীল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত, শরীরের লোম বিশীর্ণ (পতিত), দন্তমূল শিথিল, শরীরের উপাদান স্বরূপ মাংস মেদ প্রভৃতি ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত, শিরা সকল স্পষ্টদৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন উহাদের দন্ত সকল পতিত হইতে থাকে, উহারা মলমূত্র ত্যাগেও কষ্ট বোধ করে, অতি অল্প খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এই দশম দশায় উহাদের সর্ব্বাঙ্গ এমন কি মস্তকে পর্য্যন্ত ত্বক্-তরঙ্গ ও কর্ণযুগল বিশাল দৃষ্ট হয়। পালকাপ্য ঋষির মতে একটী হস্তী দশম দশার বা একশত বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে না; কিন্তু শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে—বারণগণ দ্বাদশ দশা পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং সেই শাস্ত্রেই একাদশ দশায় উপনীত বা একশত দশ বৎসর পর্য্যন্ত উহাদিগকে 'পূর্ব্বক' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ঐ বয়সে উহাদের দেহ সর্ব্বদা ক্ষতযুক্ত ও কর্কশ দৃষ্ট হয়। তখন উহাদের বক্ত্রে, শুণ্ডাগ্রে ও অস্থিসন্ধিতে ক্ষত হইয়া থাকে।

অতঃপর দ্বাদশ দশায় উপনীত হইলে মাতঙ্গগণের অন্তঃকরণ, স্থির অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ শক্তির

অভাব বশতঃ স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয় হয়। তখন উহাদের কর-চরণের অঙ্গুলি সকল ও শুণ্ডাগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই বয়সে মাতঙ্গগণ, নরপতিদিগের ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়। এই বয়সে কি প্রকারে পালন করিলে তাহাদিগকে সুস্থ ও জীবিত রাখা যায়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রকারে হস্তী দেখিয়া স্থূলভাবে তাহার বয়োনিরূপণের উপায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল; বস্তুতঃ শাস্ত্রকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—মাতঙ্গগণের আয়ুর্জ্ঞান বয়োজ্ঞান এবং গর্ভিণী-জ্ঞান সম্বন্ধে মুনিগণেরও ভ্রম হইয়া থাকে, স্থূলদর্শী মানবগণের তো কথাই নাই। এই বয়ঃক্রম ভেদে মাতঙ্গগণের উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে;—দশ বৎসর হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতঙ্গদিগকে 'উত্তম', পঞ্চদশ হইতে ত্রিংশৎবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত হস্তীদিগকে মধ্যম এবং ত্রিংশৎবর্ষ হইতে সপ্ততিবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত উহাদিগকে 'অধম' বলা হইয়াছে। অতঃপর উহারা বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। মাতঙ্গগণের উত্তম মধ্যম ও অধম বয়োবিভাগের ফল ও নির্ণীত হইয়াছে—প্রথম বয়সে হস্তীদিগকে সকল প্রকার শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই নিমিত্ত উক্ত বয়ঃক্রমকালকে 'উত্তম' কাল বলা হইয়াছে, মধ্যম বয়ঃক্রম কালে উপনীত মাতঙ্গগণ যুদ্ধ কার্য্যেই প্রশস্ত হইয়া থাকে এবং হে নরনাথ, অতঃপর অধম বয়সে উহাদিগকে অন্যপ্রকার নানাবিধ কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে
বয়োনিরূপণ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম প্রকরণ।

অনন্তর বৈশম্পায়ন ঋষির মতে হস্তীর বয়োজ্ঞান কথিত হইয়াছে ;—তিনি লিখিয়াছেন 'ভদ্র' জাতীয় বারণগণ দীর্ঘজীবী হয়। পক্ষান্তরে 'মন্দ' জাতীয় হস্তীসমূহ, দেহ ক্ষীণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ; কিন্তু 'মৃগ' জাতীয় মাতঙ্গগণ 'মন্দ' বারণ অপেক্ষা অধিকতর বৎসর জীবিত থাকে। তদ্ভিন্ন সঙ্কর মাতঙ্গগণের বয়োজ্ঞান হস্তিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, ক্রমে অবগত হইতে পারেন। বস্তুতঃ সৃষ্টির কাল, হস্তীর আয়ু, বয়স, গর্ভ ও হিতকর প্রতিপালন পদ্ধতি এবং গ্রহ নক্ষত্রে যে সতত ধ্বনি হইয়া থাকে তাহা, মুনিগণেরও অজ্ঞেয় সাধারণ মানবগণ কি প্রকারে জানিবে? ভদ্র মন্দ মৃগ ও সঙ্কীর্ণ, এই সকল প্রকার মাতঙ্গেরই আয়ুর্জ্ঞান সাধারণ শক্তির বহির্ভূত তথাপি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং চিহ্নাদি দ্বারা যোগিগণ কোন প্রকারে উহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। দেশ-ভেদ, বলি, বর্ণ দন্ত, স্বভাব, বল, বেগ, লোম এবং কর্ণদ্বয় প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শন করিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাতঙ্গের বয়ঃক্রম অবধারণ করিয়া থাকেন। বেদবিদ্‌গণ অতি কষ্টে মাতঙ্গগণের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং বয়ঃক্রম অবধারণ করিতে সমর্থ হন, অপরাপর অল্প-বুদ্ধি মানবগণ তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

গজশাবকগণ পূর্ণ এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবল মাতৃস্তন্যই পান করিয়া জীবন ধারণ করে এবং অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পরে উহাদের শরীরের লোম সকল চতুরঙ্গুলী পরিমিত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উহাদের শরীরস্থ রোমাবলীর বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উহাদের দেহের উপচয় এবং দন্তযুগল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও স্থূল হইয়া থাকে। উক্ত লক্ষণ সমূহ দ্বারাই মাতঙ্গগণের উত্তম মধ্যম ও অধম বয়ঃক্রম এবং কার্য্যাকার্য্য বলাবল অবগত হইতে পারা যায়। বিংশতি বৎসরের পরে চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত বারণগণের উত্তম বয়ঃকাল, চল্লিশ হইতে সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাতঙ্গগণের মধ্যম বয়স, অতঃপর জীবনকালকে 'অধম' এই অন্বর্থ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উহাদের জীবনের এই অংশ নিতান্তই নিষ্ফল। প্রথম বিংশতি বৎসর বারণগণের বাল্যকাল। বাল্যকালের শেষ অবস্থায় কিঞ্চিৎ মদক্ষরণ হয়। ঐ বয়সে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল প্রকার কার্য্যই উহাদিগ দ্বারা করান যাইতে পারে। বয়ঃক্রমের উত্তম, মধ্যম ও অধমতা দ্বারাই শারীরিক বলের তারতম্য করা হইয়াছে। দশম দশার পরে উহাদিগের গতিবিধি শয়ন প্রভৃতি সকলই মন্দ হইয়া থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হয়। এই সময়ে উহারা সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে
বয়োজ্ঞান নামক সপ্তম প্রকরণ।

† এক জাতীয় জনক ও অপর জাতীয় জননী হইতে উৎপন্ন মাতঙ্গগণকে সঙ্কর বা সঙ্কীর্ণ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

অষ্টম প্রকরণ

অনন্তর দেশভেদে মাতঙ্গগণের উত্তম মধ্যম ও অধমাদি ভেদ কথিত হইতেছে;—পুলিন্দ অরণ্য (১) বঙ্গদেশ হূন নেপাল অবন্তী ও বিদর্ভ দেশজাত মাতঙ্গগণ উত্তম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের বদনমণ্ডলে, নেত্রযুগলে এবং সর্ব্বাঙ্গে রক্তবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়, উহাদের চিত্ত শান্ত এবং দেহ শ্লেষ্ম প্রধান এই নিমিত্ত উহাদিগকে 'শূদ্র' জাতীয় মাতঙ্গ বলা হইয়াছে।

কাম্বোজ (২) লাটবর সিন্ধু ও অঙ্গদেশ জাত বারণগণ 'মধ্যম' নামে অভিহিত হইয়াছে। উহাদের শুণ্ড অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, মুক্ত লম্বমান, দেহস্থিত লোমাবলী খর্ব্ব ও অপেক্ষাকৃত কোমল হইয়া থাকে। উহাদের নীলবর্ণ দেহে শ্বেত আভা লক্ষিত হয়, কুম্ভ, নখ ও দন্ত অপেক্ষাকৃত শ্বেতাভ হইয়া থাকে। রজোগুণের প্রাধান্যবশতঃ উহাদিগকে মধ্যম বলা হইয়াছে।

সৌরাষ্ট্র, (৩) ঘূর্ণিক, কলিঙ্গ যবন, বৎস এবং কাশ্মীর দেশজাত—মাতঙ্গগণ সঙ্কর (মিশ্র) এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের বদন মণ্ডল, গণ্ডদেশ, কেশ ও শরীরস্থ লোম শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। উহারা নাসিকা ও মুখ দ্বারা অন্য জাতীয় মাতঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর বায়ু গ্রহণ করে এবং অন্য আহার না পাইলেও কিয়ৎকাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। উহাদের আর এক স্বভাব এই যে হস্তিনী দর্শন করিলেই দেহ, নখমূল প্রভৃতি স্থান হইতে মদ ক্ষরণ হইয়া থাকে।

মৎস্য (৪) বর্ব্বর (৫) ত্রিগর্ত্ত, (৬) মালব এবং অশ্মন্ত প্রদেশ জাত বারণগণ তামস প্রকৃতি অর্থাৎ আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি তামস বৃত্তিদ্বারা অভিভূত। উহারাও 'সঙ্কর' জাতীয় মাতঙ্গ। উহাদের নেত্রদ্বয়, নখসন্ধি ও শুণ্ডাগ্র ভাগ হরিদ্রাভ এবং দন্তদ্বয় খর্ব্ব ও তাহার প্রান্তভাগ এবং ললাট শ্বেতাভ হয়।

সৌবীর (৭) দশার্ন (৮) ও বাহ্লীক (৯) প্রদেশে উৎপন্ন বারণগণও 'উত্তম' শ্রেণীভুক্ত, কারণ উহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ করিয়া থাকে। উহাদের দেহের গন্ধ অগুরু চন্দনের

---

(১) পুলিন্দ—বর্ত্তমান তাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত অরণ্য। হূণ—মরু প্রদেশের পশ্চিম উত্তর কোনে 'শতদ্রু' নদীর তীরে অবস্থিত।

(২) কাম্বোজ—শ্যামরাজ্যের অন্তর্গত বর্ত্তমান চীন দেশের সীমান্তে অবস্থিত।

(৩) সৌরাষ্ট্র—বর্ত্তমান গুজরাট বা সুরাট প্রদেশ।

(৪) মৎস্য—আগ্রা এবং সম্বর হ্রদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ।

(৫) বর্ব্বর—সিন্ধুদেশের পূর্ব্বাংশ।

(৬) ত্রিগর্ত্ত—বর্ত্তমান পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তবর্ত্তী প্রদেশ।

(৭) শৌবীর—বর্ত্তমান গুজরাটের পূর্ব্বোত্তরাংশে অবস্থিত।

(৮) দশার্ন—বর্ত্তমান ভূপাল রাজ্যের নিকট অবস্থিত।

(৯) বাহ্লীক—বর্ত্তমান বলকান প্রদেশ।

গন্ধের ন্যায়। উহাদের মুখমণ্ডল, দেহস্থিত লোমাবলী ও দশনমূল তাম্রাভ এবং দেহ শ্লেষ্ম প্রধান হইয়া থাকে।

গীর্ব্বাণ, বাহুক প্রভৃতি দেশজাত মাতঙ্গগণ মধ্যম শ্রেণীভুক্ত। উহাদের নানাবর্ণে চিত্রিত দেহ পীতাভ, নখাবলী নীলবর্ণ এবং মুষ্ক ও শুণ্ডাগ্র রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। উহাদের দেহ কোমল এবং রজোগুণ প্রধান।

মৎস্য রাজ্য, করহাটক (১) এবং ভোজ (২) প্রদেশজাত বারণগণের দেহ খর্ব্ব, নীলাভ ও ঈষৎ বক্র, শুণ্ডাগ্র ও দন্তযুগল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। উহাদের গতি অতিশয় বেগশালী এবং সর্ব্বাঙ্গে তিলের গন্ধ পাওয়া যায়। ইহারা অধম শ্রেণীভুক্ত।

কর্ণাট, অন্ধ্র (৩) মলয়, অলবিকুন্ত, পাণ্ড্য, পাশ্চাত্য, তৌলবকণ্টক এবং গৌড় দেশজাত হস্তিগণ 'সঙ্কর' শ্রেণীভুক্ত। উহাদের দেহের বর্ণ নীল, দন্ত ও নখাবলী অতিশয় শুভ্র। উহারা অত্যন্ত বলশালী এবং গজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে বহু প্রকারে বিভক্ত।

শৈলাহ্বয়, হিরল ও সহ্য প্রভৃতি প্রদেশজাত মাতঙ্গগণ দেখিতে অত্যন্ত প্রিয় দর্শন হইয়া থাকে। উহাদের দেহ-বর্ণ পকজম্বু ফলের ন্যায়, দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ লোমে আবৃত ও দন্ত শুভ লক্ষণযুক্ত। উহারা সদ্যোজাত ঘৃত পান করিতে ভালবাসে। উহাদের প্রকৃতি নিরতিশয় সাত্বিক হইয়া থাকে।

মহারাষ্ট্র দেশজাত বারণগণের শরীরস্থ লোম নীলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু গুজরাট প্রদেশ জাত মাতঙ্গগণ শ্বেতবর্ণ হয় এবং চুঞ্চুমল্ল-দেশজাত বারণগণের কেবল দন্ত ও নখই শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

কর্ণখৌম প্রদেশজাত মাতঙ্গগণের কেশ দীর্ঘ হয়। উহারা দেখিতে কৃশ এবং যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করে প্রায় সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিতে চায় না। ইহারা সর্ব্বদা সকল কার্য্যে কাতরতা প্রকাশ করে এবং অধিকাংশ সময়েই মত্ত থাকে। সুতরাং কুরু (৪) শূরসেন (৫) ও কুক্কুর (৬) দেশজাত বারণগণ সাধারণতঃ যুদ্ধভীরু ও নীরস দ্রব্যপ্রিয়। এই নিমিত্ত উহারাও অধম শ্রেণীভুক্ত।

জাঙ্গল দেশ-জাত মাতঙ্গগণ অত্যন্ত বলশালী সাহসী ও কোপন স্বভাব হইয়া থাকে। উহাদের মস্তকে শ্বেতবর্ণ দীর্ঘকেশ জন্মে। উহারা 'উত্তম' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনূপ দেশজাত বারণগণ খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। উহাদের শরীর পিত্তপ্রধান এবং পুংচিহ্ন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি হয়। উহারা 'মধ্যম' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(১) করহাটক—বর্ত্তমান বোম্বে প্রদেশের অন্তর্গত করাড় প্রদেশ।
(২) ভোজ—বিন্ধ্যাগিরি শ্রেণীর অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী বর্ত্তান চাম্বল নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।
(৩) অন্ধ্র—কৃষ্ণা এবং গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ।
(৪) কুরু—বর্ত্তমান দিল্লী প্রদেশ।
(৫) শূরসেন—বর্ত্তমান মথুরা এবং দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগ।
(৬) কুক্কুর—বর্ত্তমান যোধপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল।

গ্রন্থকার যে সকল প্রদেশে উত্তম, মধ্যম, অধম ও সঙ্কর (মিশ্র) মাতঙ্গ সকল উৎপন্ন হয় তাহা বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করিয়া পুনরায় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়াছেন।

উত্তম গজাকর প্রদেশ যথা,—তরন্নাল, সরবাহ প্রজ্ঞাপয়োর, যবন, সুসুল্লাস, সুতখণ্ড, শাম্বল শৌলুক্ক, অহিরল, সুসহ্যক, চিঞ্চুল, বাহব, গুর্জ্জর, কেরল দশার্ণ, বাহ্লীক, সৌবীর বিদর্ভ, অবন্তি, নেপাল হূণ, সুন্দ, বঙ্গ, পুলিন্দ, প্রাগ্জ্যোতিষ (আসাম) পৌণ্ড্র, সিন্ধু, যুগন্ধর কোমল, পাঞ্চাল ও জাঙ্গল প্রদেশ। এই সকল প্রদেশজাত মাতঙ্গগণ 'উত্তম' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মধ্যম গজাকর প্রদেশ—তহার, বাহুক, গীর্ব্বাণ, মরাল, অঙ্গ বনাযুজ, সিন্ধু, লাটবর, কাম্বোজ এবং অনুপ; এই সকল প্রদেশে উৎপন্ন বারণগণ 'মধ্যম' নামে আখ্যাত হয়।

অধম গজাকর প্রদেশ; যথা—গান্ধার, ভোজ, করহাট, মৎস্য রাষ্ট্র, নীলবাল, মহারাষ্ট্র ও সিন্ধু। এই সকল প্রদেশে উৎপন্ন মাতঙ্গগণ 'অধম' নামে অভিহিত হয়।

সঙ্কর গজাকর প্রদেশ,—যথা অশ্মন্ত, মালব, ত্রিগর্ত্ত, বর্ব্বর, মৎস্য, কাশ্মীর, যবন্ত বৎস, কলিঙ্গ, ঘূর্ণিক, সৌরাষ্ট্র, আরট্ট, সুসুমল্ল, শূরসেন, চৌর্য্য, বঙ্গ, বিদেহ, সুদেষ্ণ, কোঙ্কন, সামুদ্র, সৌর জীব, গৌরব, জাপূক, কেকয়, খার, যবকল, বিকুন্ত, পাণ্ড্য, পাশ্চাত্য, অন্ধ্র, কর্ণাটক, মলয়াল, তৌলব কণ্টক, সগর, মগধ ও চেকিতান এই সকল প্রদেশে উদ্ভূত বারণগণ 'সঙ্কর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কেরল প্রদেশের প্রান্তভাগে যে সকল মাতঙ্গ জন্মে তাহারা উত্তম। উহাদের মুখমণ্ডল ও কর্ণযুগল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে; নেত্রদ্বয় তাম্রাভ অথচ স্নিগ্ধ, দশনাবলী ক্ষীণ (সরু) ও শ্বেতবর্ণ উহাদের আকৃতি একান্ত প্রিয় দর্শন হইয়া থাকে।

অনন্তর হস্তী ধারণের প্রকার কথিত হইতেছে; ভগবান্ ব্যাসদেব মাতঙ্গগণের গতিবিধি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে,—অরণ্যবাসী বা আরণ্য পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, হস্তীর মল ও মূত্র শরীরে মাখিয়া অরুষ্কর বা ভল্লাতকী (ভেলা) বৃক্ষের শাখা দ্বারা স্বীয় শরীর আবৃত করিয়া পদ চিহ্ন দ্বারা, ভগ্ন-তরু শাখা দ্বারা বা বৃংহণ (শব্দ) শ্রবণ দ্বারা মাতঙ্গগণের গমন পথ বা অবস্থিতি স্থান জানিতে পারে। এইরূপে হস্তিগণের অবস্থান অবগত হইয়া মাতঙ্গ-লক্ষণাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, নরপতির বা স্বীয় প্রভুর আদেশক্রমে করিণী পৃষ্ঠে বা অশ্বে আরোহণ করিয়া 'পাদপাশ' সহকারে বহুসংখ্যক মাহুত সঙ্গে লইয়া যত্ন পূর্ব্বক হস্তীধারণের নিমিত্ত গমন করিবে।

নরপতি গ্রীষ্ম ঋতুতেই গজবন্ধনে অভিজ্ঞ মাহুতগণ দ্বারা যত্ন-পূর্ব্বক শুভ লক্ষণযুক্ত হস্তীসকল ধৃত করিবেন। 'বারিবন্ধ' 'বশাবন্ধ' এবং 'অনুগত বন্ধ' এই তিন প্রকার বন্ধই মাতঙ্গগণকে ধৃত করিবার পক্ষে উত্তম কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন "আপাত" ও "অবপাত" এই দুই প্রকার বন্ধ নিতান্ত নিন্দনীয় অতএব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়; কারণ উল্লিখিত বন্ধদ্বয়ে মাতঙ্গগণ প্রায়শঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

'বারি বন্ধের' প্রকার এইরূপ কথিত হইয়াছে;—বারি বেষ্টিত স্থান দেখিয়া তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট ঘাস বপন করিতে হয় এবং উহার মধ্যে মধ্যে শল্লকী, ইক্ষুদণ্ড কদলী তরু, পদ্মকন্দ, পিয়াল বৃক্ষ হরিৎদল শোভিত বেণু কুঞ্জ প্রভৃতি গজপ্রিয় তরু ও তৃণ সকল রোপণ করিতে হয়। তাহা দর্শন করিয়া গজযূথ আহার লোভে ঐ স্থানে আগমন করে। এইরূপে প্রত্যহ চরিতে আসিলে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করিতে থাকে। তখন একদিন সহসা তাহাদের প্রতিগমন পথ অবরুদ্ধ করিতে হয়।

অপর আর এক প্রকার বারিবন্ধ কথিত হইয়াছে যথা;—অন্যূন এক ক্রোশ দীর্ঘ ও এক ক্রোশ বিস্তৃত বারি বেষ্টিত ভূভাগ, বৃক্ষ বা বৃহৎ খোঁটা দ্বারা অতি দৃঢ়ভাবে চতুর্দ্দিকে আবেষ্টন করিতে হয়। অনন্তর কুঞ্জরগণের প্রবেশের নিমিত্ত বারিবন্ধন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ গমনাগমন পরিমিত একটী দৃঢ় দ্বার প্রস্তুত করেন। তৎপরে উহার অভ্যন্তরে গজযূথ প্রবেশ করিয়াছে বুঝিয়া বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে উক্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে হয়। অতঃপর অভ্যন্তরস্থিত শুভ লক্ষণযুক্ত হস্তিগণকে কৌশলে বন্ধন করিবে। বারিবন্ধ বিচক্ষণ ভগবান্ ব্যাসদেব এইরূপ বন্ধকে 'বারিবন্ধ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ইতি বারি-বন্ধ।

বশা-বন্ধ।

সুশিক্ষিত হস্তিপালকগণ পাশহস্তে বিশাল দেহ বিশিষ্ট বেগবান্ ও করিণীর বাধ্য সাত আটটী মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ভল্লাতকী বা অভাবে অন্য প্রকার তরু শাখা দ্বারা স্বীয় দেহ আবরণ করিবে। অতঃপর আরণ্য গজ বন্ধনের নিমিত্ত রজ্জু-পাশ করিণীগণের শুণ্ডে প্রদান করিয়া উহাদের দ্বারা আরণ্য মাতঙ্গ বন্ধন করাইবে এবং নরপতি, মাতঙ্গটী উত্তমরূপে আবদ্ধ হইয়াছে জানিয়া তাহার পৃষ্ঠে মাহুত উঠিতে দিবেন। ইহাকেই বশা-বন্ধ বলে।

ইতি বশা-বন্ধ।

অনুগত-বন্ধ।

কখন কখনও আরণ্য মাতঙ্গ, মোহবশতঃ গৃহ পালিত হস্তিনীর অনুগমন করিয়া লোকালয়ে আগমন করে এবং কৌশলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। গজবন্ধ-বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই প্রকার বন্ধকে 'অনুগত বন্ধ' বলিয়া থাকেন।

ইতি অনুগত বন্ধ।

আপাত ও অবপাত বন্ধ।

কদলী শল্লকী প্রভৃতি গজপ্রিয় তরু লতায় প্রচ্ছন্ন নাতি বৃহৎ গর্ত্তে ফেলিয়া হস্তী ধৃত করাকে গজ-বন্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ আপাত, (অর্থাৎ ঈষৎ পতন) বন্ধ বলিয়া জানেন। ঐ প্রকার প্রচ্ছন্ন

বৃহৎ গর্ত্তে ফেলিয়া আরণ্য মাতঙ্গ গ্রহণের নাম 'অবপাত-বন্ধ' এই উভয় প্রকার বন্ধেই অনেক সময়ে মাতঙ্গের মৃত্যু ঘটে বলিয়া নিন্দিত; সুতরাং উহা সম্যকরূপে বর্জ্জনীয়।

ইতি আপাত এবং অবপাত বন্ধ।

আলান-বন্ধন মন্ত্র।

অনন্তর নবধৃত মাতঙ্গকে আনিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রথম স্তম্ভে বন্ধন করিবে যথা;—"হে অবাধগতিশীল মাতঙ্গ, তুমি এই অপূর্ব্ব স্বীয় আবাস গৃহে প্রবেশ করিয়া এই স্তম্ভে শত বৎসর বাস কর। তোমার সাহস, পরাক্রম ও যশঃ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। তুমি নীরোগ ও প্রভূত বলশালী হইয়া স্বীয় প্রভুর বিজয় লাভের কারণ হও।"

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে দেশান্তরভেদে গজভেদ কথন নামক অষ্টম প্রকরণ।

নবম প্রকরণ।

অনন্তর ক্রমে ভদ্র, মন্দ, মৃগ ও সঙ্কীর্ণ জাতীয় গজের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—সত্যযুগে সকল মাতঙ্গই যথেচ্ছ আকৃতি গ্রহণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিত এবং সকলেই ভদ্র গুণযুক্ত ছিল; তাহাদের বংশজাত বলিয়া একদল মাতঙ্গ 'ভদ্র' নাম প্রাপ্ত হয়, ত্রেতাদি যুগে উহারা মানবের বাহনরূপে পরিণত হইয়াছে। ত্রেতাযুগ হইতেই দাসত্ব প্রযুক্ত উহাদের কুলক্রমাগত গুণাবলী ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে থাকিলে উহারা 'মন্দ' এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। দ্বাপরে উহাদের মধ্যে একদল মৃগভাবাপন্ন হওয়ায় তাহাদের বংশধরগণ 'মৃগ' এই খ্যাতি লাভ করে এবং কলিযুগে ঐ সকল গুণের মিশ্রণ দর্শন করিয়া উহাদিগকে 'সঙ্কীর্ণ' (মিশ্রিত) এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ধৈর্য্য, বীরত্ব, সকল কার্য্যে নিপুণতা, নম্র ব্যবহার, সৎকার্য্যে উৎসাহ, অনায়াসে পরিচালকের আজ্ঞা জ্ঞান, ভয়ের যথেষ্ট কারণ উপস্থিত থাকা সত্বেও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় না হওয়া, শারীরিক সৌন্দর্য্য, বীরত্ব প্রভৃতি 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গের প্রধান লক্ষণ। তেজের আধিক্য থাকায় 'ভদ্র' জাতীয় বারণগণের দেহ-কান্তি অনতি-পক্ক পূগ বা গুবাক ফলের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক 'ভদ্র' মাতঙ্গের দেহের দৈর্ঘ্য নবহস্তের ন্যূন এবং উচ্চতা সপ্ত হস্তের ন্যূন হয় না। 'মন্দ' জাতীয় বারণগণের শরীরের দৈর্ঘ্য অষ্ট হস্ত এবং ঔন্নত্য ষট্ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। মৃগ জাতীয় গজের দেহ প্রায়শঃ সপ্তহস্ত দীর্ঘ ও পঞ্চহস্ত মাত্র উন্নত হইতে দেখা যায়। উহাদের শুণ্ডের দৈর্ঘ্যও যথাক্রমে দশ, নয়, ও অষ্ট হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে।

ভদ্র জাতীয় বারণগণের শারীরিক লক্ষণ এইরূপ কথিত আছে যে,—উহাদের কুম্ভ বা মস্তকের উপরিভাগ অত্যন্ত উন্নত, স্থূল ও বৃত্তাকার বিশিষ্ট, কর্ণযুগল বিস্তীর্ণ, কলবিঙ্ক (মাছ রাঙ্গা) বিহঙ্গের ন্যায়, উহাদের নয়ন যুগল বিস্তীর্ণ ও বিপর্য্যস্ত পদ্মদলসদৃশ ঈষৎ উন্নত, দেহ-কান্তি স্নিগ্ধ, বদনমণ্ডল ও শুণ্ড উজ্জ্বল, দন্তদ্বয় বিশাল, শুণ্ডের অগ্রভাগ রক্তোৎপল সদৃশ, পৃষ্ঠদেশ মুক্তগুণ ধনুর মধ্যভাগের ন্যায় ঈষৎ নিম্ন, কেশ সমূহ দীর্ঘ, দেহ সুবিভক্ত, জঙ্ঘা বা উরুদেশ বরাহের জঙ্ঘার ন্যায়, শুণ্ডাগ্রভাগ ভূতল পর্য্যন্ত লম্বমান, তালু ঈষৎ তাম্রবর্ণ মস্তক কর্কশ, দেহ উন্নত, অঙ্গসন্ধি সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত, কণ্ঠদেশ বৃহৎ, স্থূল ও মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট, বদনমণ্ডল বিন্দু সমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। উহারা সকল কার্য্যে নিপুণ, অমিত বলশালী, সাহসী ও বেগবান্ এবং প্রতিদ্বন্দী মাতঙ্গের দর্শনে উহাদের মদস্রাব হয়।

'অনুভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গ নামে আর এক প্রকার মাতঙ্গ দেখা যায়, উহারা দেখিতে প্রায় 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গের অনুরূপ। উহাদের লক্ষণ এইরূপ কথিত আছে যে—উহারা নাতিকৃশ এবং নাতিস্থূল, উহাদের দশনাবলী ও নয়নযুগল মধুর বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তাভ, পৃষ্ঠদেশ ধনুর পৃষ্ঠদেশের ন্যায় ঈষদ্ বক্র; দেহ সুগোল ও মনোরম হইয়া থাকে।

ভগবান্ বেদব্যাস বিরচিত গজশাস্ত্রে ভদ্র গজের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, উহাদের দেহ, শুণ্ড এবং পুচ্ছ নাতি স্থূল ও নাতি কৃশ, বক্ষঃ বিশাল ও উন্নত, পৃষ্ঠদেশ ধনুরাকার, কুম্ভ বা মস্তকের উপরিভাগ সাতিশয় উন্নত ও স্থূল, গণ্ডদ্বয় নিরতিশয় নিম্ন, দন্ত স্থূল, পদতল বিপুল, নিতম্ব-দেশ বরাহের জঘন সদৃশ, কুক্ষিদ্বয় ছাগ কুক্ষির ন্যায় মনোহর, নখ ও দন্ত সমদীর্ঘ ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। উহাদের নেত্রযুগল মধুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ, ললাটদেশ উন্নত, ঈষৎ গৌরাভ এবং বিন্দুসমূহে পরিশোভিত; তালু জিহ্বা এবং ওষ্ঠ ঈষৎ তাম্রবর্ণ। উহারা আহার ও বিহারকালে আরণ্য-বারণ-যূথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে অভ্যস্ত এবং মেঘ-গর্জ্জন কিংবা ভেরীধ্বনি শ্রবণে ভীত না হইয়া অব্যাকুলভাবে গমন করিয়া থাকে। বন হইতে ধৃত হইয়া লোকালয়ে আসিলে উহারা কর্ম্মকালে অভিজ্ঞ ও পরিচালকের আদেশ বা উপদেশ অবিলম্বে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, এবং উহাদিগকে যাহা শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহা কখনও বিস্মৃত হয় না। উহারা যেমন সাহসী তেমনই কর্ম্মবীর হয়। উহাদের গতিবিধি নরপতির ন্যায় প্রভুত্বব্যঞ্জক। এই প্রকার 'ভদ্র' মাতঙ্গ প্রভুর বিজয়াবহ হইয়া থাকে।

অনন্তর মন্দ জাতীয় মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—মন্দ জাতীয় মাতঙ্গের শুণ্ড, কর্ণ ও উদর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, পুংচিহ্ন ও লাঙ্গূল-মূল স্থূল, মাংসাবলী বা ত্বকৃতরঙ্গ অধিকতর লম্বমান, অক্ষিযুগল সিংহের ন্যায় হইয়া থাকে। গ্রন্থান্তরে কথিত আছে—মন্দ জাতীয় মাতঙ্গগণের দেহ সাতিশয় স্থূল, শুণ্ড, দন্ত, নখ ও উদর বিশাল, মাংসাবলী লম্বমান, দৃষ্টিক্ষেপ বক্র, চিত্ত দুঃখভারা-ক্রান্ত, আলস্য, নিদ্রালুভাব, মূঢ়তা, গম্ভীর-বেদিতা এবং অনিষ্টকারিণী বুদ্ধি এই সকলই তমোগুণ-সম্ভূত; মন্দ জাতীয় মাতঙ্গগণের উক্ত সকল দোষই বিদ্যমান থাকে। মন্দ জাতীয় মাতঙ্গের উল্লিখিত দোষসমূহ বিদ্যমান থাকিলেও উহাদিগের গুণও অল্পাধিক পরিমাণে লিখিত আছে;—সকল প্রকার শুভ কর্ম্মেই মন্দ জাতীয় মাতঙ্গে আরোহণ প্রশংসনীয়। তদ্ভিন্ন মন্দ জাতীয় মাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ অপেক্ষাকৃত সুখকর। মন্দজাতীয় মাতঙ্গের বর্ণ নবজলধরের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণ, উহাদের সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষাকৃতি কেশে আবৃত, প্রকৃতি শ্লেষ্মা ও পিত্ত এই উভয় গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভগবান্ ব্যাস বিরচিত গজ শাস্ত্রে মন্দ মাতঙ্গগণের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে যে,—'মন্দ' জাতীয় মাতঙ্গগণের বক্ষঃস্থল, মুখমণ্ডল, কর্ণযুগল, শুণ্ড লাঙ্গুল এবং পৃষ্ঠদেশ বিশাল ও দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহাদের উদর ভেকের উদরের ন্যায়, অক্ষিযুগল কপিল বর্ণ এবং দেহ নব-জলধর বর্ণবিশিষ্ট ও স্থূল হয়। উহারা অলস প্রকৃতি, প্রভূত বলশালী, অরণ্যে বাসকালে শশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু দেখিয়াও ভীত হয়। উহারা কখনও হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করে না, সতত নিদ্রালু হইয়া থাকে। শিক্ষাদান সময়ে মন্দজাতীয় বারণগণ অনেক বিলম্বে শিক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং অবিলম্বেই শিক্ষিত বিষয় বিস্মৃত হয়; কিন্তু মত্ত অবস্থায় শিক্ষিত বিষয় স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। উহাদের দেহকান্তি স্নিগ্ধ, দৃষ্টিবক্র, মস্তকের বর্ণ নবজলধরের বর্ণের ন্যায় শ্যাম, সুন্দর দশন যুগল অধোমুখ উদর লম্বমান ও ললাটদেশ দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অনন্তর 'মৃগ' জাতীয় মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইয়াছে;—মৃগ জাতীয় মাতঙ্গগণের শুণ্ড, চরণ-চতুষ্টয় ও গ্রীবাদেশ কৃশ ও খর্ব্ব, নেত্রদ্বয় স্থূল, কেশ, পুংচিহ্ন ও ওষ্ঠাধর খর্ব্বাকৃতি এবং মুখ ও দন্ত কৃশ হইয়া থাকে। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ কৃশ, ধূসরবর্ণ সুন্দর ও ঈষৎ বক্র, অনুভব শক্তি তীব্র, মতি ও গতি চঞ্চল, স্বভাব অত্যন্ত কোপন, দেহ পিত্তপ্রধান এবং দন্তদ্বয় দীর্ঘ হইয়া থাকে।

গ্রন্থান্তরে কথিত আছে—'মৃগ' জাতীয় মাতঙ্গগণ তেজস্বী, উগ্রস্বভাব, চঞ্চল, ক্ষিপ্রকারী এবং দুর্ব্বল হইয়া থাকে। উহাদের অনুভব শক্তি তীব্র, দেহ মলিন-বস্ত্রের ন্যায় ধূসরবর্ণবিশিষ্ট, শরীরে লোমাবলী রুক্ষ ও তাম্রবর্ণ, এবং প্রকৃতি পিত্তপ্রধান হইয়া থাকে।

পালকাপ্য ঋষির মতে,—মৃগ জাতীয় মাতঙ্গগণের অঙ্গুলী, লাঙ্গূল, বদনমণ্ডল ও পুংচিহ্ন কৃশ; উদর লঘু, গণ্ডদ্বয় ও কণ্ঠদেশ ক্ষীণ, কর্ণদ্বয় বিস্তীর্ণ, দন্তদ্বয় কৃশ ও দীর্ঘ এবং অক্ষিযুগল স্থূল হইয়া থাকে।

ব্যাস-বিরচিত মাতঙ্গশাস্ত্রে লিখিত আছে,—'মৃগ' জাতীয় মাতঙ্গগণের শরীর, চরণ, নখ, দন্ত দেহের মধ্যভাগ, শুণ্ড ও কণ্ঠদেশ ক্ষীণ ও দীর্ঘ হইয়া থাকে। মস্তক, স্কন্ধ, লাঙ্গূল ও গণ্ডদ্বয় খর্ব্ব হইয়া থাকে। উহাদের গণ্ডদ্বয় প্রায় সর্ব্বদা মদসিক্ত থাকে; কুক্ষি ও কর্ণদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, অঙ্গুলি, চিবুক, কেশ ও বক্ষঃ ঈষৎকুব্জ পরিলক্ষিত হয়। 'মৃগ' জাতীয় বারণগণের আরণ্য অবস্থায় শরীরের বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ, নয়ন স্বচ্ছ ও স্থূল থাকে। উহারা একাকী চরিতে ভালবাসে এবং অন্যান্য পশুর বিচরণক্ষেত্রে গমন করে। উহারা ভীরু ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া থাকে। ধৃত হইয়া লোকালয়ে আসিলে কর্ম্মকালে উহাদের উত্থানবেদিতা (অনুভব শক্তির তীব্রতা) দুঃশীলতা ও চপলতা লক্ষিত হয়।

অনন্তর 'সঙ্কীর্ণ জাতীয় মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—বিভিন্ন জাতীয় জনক জননী হইতে উৎপন্ন বারণগণকে 'মিশ্র' বা 'সঙ্কীর্ণ' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ জাতীয় মাতঙ্গে ভদ্র, মন্দ ও মৃগ এই তিন প্রকার মাতঙ্গের গুণই লক্ষিত হয়। এই সঙ্কীর্ণ জাতীয় বারণগণ ধৃত হইলে অতিশয় দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়, কিন্তু উহাদিগকে গমন করিতে সঙ্কেত করিলে উহারা গমন করে না। উহারা একান্ত ধূর্ত্ত; এই নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গ নিকটবর্ত্তী হইলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। উল্লিখিত সঙ্কীর্ণ বা মিশ্রজাতীয় মাতঙ্গ নানা প্রকার;—'ভদ্র মন্দ' 'ভদ্র মৃগ,' 'মন্দ ভদ্র' 'মন্দ মৃগ' 'মৃগমন্দ' 'মৃগভদ্র' 'ভদ্রমন্দ মৃগ' 'মন্দ মৃগ-ভদ্র' ও 'মৃগ-ভদ্র-মন্দ'। তদ্ভিন্ন দেহের উর্দ্ধাংশ ও অধ অংশ ভেদেও উহারা দ্বিবিধ। সর্ব্বসমেত এই অষ্টাদশ প্রকার 'সঙ্কীর্ণ' মাতঙ্গ কথিত হইয়াছে। হে নরনাথ, কলিযুগে সকল মাতঙ্গই 'সঙ্কীর্ণ' বা মিশ্র শ্রেণীভুক্ত। গুণ ও দোষের আধিক্য বিচার দ্বারা সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গগণের নাম ও লক্ষণ নির্ণীত হইতেছে;—হে নরেশ্বর, মাতঙ্গদিগের মধ্যে ভদ্র জাতীয় মাতঙ্গই বিশালদেহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং মন্দ জাতীয় মাতঙ্গও অন্যান্য জাতীয় বারণ অপেক্ষা বৃহৎ হয়। সুতরাং এই উভয় জাতীয় জনক-জননী হইতে উৎপন্ন বারণগণের মধ্যে যাহাদের সম্মুখ ভাগ 'ভদ্র' ও পশ্চাৎ ভাগ 'মন্দ' তাহারাই অপরাপর

সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গ অপেক্ষা উত্তম। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর মাতঙ্গকে কুমিরিয়া বাঁধের হস্তী বলা হইয়া থাকে।

অনন্তর 'ভদ্রমৃগ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—মৃগের আকৃতির সহিত কিঞ্চিৎ সাম্য থাকিলেও 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গগণ কখনও হীন হইতে পারে না, বরং উহারা বহুল পরিমাণে উত্তম গুণসম্পন্নই হইয়া থাকে। যে সকল মাতঙ্গের দেহের সম্মুখভাগ 'ভদ্র' কিংবা 'মন্দ' জাতীয় মাতঙ্গের সম্মুখভাগের সুসদৃশ এবং পশ্চাদ্ভাগ 'মৃগ' জাতীয় বারণগণের অনুরূপ উহাদিগকে 'ভদ্র-মৃগ' বলে। উহারা অত্যন্ত বেগবান্ বা দ্রুতগামী হইয়া থাকে। যেহেতু সকল শাস্ত্রেই নয়নযুগলকে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, সেই নিমিত্ত যদিও 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গের অক্ষিদ্বয় মৃগের নয়নের অনুরূপ, তথাপি উল্লিখিত 'ভদ্র-মৃগ' জাতীয় বারণগণ কোন ক্রমেই প্রশংসনীয়তম নহে। সম্ভবতঃ উহারাই বর্ত্তমান 'মিড়কা বাঁধের হাতী'।

অনন্তর 'মন্দ-ভদ্র' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—এই প্রকার যে সকল বারণের দেহের সম্মুখ ভাগ 'মন্দ' জাতীয় মাতঙ্গের অনুরূপ এবং পশ্চাদ্ভাগ 'ভদ্র' জাতীয় বারণগণের পশ্চাদ্ভাগের সুসদৃশ, উহারা 'মন্দ-ভদ্র' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে;—এই জাতীয় মাতঙ্গগণও উত্তম গুণবিশিষ্টই হইয়া থাকে।

অনন্তর 'মন্দ-মৃগ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 'মন্দ' জাতীয় বারণগণের সৌসাদৃশ্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং অতি অল্প পরিমাণে 'মৃগ' জাতীয় বারণের লক্ষণ প্রতিভাত হয়; পক্ষান্তরে ভদ্রজাতীয় মাতঙ্গের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না, তাহাকে 'মন্দ-মৃগ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গ বলা হইয়াছে। উহারা মধ্যম গুণযুক্ত হইয়া থাকে।

অনন্তর 'মৃগ-মন্দ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে,—যে সকল মাতঙ্গের আকৃতি ও শক্তি মৃগ জাতীয় বারণগণের অনুরূপ উহারা একান্ত অধম; কারণ উহারা শারীরিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শক্তিহীন হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইহাদিগকে বর্ত্তমান সময়ে 'একহারা বাঁধের হাতী' বলে। 'সঙ্কীর্ণ' জাতীয় বারণগণের মধ্যে 'ভদ্র-মন্দ' মাতঙ্গগণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং 'মৃগ-মন্দ' মাতঙ্গগণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর 'মৃগ-ভদ্র' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের শুণ্ড, দন্তদ্বয়, অক্ষিযুগল ও কুম্ভ বা মস্তকের উপরিভাগ 'মৃগ' জাতীয় বারণগণের অনুরূপ এবং অবশিষ্ট অবয়ব ভদ্র জাতীয় মাতঙ্গগণের সুসদৃশ, উহাদিগকে 'মৃগ-ভদ্র' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে; 'মৃগ-মন্দ' জাতীয় বারণগণ যেমন নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে 'মৃগ-ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গগণও তেমনি একান্ত অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনন্তর 'ভদ্র-মন্দ-মৃগ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল বারণের দেহের সম্মুখ ভাগ 'ভদ্র' জাতীয় বারণগণের অনুরূপ, মধ্য ভাগ 'মন্দ' জাতীয় মাতঙ্গগণের সুসদৃশ এবং পশ্চাদভাগ 'মৃগ' জাতীয় হস্তিগণের তুল্য, তাহাদিগকে 'ভদ্র-মন্দ-মৃগ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ

মাতঙ্গ বলে। উহারা সত্বর গমনে সমর্থ হয় এবং মধ্যম গুণযুক্ত মাতঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহারাই বর্ত্তমান 'শৌলা বাঁধের হাতী'।

অনন্তর 'মন্দ-মৃগ-ভদ্র' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের দেহে 'মন্দ' জাতীয় বারণগণের সৌসাদৃশ্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং অপরাপর অবয়বে 'মৃগ' ও 'ভদ্র' জাতীয় বারণের অবয়ব-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে 'মন্দ-মৃগ-ভদ্র' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গ বলে। উহারা মধ্যম গুণযুক্ত বলিয়া মধ্যম শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে।

অনন্তর 'মৃগ-ভদ্র-মন্দ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে,—যে সকল মাতঙ্গের আকৃতি ও শক্তি মৃগ জাতীয় মাতঙ্গের অনুরূপ তাহারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি বিহীন বলিয়া অধম শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যে সকল মাতঙ্গের শুণ্ড, দন্ত, চক্ষু ও কুম্ভ প্রভৃতি মুখ্য অবয়বে মৃগ জাতীয় বারণগণের সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে এবং অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে 'ভদ্র' ও 'মন্দ' জাতীয় মাতঙ্গের লক্ষণ প্রতিভাত হয়, তাহারাও নিকৃষ্ট মাতঙ্গ মধ্যে গণ্য এবং 'মৃগ-ভদ্র-মন্দ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

অনন্তর 'উর্দ্ধ-ভদ্র-অধো-মন্দ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—হে নরনাথ, বারণগণের মধ্যে 'ভদ্র' জাতীয় বারণগণই বৃহত্তম হইয়া থাকে, 'মন্দ' জাতীয় মাতঙ্গগণও বিশালদেহ বিশিষ্ট, অতএব যে সকল মাতঙ্গের দেহের উর্দ্ধভাগ 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গের অনুরূপ এবং অধোভাগ 'মন্দ' জাতীয় বারণগণের সুসদৃশ তাহারাও 'ভদ্র-মন্দ' নামে অভিহিত হয় এবং উত্তম মাতঙ্গ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের 'দোঁহারা বাঁধের হাতী' এইরূপ।

অনন্তর 'উর্দ্ধ-ভদ্র অধোমৃগ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গে 'ভদ্র' জাতীয় বারণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট থাকে এবং অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মৃগ জাতীয় বারণগণের অবয়বের কিঞ্চিৎ সাম্য থাকে, উহারাও উত্তম শ্রেণীভুক্ত; কারণ 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গ কখনও নিকৃষ্ট হয় না।

অনন্তর 'উর্দ্ধ মন্দ অধো ভদ্র' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের মুখ্য অবয়ব-সমূহে মন্দ জাতীয় মাতঙ্গের সৌসাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় এবং অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভদ্র জাতীয় বারণের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহাদিগকে 'মন্দ-ভদ্র' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গ বলে। উহারাও উৎকৃষ্ট মাতঙ্গ মধ্যে গণনীয়। সম্ভবতঃ অধুনা উহাদিগকে 'গাঁঠিয়া বাঁধের হাতী' বলা হয়।

অনন্তর 'উর্দ্ধ-মন্দ—অধো-মৃগ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 'মন্দ' জাতীয় বারণের সৌসাদৃশ্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং 'মৃগ' জাতীয় মাতঙ্গের লক্ষণ অতি অল্পই প্রতীয়মান হয়, তাহারা মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্গত।

অনন্তর 'উর্দ্ধ মৃগ—অধো-মন্দ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে 'মৃগ' জাতীয় বারণগণের সৌসাদৃশ্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং 'মন্দ' জাতীয় মাতঙ্গের লক্ষণ অতি অল্পই প্রতিভাত হয়, তাহারা শারীরিক ও মানসিক

উভয়বিধ শক্তি বিহীন ও অধম শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জানিবে। সম্ভবতঃ ইহারাই বর্ত্তমান 'পাতলা খালের হাতী'।

অনন্তর 'ঊর্দ্ধ-মৃগ—অধো ভদ্র' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের শুণ্ড, দশন যুগল, নেত্রদ্বয় ও কুম্ভ প্রভৃতি মুখ্য অবয়বসমূহে মৃগ জাতীয় মাতঙ্গের সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে এবং অপরাপর অবয়বে 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও উহারা নিকৃষ্ট মাতঙ্গ মধ্যে গণনীয়।

অনন্তর 'ঊর্দ্ধভদ্র—অধো-মন্দ-মৃগ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের ঊর্দ্ধভাগে 'ভদ্র' ও 'মন্দ' জাতীয়—মাতঙ্গের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং অধোভাগে মৃগ জাতীয় বারণের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, সেই সকল ভদ্র-মন্দ-মৃগসাদৃশ্য যুক্ত বারণগণ মধ্যম শ্রেণীর মাতঙ্গ মধ্যে গণনীয় এবং দ্রুত গমনশীল হইয়া থাকে।

অনন্তর 'ঊর্দ্ধমন্দ—অধো-মৃগ-ভদ্র' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের ঊর্দ্ধ ভাগে মন্দ জাতীয় বারণগণের সৌসাদৃশ্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং অন্যান্য অবয়বে 'মৃগ' ও 'ভদ্র' জাতীয়—মাতঙ্গের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহারা মধ্যম শ্রেণীর মাতঙ্গ মধ্যে গণ্য।

অনন্তর 'ঊর্দ্ধ-মৃগ অধো-ভদ্র মন্দ' জাতীয় সঙ্কীর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে,—যে সকল মাতঙ্গের শুণ্ড, দন্ত, চক্ষুঃ ও কুম্ভ 'মৃগ' জাতীয় মাতঙ্গের ন্যায় এবং অপরাপর অবয়ব 'ভদ্র' ও 'মন্দ' জাতীয় বারণগণের সুসদৃশ, উহারা নিতান্ত নিকৃষ্ট মাতঙ্গ মধ্যে গণ্য; কারণ যে সকল মাতঙ্গের আকৃতি, প্রকৃতি ও শক্তি মৃগের অনুরূপ সেই সকল শক্তি ও সদ্‌গুণবিহীন মাতঙ্গকে অধম বলিয়া জানিবে।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদে মহাপ্রবচনে মহারোগস্থানে গজলক্ষণ নির্ণয় নামক সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর ব্রহ্মাদির অংশে উৎপন্ন মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের গৌর-বর্ণ রম্যদেহ, সংযুক্ত বিন্দুসমূহ দ্বারা ভূষিত, নেত্র প্রান্তদ্বয় লোহিতবর্ণ, দন্তদ্বয় স্নিগ্ধ ও দৃঢ়, সেই সকল মাতঙ্গ ব্রহ্মাংশ সমুৎপন্ন। উহারা স্বীয় প্রভু নরপতিদিগের বিজয় ও আরোগ্যবর্দ্ধনকারী ; এই নিমিত্ত সমধিক যত্ন পাইবার যোগ্য। ভগবান্ ব্যাসদেব, ব্রহ্মাংশ সম্ভূত মাতঙ্গের এই প্রকার লক্ষণ বলিয়াছেন।

অনন্তর প্রজাপতির অংশে উৎপন্ন বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের কক্ষাভাগ এবং কণ্ঠদেশ সমান, ভুজমূল স্থূল, মুখমণ্ডলে রক্ত পদ্মের কান্তি এবং দেহ, যুগ্ম রোমে শোভিত, উহারা প্রাজাপত্যাংশ-সম্ভূত এবং প্রজা বৃদ্ধিকর মাতঙ্গ। বৎসরের মধ্যে বহুকালই উহাদের দেহ হইতে মদস্রাব হইয়া থাকে এবং উহারা মেঘের ডাকে হর্ষ অনুভব করে।

অনন্তর ইন্দ্রাংশ জাত বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের শরীরে বহু বিন্দু বা রেখাময় স্বস্তিক, পদ্ম ও নন্দ্যাবর্ত্ত চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং যাহাদের নেত্রপ্রান্ত রক্তোৎপল-সদৃশ, উহারা ইন্দ্রাংশ সম্ভূত মাতঙ্গ।

অনন্তর ধনদাংশ-সম্ভূত বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের বর্ণ আমলকী ফলের ন্যায় হরিদ্রাভ, নেত্রদ্বয় ও দশনদ্বয় কুস্কুমকান্তি এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বা তাম্রাভ, তাহারা ধনদ বা কুবেরের অংশে উৎপন্ন মাতঙ্গ। উহারা প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতির বিজয় ও সম্পদ আনয়ন করিয়া স্বীয় প্রভুকে প্রদান করে। উহারা সকল প্রকার মাতঙ্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, স্বীয় প্রভু নরপতির ধনসম্পদ বৃদ্ধিকারী, এই নিমিত্ত একান্ত আদৃত হইয়া থাকে।

অনন্তর বরুণাংশে উৎপন্ন বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের কৃষ্ণবর্ণ দেহ হইতে তরল ঘৃত সদৃশ মদস্রাব হয়, তাহাদিগের মস্তকে উপবেশন অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। উহাদের গর্জ্জন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর। বরুণাংশে উৎপন্ন বারণগণ প্রভূত মদস্রাবী ও স্বীয় প্রভুর বিজয়প্রদ হইয়া থাকে।

অনন্তর চন্দ্রাংশ-সম্ভূত বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের কণ্ঠ ত্রিবলী-মণ্ডিত, নয়নদ্বয় মধুর ন্যায় পিঙ্গলাভ, দন্তদ্বয়ে কেতকী-কুসুম-কান্তি, পাণ্ডুবর্ণ দেহ, তরুণ রক্ত পল্লব সদৃশ স্থূল বিন্দু-পরিশোভিত ; উহারা শশাঙ্কাংশে উৎপন্ন মাতঙ্গ। উহারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় প্রভু নরপতির বিজয়প্রদ হইয়া থাকে।

অনন্তর অগ্ন্যংশে উৎপন্ন বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের লোমাবলী অগ্নি-শিখা সদৃশ উজ্জ্বল রক্তাভ এবং অক্ষিযুগল, তালু ও পুষ্কর পিঙ্গলবর্ণ, তাহারা অগ্ন্যংশে উদ্ভূত মাতঙ্গ। উহারা যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ বহ্নির ন্যায় শত্রু সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করিয়া থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্করপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া শত্রু সৈন্যের ভয়প্রদ হয়।

অনন্তর বিষ্ণু অংশে উৎপন্ন বারণগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের শুণ্ড, দন্তদ্বয়ের মধ্য ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাম্রবর্ণপুষ্কর বা অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া আসে এবং অঙ্গুলি সকল সুপ্রমাণ ও আয়ত, নিঃশ্বাস সমূহ দীর্ঘ ও সদ্‌গন্ধ যুক্ত অম্বুকণবাহী ; বলি বা ত্বক্ তরঙ্গবিহীন দেহ, একান্ত দৃঢ়-সংবদ্ধ, মৃদু ও সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ লোমে আবৃত ; দেহকান্তি রক্ত পদ্মের বিমল কান্তির ন্যায় অতি মনোহর ; সুদৃঢ় দন্তদ্বয়, স্বর্ণকেতককুসুমের ন্যায় সুন্দর কান্তিযুক্ত ও বর্ত্তুল, প্রান্তদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ত ; বর্ত্তুল, কুম্ভদ্বয় সাতিশয় প্রিয়দর্শন ; সুন্দর ওষ্ঠ দীর্ঘ ও লোমযুক্ত এবং উহা হইতে সতত মদস্রাব হয় ; মুখমণ্ডল সাতিশয় প্রিয়দর্শন ; সুগঠিত নেত্রদ্বয়, কুসুম সদৃশ, পাটলবর্ণ ও প্রান্ত লোহিত, বলিশোভিত, কোমল, বিস্তীর্ণ শিরা ও ছেদবিহীন কর্ণদ্বয়ের আঘাতে দুন্দুভির ন্যায় ধ্বনি হইয়া থাকে। বিপুল পৃষ্ঠদেশ সমতল, গলদেশ ঋজু ও খর্ব্ব, সুগঠিত মাংসল বাহুদ্বয়, দীর্ঘ, ঋজু ও ক্রমক্ষীণ ; চরণ নখ সকল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ; বক্ষঃস্থল বিশাল ও সুগঠিত ; উদর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, পুংচিহ্ন এবং কুচদ্বয় খর্ব্ব ও প্রশান্ত, জঘনদেশ বরাহের জঘনদেশের ন্যায় রম্য ; পৃষ্ঠবংশ সজ্য ধনুর ন্যায় বক্র ; লাঙ্গুল দীর্ঘ ও রম্য ; রমণীয় দেহ, শঙ্খ, চক্র, গদাকৃতি বিন্দু সমূহে বা বলিদ্বারা শোভিত ; সেই সকল মাতঙ্গ বিষ্ণু অংশে উৎপন্ন। উহারা নরপতিগণের একান্ত আদরণীয় এবং সকল কার্য্যে সফলতা প্রদ হইয়া থাকে।

অনন্তর যজ্ঞার্হ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—হে নরনাথ, যে সকল মাতঙ্গের অঙ্গুলী সমূহ দীর্ঘ, কর্ণ ঘন সন্নিবিষ্ট ; মুখমণ্ডল আয়ত, বর্ণ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় সুনীল, সেই সকল নিঃশক্তি মাতঙ্গ যজ্ঞার্হ এবং কেবল নরপতিগণেরই যোগ্য।

অনন্তর সাংগ্রামিক মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের ধমনীতে অধিকতর রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যাহারা শতবর্ষকাল জীবিত থাকে, তাহারা সাংগ্রামিক বারণ নামে কথিত হইয়া থাকে। উহারা স্বীয় প্রভুর ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে।

অনন্তর বর্ণগজ লক্ষণ কথিত হইতেছে,—হে নরেশ্বর, তিন প্রকার মাতঙ্গ শুদ্ধবর্ণ বিশিষ্ট, তিন প্রকার মিশ্রবর্ণ বিশিষ্ট এবং অপর তিন প্রকার মাতঙ্গ 'অন্তর্বর্ণ' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ এই তিন প্রকার মাতঙ্গই শুদ্ধ বা অমিশ্র বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া গজশাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন।

অনন্তর শ্বেতরূপ শুদ্ধবর্ণবিশিষ্ট মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—কফপ্রধান দেহ বিশিষ্ট বারণগণ শ্বেতবর্ণ এবং উহাদের কর্ণ, লোম ও নখ অন্তর্ব্বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই শ্বেতরূপ শুদ্ধবর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ।

অনন্তর রক্তরূপ শুদ্ধবর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—পিত্তপ্রধান দেহবিশিষ্ট বারণগণের শরীরের বর্ণ রক্তাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর কৃষ্ণরূপ শুদ্ধবর্ণ মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—বায়ুপ্রধান শরীর বিশিষ্ট বারণগণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, ইহাই মাতঙ্গশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মত। গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে,

বারণগণ, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও ধবল এই চারি প্রকার হইয়া থাকে; তন্মধ্যে বায়ুপ্রধান দেহ বিশিষ্ট বারণগণ কৃষ্ণবর্ণ, কফপ্রধান দেহ বিশিষ্ট মাতঙ্গগণ শ্বেতবর্ণ এবং পিত্তপ্রাধান্য বশতঃ মাতঙ্গগণ রক্তবর্ণও পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

অনন্তর মিশ্রবর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—হে নরেশ্বর, শ্বেতকৃষ্ণ, শ্বেতরক্ত এবং কৃষ্ণরক্ত এই তিন প্রকার মিশ্রবর্ণ মাতঙ্গই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। উহারা কফ, বাত ও পিত্ত প্রভৃতি শারীরিক উপাদানের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্মিলন বা মিশ্রণবশতঃ জন্মাবধি এই প্রকার বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর গজনেত্র-বর্ণ লক্ষণ কথিত হইতেছে; — যে সকল মাতঙ্গের চক্ষুর অভ্যন্তরের বর্ণ মধুর বর্ণের ন্যায়, ঘৃত বিন্দুর বর্ণের ন্যায়, গো-দন্ত মণি বা হরিতাল বিশেষের বর্ণের তুল্য, প্রাতঃ-সূর্য্যের বর্ণের সদৃশ, কিংবা জ্বলন্ত অগ্নির বর্ণের অনুরূপ, উহারাই বারণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং স্বীয় প্রভুর বিজয়-প্রদ হইয়া থাকে।

অতঃপর অন্তর্বর্ণ-গজ-লক্ষণ কথিত হইতেছে;—হে নরনাথ, অন্তর্বর্ণ মাতঙ্গগণ প্রায়শঃ তিন প্রকার দৃষ্ট হয়,—অন্তঃশ্বেত বহির্লোহিত, অন্তঃপাণ্ডুর বহিঃকৃষ্ণ এবং অন্তর্লোহিত বহিঃকৃষ্ণ। স্বীয় নাম দ্বারাই উহাদের আকৃতি সুব্যক্ত হইতেছে। গ্রন্থান্তরে আরও দুই প্রকার অন্তর্বর্ণ মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত আছে;—উহাদের মধ্যে এক প্রকার 'শ্বেত-পীত' এবং অন্য প্রকার 'রক্ত-পীত'। গ্রন্থান্তরে কথিত আছে;—মিশ্রবর্ণ মাতঙ্গগণ শ্বেত বর্ণ, কুঙ্কুম-বর্ণ, পদ্মবর্ণ, রক্ত-বর্ণ এবং কজ্জলের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এই পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে; সুতরাং 'কুঙ্কুম-বর্ণ' মাতঙ্গগণ মিশ্রবর্ণ মাতঙ্গ মধ্যে গণনীয়।

পালকাপ্য ঋষির মতে শঙ্খ-বৈদূর্য্য-মণি বা প্রবাল, বিদ্যুৎ-মেঘ-ইন্দ্রনীল মণি, হরিতাল অতি উজ্জ্বল রক্ত এবং কুশপুঞ্জ সদৃশ বর্ণযুক্ত মাতঙ্গগণ ভূতলে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কেবল দ্যুলোকস্থিত মাতঙ্গগণই ঐ সকল বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর মাতঙ্গগণের বিভিন্ন প্রকার দেহ-কান্তি দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ কথিত হইতেছে;—হে নরনাথ, ইতস্ততঃ দৃশ্যমান মাতঙ্গগণের দেহকান্তি পার্থিবী ঔদকী, আগ্নেয়ী, বায়ব্যা এবং নাভসী এই পাঁচ প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, তন্মধ্যে পার্থিবী ঔদকী এবং আগ্নেয়ী এই ত্রিবিধ দেহকান্তি মাতঙ্গগণের শুভ লক্ষণ এবং বায়ব্যা ও নাভসী এই দুই প্রকার দেহকান্তি নিন্দিতা।

যে সকল মাতঙ্গ-দেহ-কান্তি বিবিধ বর্ণে মিশ্রিত হইয়াও গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ তাহা পার্থিবী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐরূপ দেহকান্তিযুক্ত বারণগণ স্বীয় প্রভুর রাজ্যলাভের কারণ হইয়া থাকে।

যে মাতঙ্গ-দেহকান্তি স্নিগ্ধ নীলাম্বুদ সদৃশী, তাহাকে 'ঔদকী' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ঐরূপ দেহকান্তিযুক্ত বারণগণ স্বীয় প্রভুর যশঃপ্রদ হইয়া থাকে।

যে সকল মাতঙ্গ-দেহ-কান্তি, ইন্দ্রগোপকীট, প্রাতঃসূর্য্য কিংবা পদ্মকিঞ্জল্ক সদৃশ, তাহাদিগকে 'আগ্নেয়ী' কান্তি বলা যায়। ঐরূপ দেহকান্তিযুক্ত বারণগণ স্বীয় প্রভুর ধনবৃদ্ধিকারী হইয়া থাকে।

যে মাতঙ্গদেহকান্তি, ভস্মের ন্যায় কর্কশ ও প্রভা-বিহীন তাহাকে বায়ব্যকান্তি বলে। ঐ প্রকার কান্তিযুক্ত বারণগণ স্বীয় প্রভুর দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

যে মাতঙ্গ-দেহ-কান্তি ক্ষীণ এবং রুক্ষ তাহাকে 'নাভসী' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ঐ প্রকার দেহকান্তিযুক্ত মাতঙ্গগণ স্বীয় প্রভুর দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে।

হে নরনাথ, অনন্তর মাতঙ্গগণের শুভাশুভ গন্ধ কথিত হইতেছে,—যে সকল মাতঙ্গের স্বেদে মদে, মূত্রে এবং বমনে, শ্বেতবীরণ, ঘৃত, লাজ (খৈ) পদ্ম, জাতি ও পাটল কুসুমের গন্ধের ন্যায় সুগন্ধ পাওয়া যায়, তাহারা স্বীয় প্রভুর শুভপ্রদ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল মাতঙ্গের স্বেদাদিতে নানাপ্রকার কদর্য্য গন্ধ থাকে তাহারা স্বীয় প্রভুর অমঙ্গলকারী হয়।

হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণ, বিভিন্ন প্রকার গন্ধ দ্বারা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দানব ও দৈব এই চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে যে সকল মাতঙ্গের স্বেদাদির গন্ধ মৎস্যের বা সুরার গন্ধের তুল্য, তাহারা 'গন্ধর্ব্ব' জাতীয় মাতঙ্গ বলিয়া জানিবে।

যে সকল মাতঙ্গের স্বেদাদির গন্ধ অশোক কিংবা মালতী কুসুমের গন্ধের অনুরূপ, তাহারা 'যক্ষ' জাতীয় মাতঙ্গ।

যে সকল মাতঙ্গের স্বেদাদির গন্ধ সিন্ধুবার কিংবা অগুরু-বৃক্ষের গন্ধের সুসদৃশ, তাহারা 'দানব' জাতীয় মাতঙ্গ।

যে সকল মাতঙ্গের ঘর্ম্মাদির গন্ধ, পদ্ম, পীতঝিণ্টী শুঁধিনাল কিংবা সপ্তচ্ছদ (ছাতিয়ান্) কুসুমের গন্ধের ন্যায়, তাহাদিগকে দেব জাতীয় মাতঙ্গ বলিয়া জানিবে।

অনন্তর মাতঙ্গগণের সত্ত্ব পরীক্ষার প্রকার কথিত হইতেছে; —সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বৃহৎ আকৃতি অধিকতর প্রশংসনীয়, বৃহৎ আকৃতি অপেক্ষা বল অধিকতর প্রশংসনীয় এবং বল অপেক্ষাও সত্ত্ব সমধিক আদরণীয়; তন্নিমিত্ত সকল মাতঙ্গেরই সত্ত্ব পরীক্ষিত হওয়া উচিত। বিমল স্ফটিক সদৃশ উজ্জ্বল 'সত্ত্ব' প্রাণিগণের হৃদয় প্রদেশে বিদ্যমান থাকে। তন্নিমিত্ত সত্ত্ব-জ্ঞান একান্ত দুঃসাধ্য, সুতরাং কৌশলে তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। যে মাতঙ্গ অষ্টাদশ-সহস্র পল পরিমিত সুবর্ণ, রজত ও তাম্র পৃষ্ঠে লইয়া অক্লান্তভাবে দশযোজন পথ অপরাপর বারণগণের সহিত সবেগে গমন করিতে পারে, সে উত্তম সত্ত্বশালী মাতঙ্গ মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে। যে মাতঙ্গ, চতুর্দ্দশপল-পরিমিত সুবর্ণাদি দ্রব্য লইয়া অন্যান্য মাতঙ্গগণের সহিত অক্লান্ত ভাবে সপ্ত যোজন পথ গমন করিতে পারে তাহাকে মধ্যম সত্ত্ব সম্পন্ন মাতঙ্গ বলা যায়। পক্ষান্তরে যে, দশ সহস্র-পল-পরিমিত সুবর্ণ রজত ও অস্ত্র পৃষ্ঠে লইয়া অপরাপর মাতঙ্গগণের সহিত কোন প্রকারে গমন করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে 'হীনবল' সম্পন্ন মাতঙ্গ বলে।

প্রকারান্তরেও মাতঙ্গগণের সত্ত্বপরীক্ষা প্রচলিত ছিল;—একটী প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রস্তর কিংবা ইষ্টক দ্বারা বাণ-পাত দ্বয় পরিমিত দীর্ঘ এবং তদনুরূপ প্রস্থ ভূ-ভাগ দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করাইয়া তন্মধ্যস্থলে, চতুর্দ্দশ হস্ত দীর্ঘ, অষ্টহস্ত প্রস্থ এবং ত্রিহস্ত উচ্চ একটি বেদী নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। পরে শুভদিনে পরস্পর স্পর্দ্ধাযুক্ত এবং কঙ্কল মণ্ডিত দুইটী মাতঙ্গকে সেই বেদীর

উপয় পার্শ্বে উপস্থাপিত করিয়া—'হে ভূতেশ, হে বিঘ্ননাথ, হে গণাধিপ, এই মাতঙ্গ দ্বয়ের সত্ত্ব সন্দেহের নিরাকরণ হউক' এই মন্ত্রপূত জলদ্বারা উল্লিখিত মাতঙ্গদ্বয়কে প্রোক্ষণ করিতে হইত। অনন্তর ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইলে বংশদণ্ড বা দারুময়দণ্ড দ্বারা, পরস্পর সম্মুখীন মাতঙ্গদ্বয়ের দন্তে সবলে আঘাত করিতে এবং দুই একটী হস্তিনী দ্বারা তখন আঘাত করাইয়া এইরূপ উত্তেজিতে করিতে হইত যে উহারা সেই সকল আঘাতজনিত বেদনা আগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং তাহাকে প্রতিঘাত করে। যে মাতঙ্গ পলায়ন না করিয়া এইরূপ করিতে পারিত তাহাকে 'সত্ত্ববান্' মাতঙ্গ বলিয়া স্থির করা হইত।

হে নরনাথ, মানবগণ যেমন গুণভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়, মাতঙ্গগণও তেমনই প্রকৃতিভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক হইয়া থাকে। যে মাতঙ্গ, সতত প্রফুল্ল, তেজস্বী, কোপন-স্বভাব, সাহসী, প্রতাপশালী এবং ক্রীড়াকালে হর্ষপ্রদর্শন করে, তাহাকে 'সাত্ত্বিক' মাতঙ্গ বলে। মাতঙ্গগণের মধ্যে উহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহাদের আর একটী স্বভাব এই যে উহারা উপকারীর কৃত উপকার কখনও বিস্মৃত হয় না।

যে সকল মাতঙ্গ সতত হস্তিনী লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল এবং তাহার অপ্রাপ্তিতে নিতান্ত দুঃখিত, আশাবান্, দুর্ব্বল, ক্রূর এবং উত্থান-বেদী, তাহারা 'রাজসিক' মাতঙ্গ নামে আখ্যাত হয়। উহাদের গতি নিতান্ত কদর্য্য এবং স্মৃতি-শক্তি একান্ত দুর্ব্বল।

যে সকল মাতঙ্গ, নিদ্রালু অর্থাৎ উদ্যম উৎসাহ বিহীন, সংজ্ঞাহীন প্রাণীর ন্যায় জড়প্রায়, কখনও ক্রীড়াদি করিতে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয় না এবং যাহাদিগকে অতি কষ্টে কোনও বিষয় শিক্ষাপ্রদান করা যায়, তাহাদিগকে 'তামস' মাতঙ্গ বলে।

হে নরনাথ, পূর্ব্বকালে যখন সৌম্যমূর্ত্তি দিঙ্মাতঙ্গগণ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিল, তখন রমণীয় কান্তি দেবকন্যা, যক্ষ-কন্যা, গন্ধর্ব্ব-কন্যা, নাগকন্যা, রাক্ষসকন্যা ও পিশাচ-কন্যাগণ তাহাদিগের সহিত সংগত হইয়াছিল। সেই মিলনের ফলে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা প্রসূতির প্রভেদবশতঃ 'দেবসত্ত্ব' 'যক্ষ-সত্ত্ব' * 'গন্ধর্ব্বসত্ত্ব' 'নাগসত্ত্ব' 'রাক্ষসসত্ত্ব' ও 'পিশাচসত্ত্ব' এই ছয় প্রকার দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে সকল মাতঙ্গ অত্যন্ত প্রিয়দর্শন এবং যাহাদের বদনমণ্ডল সতত প্রফুল্ল, দেহে কুমুদ, চন্দন, সপ্তপর্ণ (ছাতিয়াণ্) মৃগ, পদ্ম এবং আরগ্বধ বৃক্ষের গন্ধের ন্যায় গন্ধ বিদ্যমান থাকে, যাহারা আত্মসম্মানজ্ঞানবিশিষ্ট, যাহাদের শুণ্ড সুন্দর এবং যাহারা সরলমতি করভগণের সহিত সতত ক্রীড়া করিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে 'দেবসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। ভগবান্ বেদব্যাসের মতে যে সকল মাতঙ্গ নীরোগ, অচঞ্চল ও পরাক্রমশালী এবং যাহাদের দেহ, বলি বা বক্রতরঙ্গবিহীন,সেই সকল সতত প্রফুল্ল মাতঙ্গকেই 'দেবসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলা হইয়াছে। উহারা স্বীয় প্রভুর অভিষেক ও পূজার যোগ্য এবং সকল কার্য্যে সফলতা প্রদানকারী হইয়া থাকে।

অনন্তর 'গন্ধর্ব্বসত্ত্ব' মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের গন্ধ

* মূল গ্রন্থে 'যক্ষ সত্ত্ব' মাতঙ্গের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। সম্ভবতঃ প্রতিলিপি প্রমাদবশতঃই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

যূথিকা, পদ্ম, পুন্নাগ কুসুম কিংবা চন্দন-গন্ধ-তুল্য, যে সকল মাতঙ্গ শ্রুতিমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে ভালবাসে, যাহাদের গতি মনোহর এবং যাহাদের দশন-যুগল, নেত্র-দ্বয়, কুম্ভ, মস্তক, শুণ্ডাগ্রভাগ ও বাহুসন্ধি-সুন্দর, তাহারা 'গন্ধর্ব্ব-সত্ত্ব' মাতঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে।

ভগবান্ বেদব্যাসের মতে, 'গন্ধর্ব্বসত্ত্ব' মাতঙ্গগণ মেধাবী, নিপুণ, ক্রিয়াদক্ষ, কামুক, চঞ্চল এবং স্বীয় শুণ্ডাবলোকনকারী হইয়া থাকে, উহারা সকল কার্য্যেই প্রশস্ত। 'দেবসত্ত্ব' এবং 'গন্ধর্ব্বসত্ত্ব' এই দ্বিবিধ মাতঙ্গই নরপতিগণের আরোহণে শুভ।

অনন্তর 'নাগসত্ত্ব' মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের গন্ধ, ভস্ম, শৈবাল, কর্দ্দম, সুরা কিংবা অন্নের গন্ধের তুল্য এবং যাহারা সুপরিচিত মেঘ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও সন্ত্রস্ত হয়; যাহারা নিরন্তর ক্রুদ্ধ থাকে এবং ধূলি ও সলিল দ্বারা ক্রীড়া করিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে 'নাগসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। ব্যাসোক্ত গ্রন্থে, ক্রূর, বিশ্বাসঘাতক, কুটিলগতিবিশিষ্ট মাতঙ্গকেই 'নাগ-সত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। উহারা মদমত্ত অবস্থায় পর্য্যাপ্ত আহার গ্রহণ করে না।

অনন্তর 'পিশাচসত্ত্ব' মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের গন্ধ রক্ত কিংবা পর্য্যুষিত শবগন্ধের তুল্য, যাহারা নির্জ্জন স্থানে অবস্থান এবং গভীর রাত্রিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে ভালবাসে, যাহাদের শব্দ, মেঘধ্বনির অনুরূপ, যাহারা সতত ক্রুদ্ধ থাকে এবং অনেক সময়ে ক্লান্তি অনুভব করে; সেই মূঢ়স্বভাব মাতঙ্গগণকে 'পিশাচসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। ভগবান্ বেদব্যাসের মতে, রজোগুণবহুল পিত্তপ্রধান স্থূল দেহবিশিষ্ট, সর্ব্বদা উন্মার্গগামী, একান্ত সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি বিহীন, এবং কার্য্যকালে উন্মত্তবৎ মাতঙ্গকে 'পিশাচসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে।

অনন্তর 'রাক্ষসসত্ত্ব' মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের স্বাভাবিক পূতিগন্ধ, কাক, বানর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র কিংবা বিড়ালের মল ও মূত্রের গন্ধের ন্যায়, যাহারা নিরন্তর নিষ্ঠুর কার্য্যে রত, মাংস ও রুধিরপ্রিয়, কৃতঘ্ন, প্রতিকূলাচরণকারী এবং সময়ে সময়ে নম্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদিগকে 'রাক্ষসসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। ভগবান্ বেদব্যাসোক্ত গ্রন্থে—যে সকল মাতঙ্গ, রাত্রিকালে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করে এবং যাহারা মনুষ্যবধে অভ্যস্ত, তাহাদিগকে 'রাক্ষসসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। উহারা যেমন বলবান্ তেমনই বেগবান্ হইয়া থাকে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে 'নাগ-সত্ত্ব' ও 'রাক্ষস-সত্ত্ব' এই দ্বিবিধ মাতঙ্গই তামস বা তমোগুণবহুল হইয়া থাকে। যাহাদের দেহ, তমোগুণবহুল, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ; সুতরাং 'রাক্ষস-সত্ত্ব' মাতঙ্গগণ নিদ্রালু, চঞ্চল ও বাতপ্রধান দেহ হইয়া থাকে। 'পিশাচ-সত্ত্ব' ও 'রাক্ষস-সত্ত্ব' এই উভয়বিধ মাতঙ্গ, নরহত্যা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য।

এতদ্ভিন্ন 'ব্রাহ্মণ-সত্ত্ব' (*) 'ক্ষত্রিয়সত্ত্ব' 'বৈশ্যসত্ত্ব' ও 'শূদ্রসত্ত্ব', এই চতুর্ব্বিধ মাতঙ্গও দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে সকল মাতঙ্গ, সতত পবিত্র অবস্থায় থাকিতে ভালবাসে, যাহাদের দেহে, মধু, দুগ্ধ, পরমান্ন, ঘৃত কিংবা সুগন্ধি আম্রমুকুলের গন্ধের ন্যায় সুরম্য গন্ধ বিদ্যমান থাকে; যাহারা শান্ত শান্তিপ্রিয়,

* বিপ্রঃ শুচি-র্মধুপয়ঃ পরমান্ন-সর্পিশ্চূত-প্রসূনসামগন্ধি-সুগন্ধিতাঙ্গঃ।
সাম-প্রিয়ঃ সকল নাগহিতঃ সুশান্তঃ স্নানপ্রিয়ঃ সুভগতির্গদিতো মুনীন্দ্রৈঃ।

স্নাননিরত অপরাপর সকল হস্তীর হিতকারী এবং উত্তম গতিসম্পন্ন; তাহারা মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক 'ব্রাহ্মণসত্ত্ব' মাতঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বেদব্যাসের মতে, যে সকল মাতঙ্গ নিরন্তর জলাবগাহনপ্রিয়, কোপন-স্বভাব, একান্ত কাতর এবং ভোজনাসক্ত, তাহাদিগকে 'ব্রাহ্মণসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলা হইয়াছে।

অনন্তর 'ক্ষত্রিয় সত্ত্ব' মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে; —যে সকল মাতঙ্গের দেহে, শ্বেত চন্দন পদ্ম, হরিতাল, মনঃশিলা বা মনছাল কিংবা গুগ্‌গুলের গন্ধের ন্যায় গন্ধ বিদ্যমান থাকে, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভয় এবং বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাকে, যাহাদের পৃষ্ঠদেশে আসন বন্ধন অক্লেশকর, তাহাদিগকে 'ক্ষত্রিয়সত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। ভগবান্ বেদব্যাসের মতে;—যে সকল মাতঙ্গ শান্ত, পরাক্রমশালী, সদা উৎসাহী, বলবান্ সাহসী, যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলিত এবং যুদ্ধকার্য্যে নিপুণ, তাহারাই 'ক্ষত্রিয়-সত্ত্ব' মাতঙ্গ।

অনন্তর 'বৈশ্য সত্ত্ব' মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের দেহের গন্ধ, বন্ধূককুসুম, শালিধান্য, তিল, কেতকী পুষ্প কিংবা মালতী কুসুমের গন্ধের সুসদৃশ, যাহাদের তালু ও জিহ্বা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, যাহারা পিশিত ভোজী, সান্ত্বনা প্রিয় ও ক্লেশ সহিষ্ণু এবং যাহারা ক্রুদ্ধ হইলেও অচিরে পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে 'বৈশ্য সত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। গ্রন্থান্তরে, কপটাচারী দুষ্টচেষ্ট, কার্য্যপটু, বিকলস্বরবিশিষ্ট এবং যুদ্ধকালে ভীরু মাতঙ্গকে 'বৈশ্য সত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে।

অনন্তর 'শূদ্র সত্ত্ব' মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে; —যে সকল মাতঙ্গ অপরাপর মাতঙ্গের ভুক্তাবশিষ্ট আহার কিংবা শুষ্কান্ন গ্রহণ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করে, যাহারা অকস্মাৎ ভয় প্রাপ্ত হয়; যাহাদের দেহের গন্ধ, কর্কট বা কাকড়ার দেহের গন্ধের সদৃশ, যাহারা কখনও কোপন-স্বভাব এবং সময়ে দীনভাবাপন্ন হয়, সেই সকল কৃতঘ্ন মাতঙ্গকে 'শূদ্রসত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে। গ্রন্থান্তরে 'শূদ্র সত্ত্ব' মাতঙ্গের লক্ষণ এইরূপ কথিত আছে যে;—যে সকল মাতঙ্গ কেবল দণ্ডদ্বারা বশীভূত হয়, যাহারা নীচ-স্বভাব, নির্ব্বোধ ও কদর্য্য আহারগ্রহণে অভ্যস্ত; যাহারা বলশালী হইয়াও যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ, সেই সকল মাতঙ্গকে 'শূদ্র সত্ত্ব' মাতঙ্গ বলে।

'ক্ষত্রিয় সত্ত্ব' মাতঙ্গগণ, যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য, 'বৈশ্যসত্ত্ব' বারণগণ চিকিৎসা ব্যাপারে বাহনরূপে ব্যবহার্য্য এবং 'শূদ্র সত্ত্ব' মাতঙ্গগণ ভাণ্ডাদি বহনরূপ সেবা-বৃত্তিতে ক্লেশসহ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনন্তর মাতঙ্গগণের শুভাশুভ স্বরের লক্ষণ কথিত হইতেছে; —যে সকল মাতঙ্গের স্বর, শঙ্খ, মেঘ, রাজহংস, দুন্দুভি, ব্যাঘ্র, সিংহ কিংবা বৃষের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ, তাহারা সমধিক আদৃত হইয়া থাকে।

মাতঙ্গগণের ধ্বনি সাধারণতঃ 'বৃংহিত' 'গর্জ্জিত' ও ফেণায়িত' এই ত্রিবিধ, আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে তালু হইতে উৎপন্ন স্বরকে 'বৃংহিত' কণ্ঠ হইতে উদ্ভূত স্বরকে 'গর্জ্জিত' এবং জিহ্বামূল হইতে জাত স্বরকে 'ফেণায়িত' বলে।

গ্রন্থান্তরে, গণ্ড, শির, কণ্ঠ, জিহ্বা, শুণ্ড, বক্ষঃস্থল, শ্রবণযুগল বিশেষতঃ তালু হইতে উৎপন্ন শব্দকে 'বৃংহিত' আখ্যা প্রদান করা হয়াছে। বারণগণের কণ্ঠদেশজাত শঙ্খধ্বনি সদৃশ শব্দকে কিংবা হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্ভূত মেঘধ্বনি সদৃশ রবকে অথবা জিহ্বা ও কর্ণ সমুৎপন্ন হংসরব সদৃশ ধ্বনিকে 'গর্জ্জিত' বলে। উহাদের গণ্ডদেশ হইতে উৎপন্ন ব্যাঘ্রস্বর-সদৃশ 'রব'কে 'উৎক্রোশ' এই অন্বর্থ নাম প্রদান করা হইয়াছে। মস্তক ও শুণ্ড হইতে উৎপন্ন সিংহ অথবা বৃষের অনুরূপ শব্দ 'নিনদ' নামে অভিহিত হয়।

যে সকল মাতঙ্গের কণ্ঠস্বর, কুক্কুর, কাক, শৃগাল, বরাহ কিংবা বানরগণের সুসদৃশ, তাহারা কখনও স্বীয় প্রভুর শুভফলপ্রদ হয় না।

গ্রন্থান্তরে ;—যে সকল মাতঙ্গের শুণ্ড হইতে মৃদঙ্গের রব, কর্ণযুগল হইতে দুন্দুভিধ্বনি এবং মুখ বিবর হইতে ভেক-ধ্বনি নির্গত হয়, সেই সকল মাতঙ্গ শুভস্বরবিশিষ্ট মাতঙ্গ বলিয় আখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর মাতঙ্গগণের শুভাশুভ গতির লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—যে সকল মাতঙ্গের গতি, মল্ল, শুক, শার্দ্দূল কিংবা বৃষের তুল্য অবিষম, তুল্য পাদ বিক্ষেপ বা তুল্য অঙ্গ সঞ্চালন নিষ্পন্ন তাহারা শুভগতিসম্পন্ন মাতঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শুভ লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব কিংবা বারণগণের গতি কখনও মন্থর কখনও বা দ্রুত হয় না অথচ সত্বর পদক্ষেপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার ফলে আরোহীর বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বোধ হয় না। ফলতঃ যে সকল বারণের গতি, মত্ত কিংবা নিরতিশয় আনন্দিত অবস্থাতে ও একরূপ থাকে, তাহারাই স্বীয় প্রভুর শুভফলপ্রদ হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যে সকল মাতঙ্গের গতি, বৃক, কাকলাস, গর্দ্দভ কিংবা নকুলগণের অনুরূপ, তাহারা দুষ্টগতি সম্পন্ন মাতঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে। যে সকল মাতঙ্গের পৃষ্ঠে দীর্ঘ কেশ থাকা নিবন্ধন আসন সঞ্চালিত ও বিকৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে 'বিষমাসন' বা 'বিকটাসন' মাতঙ্গ বলে অথবা সাদি পুনঃ পুনঃ আঘাত করা সত্ত্বেও যে সকল মাতঙ্গের গতি মন্থর থাকে, অথবা যাহাদের গমন সময়ে পৃষ্ঠদেশস্থিত আসন আন্দোলিত হয়, সেই সকল মাতঙ্গগণ গজশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের মতে বিগর্হিত-গতি মাতঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে সকল মাতঙ্গ, গমনকালে পথি পার্শ্বস্থিত বল্মীকাদি উচ্চতর ভূমিতে উৎপন্ন তরু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি দলন করিতে স্বেচ্ছায় উৎফুল্ল-নয়নে মস্তক উন্নত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হয়, কিংবা যে সকল মাতঙ্গ কক্ষ্যা বন্ধনকালে স্বীয় শরীর পুনঃ পুনঃ কম্পিত করিতে বা উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে থাকে অথবা স্বীয় শুণ্ড দ্বারা বাম দন্ত বা দক্ষিণ দন্ত বেষ্টন করিতে থাকে, তাহাদিগকে অশুভ লক্ষণযুক্ত মাতঙ্গ বলে।

অনন্তর সর্ব্বদা ফলপ্রদ এবং শুভাশুভ ফলপ্রদ আবর্ত্ত বা বিন্দুময় চিহ্নের স্থান ও লক্ষণ কথিত হইতেছে ;—কর্ণমূল, শুণ্ডাগ্র, বক্ষঃস্থল, উভয় পার্শ্ব, উভয় ভুজমূল, রন্ধ্র ও উপরন্ধ্র, উভয় বাহু, লাঙ্গূল, লাঙ্গূল-মূল, গলদেশ এবং বজ্র-প্রান্ত, এই সকল শুভাবর্ত্ত স্থান। যে সকল মাতঙ্গের উল্লিখিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 'আবর্ত্ত' থাকে, তাহারা স্বীয় প্রভুর মঙ্গল, আরোগ্য এবং বিজয়প্রদ হয়।

শঙ্খ, পদ্ম, কলস, মৎস্য, সরাব, প্রাচীর, আদর্শ, বৃষভ, প্রদীপ, রাজপ্রাসাদ, দ্বার, বেদি, যূপ, শক্তি, পট্টিশ, ধনু, চামর, অঙ্কুশ এবং ছত্রাকৃতি চিহ্নই শুভ চিহ্ন ; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু কিংবা ত্বক্-তরঙ্গের সংযোগে মাতঙ্গদেহে উক্ত আবর্ত্ত সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে সকল মাতঙ্গের দক্ষিণভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত এবং বামভাগে বামাবর্ত্ত দৃষ্ট হয়, তাহারা সবিশেষ শুভফলপ্রদ এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত মাতঙ্গগণ অপেক্ষাকৃত অল্পফলপ্রদ হইয়া থাকে।

হে নরনাথ, যে সকল মাতঙ্গের শুভাবর্ত্ত-স্থান ব্যতীত অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে গণ্ডে, গলে, হৃদয়ে, চিবুকে, জননেন্দ্রিয়ে, কুক্ষিতে, ওষ্ঠের উপরিভাগে, নখে, মুষ্কে, জঙ্ঘায়, অঙ্গুলিতে, মস্তকে, মর্ম্মসন্ধিতে এবং উদরে আবর্ত্ত চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহারা অপ্রশস্ত মাতঙ্গ এবং স্বীয় প্রভুর কুল ও ধনক্ষয়কারী হইয়া থাকে।

অনন্তর হে নরেশ্বর, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা যে অশুভ আবর্ত্ত দোষ প্রশমিত হইয়া থাকে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ;—যে সকল মাতঙ্গের অঙ্গুলীসমূহ প্রশস্ত, তাহাদের শুণ্ডে, অশুভ আবর্ত্ত দোষ থাকিলেও তাহা শুভফলপ্রদ হইয়া থাকে। এইরূপ প্রশস্ত শুণ্ড, দন্তদোষ নিবারণ করিয়া থাকে ; প্রশস্ত দন্ত, মুখ-মণ্ডলস্থিত আবর্ত্ত দোষ বিদূরিত করে ; প্রশস্ত মুখ, নেত্রগত দোষ অপসারিত করে ; প্রশস্ত নেত্র, নখজাত দোষ নিবারক ; প্রশস্ত নখ, চিবুকস্থিত আবর্ত্তদোষ প্রশমনকারী, প্রশস্ত চিবুক, বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগস্থিত দোষ অপসারিত করে, প্রশস্ত উরু, দেহগত আবর্ত্ত দোষ নিবারণ করে ; দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ প্রশস্ত হইলে লাঙ্গূলের অশুভ আবর্ত্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে ; প্রশস্ত লাঙ্গূল, মুষ্কস্থিত আবর্ত্তদোষ নিবারক ; প্রশস্ত মুষ্ক, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্থিত দোষ নিবারণকারী হইয়া থাকে। ফলকথা যে মাতঙ্গের অঙ্গুলি সকল প্রশস্ত, সে সকল প্রকার অশুভ লক্ষণযুক্ত হইয়াও অন্তঃস্থ কিংবা বহিঃস্থ দোষ প্রমুক্ত থাকে ; পক্ষান্তরে দন্তদোষ থাকিলে মুখ-জাত শুভাবর্ত্ত লক্ষণ ও নিষ্ফল হইয়া থাকে।

অনন্তর গজ-মহাদোষ কথিত হইতেছে,—যে মাতঙ্গের তিনটী দন্ত থাকে কিংবা অধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, তাহারা স্বীয় প্রভুর অশুভ ফলপ্রদ হয়। এইরূপ মুষ্ক কিংবা চরণ চতুষ্টয়ের স্থূলতা, খাদ্য দ্রব্যে নিস্পৃহা কিংবা গর্ভিণীর ন্যায় সর্ব্বদা পরিস্রাব, হিংস্র স্বভাব, কপটাচার, পূর্ব্ববৈর স্মরণ, দেহের পূর্ব্বভাগের, পশ্চাৎভাগের কিংবা গণ্ডদ্বয়ের অস্বাভাবিক ক্ষীণতা, খলতা, লাঙ্গূলের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য কিংবা একান্ত খর্ব্বতা, কোশের স্থূলতা অথবা অত্যন্ত অল্পতা, শুণ্ডের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য কিংবা অস্বাভাবিক খর্ব্বতা, অঙ্গুলির আধিক্য কিংবা অল্পতা কর্ণ-যুগলের অস্বাভাবিক বিস্তার অথবা অস্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা, নাভির অস্বাভাবিক বৃহদ্‌ভাব কিংবা অস্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা, নাসিকার সমধিক বিশালতা অথবা অস্বাভাবিক খর্ব্বতা, মূকতা, বধিরতা, কান্তিহীনতা, কুব্জভাব, পিশাচ-ভাব, রোমকূপের অস্বাভাবিক গভীরতা, দীর্ঘ দীর্ঘ লোমাবলী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের ব্যাপ্তি, শরীরস্থিত লোমাবলীর অসমতা, চরণ চতুষ্টয়ের অস্বাভাবিক স্থূলতা, নেত্র-দ্বয়ের একান্ত কৃষ্ণবর্ণ কিংবা জননেন্দ্রিয়াদির অস্বাভাবিক বিকৃতি, এই সকল অশুভ লক্ষণ বারণ-

গণের 'মহাদোষ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সকল দোষযুক্ত বারণগণ স্বীয় প্রভুর প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়নের মতে এই সকল গজ মহাদোষ।

অনন্তর মাতঙ্গগণের পরিমাণ কথিত হইতেছে;—হে নরনাথ, 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গগণের দৈর্ঘ্য নয় হস্ত, উচ্চতা সপ্ত হস্ত এবং বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তি দশ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। এইরূপ 'মন্দ' জাতীয় বারণগণের দৈর্ঘ্য অষ্ট হস্ত, ঔন্নত্য ষট্‌হস্ত, হৃৎপিণ্ডের ব্যাপ্তি নয় হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে এবং 'মৃগ' জাতীয় বারণগণের দৈর্ঘ্য সপ্ত হস্ত, উচ্চতা পঞ্চ হস্ত এবং বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তি অষ্ট হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে।

অনন্তর 'অরাল' মাতঙ্গগণের লক্ষণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের দৈর্ঘ্য দশ অরত্নি * উচ্চতা অষ্ট অরত্নি এবং বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তি একাদশ অরত্নি তাহাদিগকে 'অরাল গজ' বলে। উহারা সকল কার্য্যেই গর্হিত। গ্রন্থান্তরে;—যে মাতঙ্গের দৈর্ঘ্য দশ হস্ত, উচ্চতা অষ্ট হস্ত এবং বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তি একাদশ হস্ত, তাহাকে 'অরাল' গজ বলে। সাধারণ—'অরাল' গজ প্রায়শঃ দৈর্ঘ্যে নয় অরত্নি, উচ্চতায় অষ্ট অরত্নি এবং বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তিতে একাদশ অরত্নি পরিমিত হইয়া থাকে।

যাহাদের দৈর্ঘ্য সপ্ত হস্ত, ঔন্নত্য পঞ্চ হস্ত এবং বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তি অষ্ট হস্ত মাত্র, তাহারা সঙ্কীর্ণ 'মৃগ' জাতীয় মাতঙ্গ। এইরূপ যাহাদের দৈর্ঘ্য অষ্ট হস্ত, উচ্চতা ষটহস্ত এবং বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তি নবহস্ত পরিমিত, তাহারা 'সঙ্কীর্ণ মন্দ' জাতীয় মাতঙ্গ এবং যাহাদের দৈর্ঘ্য, ঔন্নত্য ও ব্যাপ্তি প্রত্যেকে ইহাদিগের দৈর্ঘ্যাদি অপেক্ষা এক হস্ত মাত্র অধিক তাহারা 'সঙ্কীর্ণ ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গ মধ্যে গণনীয়। যাহাদের দৈর্ঘ্যাদি ইহাদের দৈর্ঘ্যাদি অপেক্ষা এক অরত্নি মাত্র অধিক, তাহারা 'অরাল গজ' আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং যাহাদের দৈর্ঘ্যাদি, এই অরাল গজের দৈর্ঘ্যাদি হইতে আরও এক অরত্নি অধিক, তাহারা 'অত্যরাল গজ' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। অরাল ও অত্যরাল মাতঙ্গদিগকে কখনও গ্রহণ করিবে না।

অনন্তর উত্তম মাতঙ্গের পরিমাণ কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের উচ্চতা সপ্ত অরত্নি মাত্র, দৈর্ঘ্য নব অরত্নি এবং দেহের ব্যাপ্তি দশ অরত্নি মাত্র, তাহারা উৎকৃষ্টতম মাতঙ্গ এবং স্বীয় প্রভুর শুভপ্রদ হইয়া থাকে। যাহাদের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য এবং ব্যাপ্তি প্রত্যেকে উত্তম মাতঙ্গের উচ্চতাদি অপেক্ষা এক অরত্নি মাত্র ন্যূন, তাহারা পরিমাণে মধ্যম শ্রেণীর মাতঙ্গ মধ্যে গণ্য। এবং যাহাদের উচ্চতাদি প্রথমোল্লিখিত পরিমাণোত্তম মাতঙ্গের উচ্চতা প্রভৃতি অপেক্ষা দুই অরত্নি মাত্র ন্যূন, তাহারা পরিমাণে একান্ত নিকৃষ্ট মাতঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই প্রকার যে সকল মাতঙ্গের উচ্চতা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত নিকৃষ্ট মাতঙ্গ অপেক্ষাও ন্যূন তাহারা 'বামন' (খর্ব্ব) মাতঙ্গ নামে প্রথিত হইয়া থাকে এবং 'বামন' অপেক্ষাও ক্ষুদ্রাকৃতি মাতঙ্গকে 'কুব্জ' এই অন্বর্থ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। 'বামন' এবং 'কুব্জ' এই উভয় জাতীয় মাতঙ্গই একান্ত নিন্দনীয়।

অনন্তর পরিমাণ প্রকরণের অন্তর্গত অরত্নি প্রভৃতির প্রমাণ লিখিত হইতেছে;—জগতে

* কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে কিণুই পর্য্যন্ত পরিমাণকে এক 'অরত্নি' বলে।

'পরমাণু' বলিয়া অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহা স্থূল দৃষ্টির অনধিগম্য। সেই পরমাণুর আটটী মিলিত হইলে 'ত্রসরেণু' হয়; আট ত্রসরেণুতে এক 'রথরেণু' এবং অষ্ট রথরেণুতে এক 'কেশাগ্র' হইয়া থাকে। অষ্ট কেশাগ্রে এক 'লিক্ষা' অষ্ট লিক্ষায় এক 'যূকা' অষ্ট যূকায় এক 'যব' অষ্ট যবে এক 'অঙ্গুলি' হইয়া থাকে এই অঙ্গুলি পরিমাণের ছয় অঙ্গুলিতে অরত্নির ১/৪ অংশ হয় (দ্বাদশাঙ্গুলে' এক বিতস্তি) দুই বিতস্তিতে এক 'অরত্নি' চার বিতস্তি বা দুই অরত্নিতে এক 'কিষ্কু' দুই কিষ্কুতে এক ধনু সহস্র ধনুতে এক 'গোল' (২) এবং দুই গোলে এক ক্রোশ হয় দুই ক্রোশে এক 'গব্যূতি' এবং দুই 'গব্যূতি' বা অষ্ট সহস্র ধনুতে এক যোজন কথিত হইয়াছে।

অনন্তর দিগ্‌গজ পরিমাণ লিখিত হইতেছে;—ঐরাবত প্রভৃতি অষ্ট দিগ্‌জের দৈর্ঘ্য নয় শত যোজন, উচ্চতা সপ্তশত যোজন এবং দেহের ব্যাপ্তি দশ শত যোজন ছিল বা আছে।

মুখ হইতে লাঙ্গূল-মূল পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য, পৃষ্ঠ, উদর ও উভয় পার্শ্বের ব্যাপ্তিই 'পরিনাহ' শব্দের অর্থ এবং পদ হইতে আসন পর্য্যন্ত উচ্চতা পরিমাণে গৃহীত হইয়া থাকে। রজ্জু কিংবা সূত্রাদি দ্বারা পরিমাণ গ্রহণ করিতে হয়।

ইতিশ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগস্থানে
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

এক কিষ্কু প্রায় এক গজের সমান।

(২) এক 'গোল' প্রায় এক মাইল এর সমান।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর আসন-লক্ষণ কথিত হইতেছে;—'উৎকৃষ্ট' 'মধ্যম' ও 'অপকৃষ্ট' এই তিন প্রকার গজাসন গজশাস্ত্রাভিজ্ঞগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। 'মন্দ' 'ভদ্র' জাতীয় মাতঙ্গ পৃষ্ঠে, যুদ্ধাদি কার্য্যে 'উৎকৃষ্ট' আসন বন্ধন করা আবশ্যক। যে আসনের উপরিভাগ সমতল, তলদেশে সম্পূর্ণরূপে পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন এবং জানুসন্ধিতে সম্বদ্ধ তাহাই উৎকৃষ্ট আসন নামে আখ্যাত হয়। ত্রিবিধ আসনই দেখিতে সুন্দর হওয়া আবশ্যক। হস্তীচালকের নিমিত্ত স্কন্দদেশেও আসন থাকা প্রয়োজনীয়। *

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত গজায়ুর্ব্বের মহাপ্রবচনে মহারোগস্থানে
নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

* সম্ভবতঃ প্রতিলিপি প্রমাদবশতঃ এই প্রকরণ চিরবিলুপ্ত হইয়াছে।

অন্ন সমাচারাধ্যায়।*

একদা অঙ্গেশ্বর রোমপাদ, স্বীয় চম্পানগরস্থিত সুরম্য প্রাসাদে উপবেশন করিয়া মহর্ষি পালকাপ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে মুনিবর, মাতঙ্গগণ অরণ্যে অবস্থান কালে তৃণ, লতা, ফল, মুল, ওষধি † এবং কড়ঙ্গর ‡ (Herbs) ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। তখন উহারা স্বীয় অভিলাষানুসারে করিণীগণের সহিত মিলিত হইয়া কখনও ধূলি, কখন কর্দ্দম, কখনও বা সলিল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসিক্ত করিয়া থাকে। উহারা কখনও পদ্মনাল, কখনও বা তরুশ্রেণী ভগ্ন করিয়া যথা সুখ ভ্রমণ ধাবন প্রভৃতি বিবিধ ক্রীড়ায় সানন্দে জীবন ধারণ করে; কিন্তু যখন উহারা লোকালয়ে আনীত হয় তখন উহাদিগকে কি প্রকারে প্রতিপালন করা উচিত? মানবের ইচ্ছানুরূপ খাদ্য ভোজন ও জলপান দ্বারা লোকালয়ে মাতঙ্গগণ কেন রোগাক্রান্ত হইবে না? আমি এই সকল তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছি। আপনি মাতঙ্গগণের সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ; (অনুকম্পাপূর্ব্বক) আমার সংশয় অপনোদন করুন। অঙ্গেশ্বরের ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;—হে রাজেন্দ্র, অরণ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ সুখে অভ্যস্ত মাতঙ্গগণ, যখন আবদ্ধ হইয়া লোকালয়ে আনীত হয়; তখন উহারা শারীরিক ও মানসিক দুঃখে এতাদৃশ অভিভূত হইয়া থাকে যে—উহারা দীর্ঘায়ু হইলেও সকলে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। হে নরনাথ, অরণ্যে উহাদের যে শান্তি, তাহা উহাদের জাতিগত নহে, কুল ক্রমাগত নহে অথবা স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র সম্ভূত নহে; সে শান্তি বা তৃপ্তি মাতঙ্গগণের আজন্ম সিদ্ধ; সুতরাং গজ পালনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণই মহৎ, অল্প, শুদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ লক্ষণ দর্শন করিয়া আঘাত, বধ কিংবা বন্ধন হইত উহাদিগকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়েন। তদ্ভিন্ন বারণগণের অভিনব গ্রহণে কিংবা অন্য কোনও প্রকার সংশয় উপস্থিত হইলে নরপতি স্বয়ং অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সদয় ব্যবহারে উহাদিগকে রক্ষা করিবেন। বনবাস কালে বারণগণ যে সকল দ্রব্য আহারে বা পানে অভ্যস্ত লোকালয়ে তাহা দুর্ল্লভ হয়, পক্ষান্তরে যাহা আজন্ম অনভ্যস্ত, বাধ্য হইয়া তাহাই উহাদিগকে আহার করিতে হয়। এই নিমিত্ত উহাদিগের শরীরের উপাদান স্বরূপ বায়ু পিত্ত ও কফ বিকৃত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন লোকালয়ে অবস্থান কালে উহারা প্রতিপালকের ইচ্ছানুসারে কখনও প্রচুর খাদ্য প্রাপ্ত হয় কখনও বা উপবাস করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এইরূপে অনাহার ও প্রভূত আহার গ্রহণ, কদর্য্য স্থানে শয়ন, যখন আহারের ইচ্ছা না থাকে তখন আহার এবং যখন পানের ইচ্ছা না

---

* পণ্ডিত শিবদত্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রকাশিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদের ২য় অধ্যায় এই পুস্তকের দশম অধ্যায় রূপে গৃহীত হইল।

† ওষধি ফল পাকান্ত বৃক্ষ বা তৃণ জ্যোতিঃলতা।

‡ কড়ঙ্গর আগড়া গাছ বা ধান্যাদি শস্যের খোষ।

থাকে তখন পানীয় পান, অবরোধ, স্বগণের মৃত্যু দর্শন, অত্যন্ত লবণ আহার কিংবা লবণের একান্ত পরিহার ;—এই সকল কারণ দ্বারা বাত, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া কখনও বায়ু বিকৃতি জনিত রোগ, কখনও পিত্ত বিকৃতি জনিত রোগ, কখনও কফ বিকৃতি জনিত রোগ কখনও বা সান্নিপাতিক অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ এই তিনেরই এককালীন বিকৃতি জনিত রোগদ্বারা উহারা আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত উহাদিগকে লোকালয়ে আনিয়া সবিশেষ সতর্কতা সহকারে প্রতিপালন করা উচিত। নরপতি, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ভৃত্য, চক্রযুক্ত দ্রোণী দ্বারা কিংবা অন্য উপায়ে শীতল জল আনয়ন করাইয়া নব গৃহীত মাতঙ্গগণকে পান এবং উহাদের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করাইবেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ বশীভূত হইলে যন্তা প্রতিদিন প্রাতঃকালে মাতঙ্গগণকে জলে প্রবেশ করাইয়া আকর্ণমূল নিমগ্ন রাখিবে ; কারণ আজন্ম শীত-প্রধান স্থানে বাস করিয়া অভ্যস্ত বারণগণ, জলনিমগ্ন থাকিতে পাইলে অরণ্যবাস-সুখ স্মরণ করে না। তদ্ভিন্ন উহাদিগের দেহের গ্লানিও প্রশমিত হয়। দিবসের শেষ অষ্টম ভাগে সূর্য্যের উত্তাপ মন্দীভূত হইলে মাতঙ্গগণকে জল হইতে স্থলে আনয়ন করিয়া স্তম্ভে বন্ধন করাইবে। অতঃপর শত ধৌত ঘৃত দ্বারা বারণগণের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করা উচিত। সন্ধ্যাকালে উহাদিগকে ঘৃত মিশ্র যবান্ন প্রদান করিতে হয়। শরদ্ ও গ্রীষ্ম ঋতু ব্যতীত অন্য সকল ঋতুতেই উহাদিগকে শত ধৌত ঘৃতের ত্রি-কালীন সেক প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কিছুদিন সেক প্রদান করিয়া পরে প্রতিপক্ষে একবার করিয়া গজ শাস্ত্র বিধানানুসারে তৈল সেক প্রদান করা উচিত। এইরূপে যতই কাল অতীত হইবে মাতঙ্গের নিমিত্ত ক্রমে অল্প পরিমিত জল আহরণ করিবে। অতঃপর মাতঙ্গগণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাদিগকে স্থলে বন্ধন করিয়া গজ বৈদ্যগণ তাহাদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিবেন।

হে নরেশ্বর, যে সকল আহার দ্বারা মাতঙ্গগণের পাকস্থলীর পরিপাকশক্তি প্রদীপ্ত হয় এবং বাত, পিত্ত ও কফ কুপিত না হয় তাহা সবিশেষ বলিতেছি শ্রবণ করুন ;—বুষ (ছোলা প্রভৃতি শস্যের খোসা) মৃদু বাঁস, তরুপল্লব, ঘাস, পদ্মমৃণাল, ইক্ষু এবং অন্যান্য মধুর-রসযুক্ত খাদ্য এই সময়ে উহাদিগকে আহার করিতে দিলে বায়ু কুপিত হইয়া উহাদিগের পাকস্থলীর বিকৃতি উৎপাদন করে না ; কারণ উহারা অরণ্যে এই সকল দ্রব্য আহার করিতে অভ্যস্ত থাকে। চিকিৎসক, গৃহীত মাতঙ্গের দেহের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ স্থির করিতে বিস্মৃত হইবেন না। যখন মাতঙ্গগণ শয্যাতে সুখে নিদ্রা যাইতে থাকে তখন উহাদিগের সম্মুখে গুড় মিশ্রিত তণ্ডুল রাখিয়া দিতে হয়। ঐ গুড়মিশ্রিত তণ্ডুল এক এক পল † করিয়া বৃদ্ধি করিতে করিতে এক কুড়ব * পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে হইবে। অতঃপর বারণগণ, যখন এক কুড়ব গুড় মিশ্রিত তণ্ডুল ভোজন করিয়া সম্যকরূপে পরিপাক করিতে অভ্যস্ত হয় তখন উহা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ত্রিগুণ চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে ; কিন্তু স্মরণে থাকা আবশ্যক

* এক কুড়ব ৩২ তোলা।

† এক পল ৮ তোলা

যে—গুড়-তণ্ডুল, লবণ-তণ্ডুল কিংবা অজ-মূত্র মিশ্রিত তণ্ডুল কিঞ্চিৎ পেষণ করিয়া ভোজন করাইতে হইবে ইহাতে উহাদের জঠরানল উদ্দীপিত হইয়া বল ও তেজঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে তণ্ডুল ও বিটলবণ প্রদান করিলেও উহাদের বল এবং তেজঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অজ-মূত্র প্রোক্ষিত তণ্ডুল ভোজনে বারণগণের পাকস্থলীতে বায়ুর প্রকোপ জন্মে না। গুড়মিশ্রিত কাঞ্জিকা ভোজন করাইলে উহাদিগের তেজঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে উহাদের পাকস্থলীর শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে বায়ুর প্রকোপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। গজায়ুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, গুড় তণ্ডুলের পরিমাণের ন্যায় ক্রমে এক পাদ, অর্দ্ধাংশ, ত্রিপাদ এবং পূর্ণমাত্রায় অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যও প্রদান করিবেন। বারণগণ, প্রাতঃকালে ঘৃত-স্নিগ্ধ কিংবা গুড়মিশ্রিত দ্রব্য ভোজন করিবে এবং অপরাহ্নে তৈল ও লবণযুক্ত দ্রব্য আহার করিবে। ঋতু বা কালবিচারপূর্ব্বক জলপান করিবার পরে তৈল-লবণযুক্ত দ্রব্য আহার করিতে দিতে হইবে, অন্যথা উহাদিগের শরীরে দাহ উপস্থিত হইতে পারে।

হে নরেশ্বর, এইরূপ গোমূত্র, ক্ষীর, মদ্য, দধি কিংবা সৌবীর * প্রভৃতি দীপনীয় দ্রব্য মাতঙ্গ-গণকে জল পান করাইবার পূর্ব্বেই আহারার্থ প্রদান করিতে হইবে, নচেৎ উহাদের শ্লেষ্মা কুপিত হইতে পারে। গ্রীষ্ম ঋতুতে মধ্যাহ্নকালে এক দ্রোণ পরিমিত গুড়মিশ্রিত জল প্রোক্ষিত সক্তু (ছাতু) ভোজন করাইয়া এক রাত্রি পর্য্যুষিত † জল পান করাইবে এবং গ্রীষ্ম শীতাদি ঋতুবিচার পূর্ব্বক বারণগণকে জলে অবগাহন করাইতে হইবে। এইরূপ পরিচর্য্যা করিতে করিতে নবধৃত মাতঙ্গগণের জঠরানল যখন প্রকৃতিস্থ, শরীর নীরোগ ও মুখ বিশুদ্ধ হইবে এবং উহারা পান ও ভোজনের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইবে, তখন উহাদিগের প্রকৃতি সবিশেষরূপে অবগত হইয়া শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুবিচার পূর্ব্বক স্নেহোপচার করা উচিত।

হে নরেশ্বর, স্নেহদানের বিধান বিশেষরূপে কথিত হইতেছে শ্রবণ করুন ;—'পরমাণু' এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে তাহা স্থূল চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায় না, কেবল অনুভব দ্বারা স্থির করা হইয়া থাকে। বিশ্বমণ্ডলের প্রত্যেক স্থূল দ্রব্যকে বিভক্ত করিতে করিতে যে সূক্ষ্ম অংশ অবশিষ্ট থাকে, যাহাকে আর বিভাগ করা যায় না, সেই অবিভাজ্যতম অংশকে 'পরমাণু' বলে। অথবা সৌরকর গবাক্ষজাল দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে যে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা দৃষ্ট হয়, তাহার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ 'পরমাণু' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। অষ্ট পরমাণুতে এক 'ত্রসরেণু' অষ্ট 'ত্রস রেণুতে' এক 'রথরেণু' অষ্ট রথরেণুতে এক 'কেশাগ্র' অষ্ট কেশাগ্রে এক 'লিক্ষা' অষ্ট লিক্ষায় এক 'যূকা' অষ্ট যূকায় এক 'যব' এবং অষ্ট যবে এক 'অঙ্গুলি' হইয়া থাকে। দ্বাদশাঙ্গুলিতে এক 'বিতস্তি' দুই বিতস্তিতে এক 'অরত্নি' দুই অরত্নিতে এক কিষ্কু, দুই কিষ্কুতে এক 'ধনু' সহস্র ধনুতে এক 'ক্রোশ' এবং ইহারই দ্বিগুণ এক 'গব্যূতি' এই প্রকার গব্যূতি চতুষ্টয়ে এক 'যোজন' এই যোজন দ্বারা লৌকিক পরিমাণ কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। বৈদ্যপ্রবর, এই পরিমাণ দ্বারা

* যবান্ন দ্বারা প্রস্তুত কাঁজি

† প্রচলিত 'বাসি জল'।

মাতঙ্গগণকে মাপিয়া হস্তীর বাসস্থান, বিহারস্থান ও মাতঙ্গগণের শিক্ষাবিধানের নিমিত্ত যাহা যাহা কর্ত্তব্য সে সমস্তই সম্পাদন করিবেন।

অতঃপর তৌল পরিমাণ কথিত হইতেছে;—'অষ্টচূলিকা' ফলে এক 'সর্ষপ,' অষ্ট-সর্ষপে এক 'যব' চারি যবে এক 'কাকিনী,' চারি কাকিনীতে এক 'মাষ', চারি মাষে এক, 'শানক,' চারি শানকে এক 'সুবর্ণ' চারি সুবর্ণে এক 'পল', চারি পলে এক 'কুড়ব' চারি কুড়বে এক 'প্রস্থ' চারি প্রস্থে এক 'আঢ়ক' চারি আঢ়কে এক 'দ্রোণ' এবং চারি দ্রোণে এক 'খারী'।

হে নরনাথ, রসের পরিমাণ গ্রহণ বিষয়ে পঞ্চ 'কুড়বে' এক প্রস্থ গণনা করিতে হয় এবং অন্তরীক্ষ হইতে যে জল পরিস্রুত হয় অথবা শৈল গাত্র হইতে যে জল নিঃসৃত হয়, সার্দ্ধ ত্রয়োদশ পলে তাহার এক প্রস্থ গণনা করিতে হইবে। গজ পালনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এই পরিমাণের অনুসরণ করিয়া বারণগণকে স্নেহদান ও তণ্ডুল দানাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য পরিমাণ গ্রহণেও এই পরিমাণই কথিত হইয়াছে।

হে নরেশ্বর, যে সকল মাতঙ্গের উচ্চতা নয় অরত্নি, দৈর্ঘ্য একাদশ অরত্নি এবং বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তি দ্বাদশ অরত্নি তাহাকে 'অত্যরাল' মাতঙ্গ বলে এবং যে সকল মাতঙ্গের উচ্চতা অষ্ট অরত্নি, দৈর্ঘ্য দশ অরত্নি ও বক্ষঃস্থলের ব্যাপ্তি একাদশ অরত্নি, তাহাদিগকে 'অরাল' মাতঙ্গ বলে। উল্লিখিত দুই শ্রেণীর মাতঙ্গই সাতিশয় উচ্চ বলিয়া গজ শাস্ত্রাভিজ্ঞদিগের মতে গ্রহণের অযোগ্য।

যে সকল মাতঙ্গের উচ্চতা সপ্ত অরত্নি, দৈর্ঘ্য নব অরত্নি এবং দেহের ব্যপ্তি দশ অরত্নিমাত্র, সেই সকল নবধৃত মাতঙ্গের দৈনিক আহারের * পরিমাণ সাধারণতঃ সপ্তদ্রোণমাত্র। যে সকল মাতঙ্গের উচ্চতা ছয় অরত্নি, দৈর্ঘ্য অষ্ট অরত্নি এবং দেহের ব্যাপ্তি নব অরত্নি, তাহাদের দৈনিক আহারের পরিমাণ ছয় দ্রোণমাত্র। যাহাদের উচ্চতা পঞ্চ অরত্নি দৈর্ঘ্য সপ্ত অরত্নি এবং দেহের ব্যাপ্তি অষ্ট অরত্নি, তাহাদিগের আহারের পরিমাণ ও পঞ্চদ্রোণমাত্র। যাহাদের উচ্চতা চারি অরত্নি, দৈর্ঘ্য ছয় অরত্নি এবং দেহের ব্যাপ্তি সপ্ত অরত্নি, তাহাদিগের আহারের পরিমাণ চারি দ্রোণ মাত্র বিধেয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ, উল্লিখিত মাতঙ্গগণের অগ্নিবল সবিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া এই পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারেন। এইরূপ তিন অরত্নি বা দুই অরত্নি মাত্র যাহাদের দেহের উচ্চতা, তাহাদিগকে চিকিৎসক, যুক্তিদ্বারা যথাক্রমে তিন দ্রোণ ও দুই দ্রোণ আহার প্রদান করাইবেন। ফলতঃ যে মাতঙ্গের উচ্চতা যত অরত্নি, তাহার আহার তত দ্রোণ পরিমাণে হইবে।

মধুর, লবণ, অম্ল ও কষায় রসযুক্ত আহার বা পথ্য নবধৃত মাতঙ্গকে (উচ্চতার) প্রতি অরত্নিতে দুইপল হিসাবে প্রদান করা উচিত। এইরূপ কটু রসযুক্ত দ্রব্য, প্রতি অরত্নিতে এক কর্ষ † হিসাবে এবং তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য দুই কর্ষ হিসাবে প্রথমতঃ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়া

* আহ্রিয়তে রসঃ অস্মাৎ ইতি আহারঃ—যাহা হইতে রস আহৃত হয় তাহাকে আহার অর্থাৎ আহার্য্য বস্তু বলে।

† এক কর্ষ—২ তোলা।

লোকালয়ে অবস্থান সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হওয়া পর্য্যন্ত বিচার পূর্ব্বক অগ্নিবলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। অতঃপর মাতঙ্গগণ, যখন সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হয় এবং উহাদের মুখ যখন একান্ত বিশুদ্ধ হয়, তখন উহাদিগকে ষষ্টি-পল-পরিমিত মধুর-রসযুক্ত আহার প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপ তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য, তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ ত্রিংশত পল এবং কটুরসযুক্ত দ্রব্য তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চদশ পল পরিমিত উহাদিগকে প্রদান করা যায়। এইরূপ কষায়, লবণ ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য ও ঐ অবস্থায় ষষ্টি-পল পরিমিত প্রদান করা বিধেয়। যে সকল মাতঙ্গ সপ্ত অরত্নি উচ্চ তাহাদিগকে পূর্ণ মাত্রার যোগ্য ধরিয়া ব্যবস্থা করা হইল। মাত্রাহীন দ্রব্য বিকার প্রতীকারে সমর্থ হয় না, পক্ষান্তরে মাত্রা সমধিক হইলে নানা প্রকার নূতন ব্যাধি অথবা যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে পারে। সবল মাতঙ্গকে ঔষধ-চূর্ণ কিংবা নিষ্পেষিত করিয়া ভোজন করাইতে পারা যায়—কিন্তু রোগক্লিষ্ট দুর্ব্বল মাতঙ্গকে, ঔষধের কাথ পান করান আবশ্যক।

হে নরেশ্বর, ঔষধের কিংবা পথ্যের যে মাত্রার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আর্দ্র ঔষধ সম্বন্ধেই ব্যবহার্য্য, শুষ্ক ঔষধের কিংবা ঘাসেরও পথ্যের মাত্রা উহার দ্বিগুণ হইবে। করিণীদিগের ও মাতঙ্গগণের অনুরূপ শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক হস্তিনীর পথ্য এবং ঔষধাদির পরিমাণ, মধ্যম বয়স্ক মাতঙ্গের সমান রাখা একান্ত বিধেয়। অরণ্যে অবস্থান কালে বারণগণ সর্ব্বদা আহার করিয়া সুস্থ থাকে; এই নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে দিবসে দুইবার করিয়া ঔষধ ও পথ্য প্রদান করা উচিত।

ঔষধ দ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে বিশেষ বিধান এই যে—পেষ্য বা পেষণ করিয়া ব্যবহার করিবার যোগ্য দ্রব্য সমুদয়ের সাধারণতঃ সমষ্টির পূর্ণ পরিমাণ ২০ পল বা ১৬০ তোলা এবং কাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ এক দ্রোণ বা ৮২ সের হওয়া আবশ্যক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উহার পরিমাণ উল্লিখিত মাত্রার চতুর্গুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে অর্থাৎ এক আঢ়ক বা /৮ সের বর্দ্ধিত করিয়া এক দ্রোণ বা ৮২ সের পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। প্রতিরূপ বা প্রক্ষেপ দ্রব্য পেষ্য দ্রব্যের ⅛ অষ্টম ভাগের এক ভাগ হইতে হইবে এবং স্নেহ-দ্রব্যের পরিমাণ সাধারণতঃ এক দ্রোণ বা ৮২ সের হইবে। এইরূপ ষড়ঙ্গের পরিমাণ অর্দ্ধাঢ়ক বা /৪ সের মাত্র হওয়া উচিত। পানীয় ঘনতর সুরার পরিমাণ ও তদ্রূপ অর্দ্ধাঢ়ক বা /৪ সেরই গ্রহণ করিতে হইবে। মাতঙ্গগণের অনুবাসনে * উক্ত পরিমাণই গ্রহণীয়। নিরূহ-দ্রব্যের মাত্রায় দ্রোণ শব্দ থাকিলে দ্রোণ শব্দের অর্থ দ্বিকুড়ব বা ৬৪ তোলা বুঝিতে হইবে। চূর্ণ দ্রব্যের পরিমাণ প্রত্যেক দ্রোণে অর্দ্ধকুড়ব বা ১৬ তোলা গ্রাহ্য। অনুবাসনে যে মাত্রার উল্লেখ হইয়াছে সর্ব্ব সেকেও সেই মাত্রাই গ্রহণ করিতে হইবে। গৈরিকানুষেচনে † মাতঙ্গের উচ্চতার

* বস্তিঃ দ্বিবিধঃ অনুবাসনাখ্যো নিরূহশ্চেতি সংজ্ঞিতঃ, যঃ স্নেহৈর্দ্দীয়তে, স স্যাদনুবাসননামকঃ; কষায় ক্ষীর তৈলৈর্যো নিরূহঃ, স নিগদ্যতে। স্নেহ পদার্থ দ্বারা যে পিচকারী প্রদান করা যায় তাহাকে অনুবাসন এবং কষায়াদি দ্বারা যে পিচকারী দেওয়া হয় তাহাকে 'নিরূহ' বলে ইতি আয়ুর্ব্বেদে।

† যথাযস্ত প্রমাণেন চোক্তা হস্তিনী ভবেৎ মহারোগস্থানে ২য় অঃ।৭৫ শ্লোক।

প্রত্যেক অরত্নিতে ১০ পল বা ৮০ তোলা পরিমাণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নবধৃত কিংবা রুগ্ন মাতঙ্গকে উচ্চতার প্রত্যেক অরত্নিতে ১২০ পল বা ৯৬০ তোলা পরিমাণে আহার্য্য কিংবা পথ্য প্রদান করিতে হইবে। সেইরূপ উচ্চতার প্রত্যেক অরত্নিতে এক দ্রোণ বা ৮২ সের পরিমাণে ঘাস ভোজন করিতে দিবে। উল্লিখিত পরিমাণ কেবল আর্দ্র ঘাসের সম্বন্ধেই নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু হে নরনাথ, শুষ্ক ও লঘু তৃণ এবং তরুর পরিমাণ উল্লিখিত পরিমাণের দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। গর্ভিত অর্থাৎ যে সকল তৃণ ফলোন্মুখ তাহার পরিমাণ উল্লিখিত, পরিমাণের ½ অংশ মাত্র এবং ফলযুক্ত তৃণ সমুদয়ের পরিমাণ, প্রথমোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা অর্দ্ধ পরিমিত হইবে। গাত্রসেকে তৈলের পরিমাণে এক দ্রোণ দ্বিকুড়ব বা ৬৪ তোলা এই পারিভাষিক অর্থ ই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ উত্তর পানে যেস্থলে এক দ্রোণের উল্লেখ আছে সেইস্থলে দ্রোণ শব্দের, এক প্রস্থ ১২৮ তোলা এই পারিভাষিক অর্থ ই গ্রাহ্য। মাতঙ্গগণের উত্তর বস্তিতেও * উচ্চতার প্রত্যেক অরত্নিতে এক কুড়ব করিয়া দ্রব্য গ্রহণ করা বিধেয়।

নাসিকারন্ধ্র-দ্বয়ে অথবা গণ্ডদ্বয়ের রোগ প্রতীকারার্থ যে ঔষধ প্রদান করিতে হইবে তাহার সমষ্টির পরিমাণ, প্রত্যেক নাসিকা বা গণ্ডের নিমিত্ত এক এক কুড়ব বা ৩২ তোলা হওয়া আবশ্যক। এইরূপ তৈলানুষেকে দুই দ্রোণে এক কুড়ব বুঝিতে হইবে। মস্তকে মঙ্গলের নিমিত্ত মেথী চূর্ণের পরিমাণ অর্দ্ধ কুড়ব এবং ঘৃতের পরিমাণ এক কুড়ব হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন উৎকর্ষণ বা ঘর্ষণ দ্বারা যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত হয় তাহার ঔষধের পরিমাণ অর্দ্ধ কুড়ব বা ১৬ তোলা মাত্র বিহিত আছে। হে নরেশ্বর, ঔষধার্থ গৃহীত দীপ-তৈলের পরিমাণ, এক কুড়ব বা ৩২ তোলা জানিবেন। অণ্ডকোষে অথবা মস্তকে রোগ-প্রতীকারার্থ মর্দ্দনের নিমিত্ত যে তৈল গ্রহণ করিতে হইবে তাহার পরিমাণ এক কুড়ব বা ৩২ তোলা মাত্র। যে স্থলে দুগ্ধ ও ঘৃত এক যোগে ব্যবহার করিবার কথা আছে যেই স্থলে ঘৃত ও দুগ্ধেরে পরিমাণ সাধারণতঃ প্রতি অরত্নিতে, উল্লিখিত পরিমাণের দ্বিগুণ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য ঔষধের সমষ্টির প্রত্যেক দ্রোণে দশ পল বা ৮০ তোলা গ্রহণ করিতে হইবে। স্নেহ পানবিধানে পানার্থ স্নেহের যে পরিমাণের উল্লেখ আছে, তাহাই মূত্র এবং সৌবীরকের সমষ্টির পরিমাণ বলিয়া জানিতে হইবে; কিন্তু মূত্রের পরিমাণ সৌবীরকের অর্দ্ধমাত্র। দধি, মেদক (ঘনতর সুরা), দুগ্ধ এবং মদ্য এই সকলের পরিমাণ এক দ্রোণ বা ৮২ সের মাত্র। মহিষাদি পশুর মাংসের পরিমাণ সাধারণতঃ ৫০ পল বা ৪০০ তোলা হওয়া আবশ্যক। জঙ্গল এবং জলচর বিহঙ্গের মাংসের পরিমাণ এক দ্রোণ বা ৮২ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। কৃতসংস্কার রস বা কজ্জলীর পরিমাণ এক পল বা ৮ তোলার অধিক হইবে না। দধি কিংবা মাংস যোগে ঘৃতের পরিমাণ, গুড়পিণ্ডের পরিমাণের অনুরূপ অর্থৎ ৪০ তোলা মাত্র।

বিজ্ঞ চিকিৎসক, সাবধানে দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধে মাতঙ্গগণকে পানীয় পান করাইয়া পরে ভোজন করাইবেন।

* উল্মুর স্থানে সবিস্তর লিখিত আছে।

পান ভোজনের পৌর্ব্বাপর্য্যের ব্যবস্থা, মাতঙ্গগণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া করিতে হইবে। অপরাহ্নে মাংস-স্নেহ-রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিতে দিবেন। বারণগণের কল্কাঞ্জন ও তীক্ষ্ণাঞ্জনের পরিমাণ ২ রতি মাত্র হইবে। পরিমাণে মধ্যম মাতঙ্গের কল্কাঞ্জনের পরিমাণ ইহার অর্দ্ধ হইবে; কিন্তু উক্ত কল্কাঞ্জন যদি মৃদুবীর্য্য হয়, তাহা হইলে উহার দ্বিগুণ গ্রহণ করা আবশ্যক। হে নরনাথ, চূর্ণাঞ্জনের পরিমাণ কল্কাঞ্জনের পরিমাণ অপেক্ষা ¼ অংশ বা পাদ হীন হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ঔষধের পরিমাণ দশ পল বা ৮০ তোলা হইতে এক দ্রোণ বা ৮২ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং যে সকল ঔষধের চূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার পরিমাণ ২৪ পল বা ১৯২ তোলা হইতে এক দ্রোণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। বিজ্ঞ চিকিৎসক, অন্নের সহিত যে মাংস রস পান করিতে দিবেন তাহার পরিমাণ এক প্রস্থ বা /২ সের হইবে। নবধৃত বা রুগ্ন মাতঙ্গগণের ভোজনার্থ মাষ কলাইয়ের পরিমাণ উত্তমরূপে ওজন করিয়া দ্বাদশ দ্রোণ করা যাইতে পারে। এবং ঘাসের পরিমাণও উক্ত দ্বাদশ দ্রোণই পর্য্যাপ্ত।

অতঃপর বারণগণের বলের অনুরূপ গতি কথিত হইতেছে;—মাতঙ্গগণ, সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ মধ্যম ও জঘন্য এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম ধীর মাতঙ্গের গতি প্রতিদিন অন্ততঃ দশ যোজন পরিমিত হইবে, মধ্যম শ্রেণীর মাতঙ্গের গতি সপ্ত যোজনের অধিক হওয়া উচিত নহে এবং জঘন্য বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বারণগণের গতির পরিমাণ পঞ্চ যোজনই পর্য্যাপ্ত। সুশিক্ষিত মধ্যম ও জঘন্যা করিণীগণের দৈনিক গতির পরিমাণ যথাক্রমে সপ্ত, এবং চারি যোজনের অধিক হওয়া উচিত নহে।

হে নরনাথ, ইহাই বারণগণের আহারের প্রমাণ ও পরিমাণ। অতঃপর ক্রমঃ যোগ, ক্রিয়া যোগ এবং গ্রীষ্মাদি ঋতুযোগে কিংবা বল, প্রকৃতি এবং সুচির অভ্যাস প্রভেদে মাতঙ্গগণের আহার সম্বন্ধে আরও যে সকল বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য থাকিল, তাহা ভবিষ্যতে সবিশেষরূপে বলিব। যে ব্যক্তি, মাতঙ্গগণের বয়স, স্বভাব, অভ্যাস, শরীর, ঘাস স্নেহাদি দান, অভ্যঙ্গ, অঞ্জন ও আহারাদি সম্বন্ধে প্রমাণ এবং পরিমাণ সম্যকরূপে অবগত নহে, সে কার্য্যকালে অবশ্যই ভ্রান্তপথে গমন করিবে; এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি প্রমাণ ও পরিমাণে সম্যকরূপে অভিজ্ঞ, তাহাকেই চিকিৎসক বলা হইয়াছে। হে অঙ্গেশ্বর, আপনি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায়ই আপনাকে বলিলাম।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষিবিরচিত-হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রচনে মহারোগ স্থানে
অন্ন সমাচার নামক দশম অধ্যায়।

† নিরূহ ক্রিয়ার পরে যে বস্তি বা পিচকারী প্রদান করা হয়।

-০—

একাদশ অধ্যায়।

একদা মহর্ষি পালকাপ্য চম্পা নগরীতে উপস্থিত হইলে, বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ অঙ্গেশ্বর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন, আপনার গুণ-মাহাত্ম্য সমুদয় তপঃ প্রভাব-সম্ভূত। আপনার জননী দিব্যাঙ্গনা এবং আপনার জনক অশেষ গুণের আকর। আপনি সকলই সম্যকরূপে বর্ণন করিয়া আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন। কখনও বায়ু-সেবন, কখনও শীর্ণ পর্ণ ভোজন, কখনও অম্বুমাত্র পান করিয়া, আপনি স্বয়ং যেরূপে মত্ত মাতঙ্গগণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিয়াছেন, মহানুভব অগ্নিবেশ, গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাহা বর্ণন করিতে করিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি নিশ্চয়ই সুদীর্ঘকাল তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া উহাদিগের গতিবিধি বিশেষরূপে অবগত আছেন ; এই নিমিত্ত আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি—পৃথিবীতে আপনিই কি আরণ্য বারণগণের একমাত্র চিকিৎসক ? অথবা অরণ্য মধ্যে আপনার ন্যায় আর কেহ বন্য মাতঙ্গগণের চিকিৎসক আছেন ? মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন ;—হে নরেশ্বর, ত্রিদোষ জনিত রোগ-সমুদয় আরণ্য বারণগণকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না ; কিন্তু যখন তাহারা প্রকৃতি দত্ত স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র অরণ্য হইতে আবদ্ধ হইয়া লোকালয়ে আনীত হয়, তখন তাহাদের প্রাণ একদিকে যেমন বধ ও বন্ধন-জনিত আতঙ্কে ব্যাকুল হইতে থাকে, অপর দিকে তেমনি দেহ ও মন, প্রাজন ও অঙ্কুশের আঘাতে ক্লিষ্ট হইতে থাকে। এতাদৃশ অবস্থায় দুঃখিতচিত্তে নিরন্তর স্বাধীনতার লীলাভূমি অরণ্যের বিষয় চিন্তা করাই উহাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইতে থাকিলে, নদী সমূহ যেমন সাগরকে আশ্রয় করে, তেমনই নানাবিধ রোগ বারণগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বনে বিচরণকালে তাহাদিগকে প্রায়শঃ রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায় না।

হে নরেশ্বর, আমি, সুদীর্ঘকাল মাতঙ্গগণের সহিত একত্র অবস্থান করিয়া বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে অরণ্যে মাতঙ্গগণের পঞ্চদশটী মাত্র মৃত্যু-হেতু উপস্থিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্বাধীন-ভাবে স্বেচ্ছায় বিচরণ ও পান ভোজন করিতে পারায় কিংবা বিবিধ আরণ্য দ্রব্যের গুণে উহাদিগের দেহে সংক্রামক ব্রণাদি ও উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। মহারাজ, আরণ্য বারণগণের মৃত্যু-কারণ শ্রবণ করুন ;—পর্ব্বত হইতে পতন পঙ্কে নিমজ্জন, বিষ-লতা ভোজন, বার্দ্ধক্য, দাবানল, তৃণাচ্ছন্ন কূপ, বলাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গ, জলজন্তু, বিদ্যুৎ, ব্যাধ, সর্প, অলদ্রুম * সিংহাদি হিংস্র জন্তু, এবং শৈশবে মাতৃহীনতা প্রভৃতি পঞ্চ দশটী কারণে অরণ্যে মাতঙ্গগণের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ত্রিদোষ জনিত রোগ অরণ্যে, সতত প্রফুল্ল বারণগণকে আক্রমণ করিতে পারে না।

মহর্ষি পালকাপ্যের উল্লিখিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াভিভূত শিষ্যভাবাপন্ন অঙ্গেশ্বর, নিঃশঙ্কভাবে পুনরায় মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন্, অরণ্যে অবস্থান কালে বারণগণের দেহে কি পাঞ্চভৌতিক দেহের সাধারণ উপকরণ বায়ু, পিত্ত, কফ, এবং রক্ত মাংসাদি

* অলদ্রুম এক প্রকার বিষবৃক্ষ।

সপ্তধাতুর স্বাভাবিক প্রভাব বিলুপ্ত হয়? অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞ ভগবান্ পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন ;—'হে নরনাথ, আমি মাতঙ্গগণের সহিত বাসকালে দেখিয়াছি সাত্ম্য' * বা 'সুচিরন্তন অভ্যাস'ই উহাদের 'স্বভাব' হইয়া থাকে, সুতরাং আমি, সাত্ম্য ও তাহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ;—অরণ্যে অবস্থান কালে বারণগণ, স্বাধীনভাবে জন্মাবধি অভ্যস্ত আহার বিহারাদি করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সতত প্রফুল্ল রাখিতে সমর্থ হয়। ঐ নিরন্তর অভ্যাস প্রভাবে উহাদিগের দেহের উপাদানস্বরূপ বাত পিত্তাদি কখনও দূষিত হয় না এবং তাহারই ফলে বন্য বারণগণকে রোগ কখনও আক্রমণ করিতে পারে না। হে নরেশ্বর, প্রাণীমাত্রের আচার কিংবা আহার যখন একান্ত অভ্যস্ত হয়, তখনই তাহার সুফল প্রাপ্তি সম্ভবপর। আরণ্য বারণগণ স্বীয় অভিলাষানুসারে কখনও তরুশাখা ভগ্ন করিয়া আহার করে, কখনও বা তৃণ, কখনও বৃক্ষ ত্বক্, কখনও বা তরুমূল ভোজন করে, এবং জল ও বাল্যকালে প্রসূতিস্তন্য পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং ইহা বারণগণের আহার সম্বন্ধীয় সাত্ম্য বা চিরন্তন অভ্যাস বলিতে হইবে। আচার সম্বন্ধীয় সাত্ম্য এই যে বারণগণ অরণ্যে অবস্থান কালে স্বাধীনভাবে স্বীয় অভিলাষানুসারে শয়ন, বিশ্রাম, কর্ম্ম, আহার, বিহার এবং চেষ্টা করিতে অভ্যস্ত হয়; কখনও তাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না।

অঙ্গেশ্বর, মহর্ষি পালকাপ্যের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ;—ভগবন্, যদি বারণগণ তৃণমাত্র ভোজন করিয়াই সুখে থাকে, তাহা হইলে লোকালয়ে আনীত হইয়াও কেবল তৃণদ্বারাই পুষ্টিলাভ করিতে পারে; কারণ উহাই তাহাদের প্রীতিকর আহার। অঙ্গপতির এবংবিধ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য, অঙ্গেশ্বরের সংশয় অপনয়নের নিমিত্ত স্পষ্টহেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ;—হে নরেশ্বর, বনচর তৃণভোজী প্রাণীমাত্রই বিশেষরূপে মাতঙ্গগণ আশৈশব তৃণভোজনে অভ্যস্ত, তৃণপ্রিয়; সুতরাং তৃণই উহাদিগের প্রাণ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই, তথাপি লোকালয়ে আনীত হইলে যে কারণে কেবল তৃণ কিংবা কেবল বন-জাত খাদ্যমাত্রই উহাদিগের হিতসাধন করিতে পারে না, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ;—হে নরনাথ, স্বাধীনচেতা প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন বারণগণের নিরবগ্রহতা বা যথেচ্ছভাবে আহারাদির অধিকারই পরম সুখ, স্বাধীন ভাবে আহার বিহারাদির যে সকল গুণ আছে, তাহা শ্রবণ করুণ।

বারণগণের স্বাধীনভাবে স্বীয় অভিলাষানুসারে আহার বিহারাদি সম্পাদনকে, নিরবগ্রহ বা অবাধগতি বলে। এই অবাধগতির ফলেই বারণগণের অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল থাকে। নিরন্তর প্রফুল্লতার ফলে উহাদের বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বলবৃদ্ধির ফলে অগ্নিবলও বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে বারণগণের শারীর ধাতুর সমতা রক্ষিত হয় এবং ধাতু সাম্যের ফলেই রোগ, বন্য মাতঙ্গগণকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

হে নরেশ্বর, মনীষিগণ, স্বচ্ছ সলিলকেই মাতঙ্গগণের প্রাণস্বরূপ বলিয়া থাকেন, বিশেষতঃ জলই বারণগণের অধিকাংশ রোগের মহৌষধ। এই নিমিত্ত আরণ্য বারণগণ, পর্য্যাপ্ত তৃণ ও জল

* সাত্ম্যং নাম মহারাজ, যথৈবাত্মা তথা স্মৃতম্।

মাত্র লাভ করিয়াই নীরোগ জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়; পক্ষান্তরে ঐ সকল আরণ্য বারণগণ, যখন ধৃত হইয়া লোকালয়ে আনীত হয়, তখন উহাদিগের আহার বিহার প্রভৃতি সকলই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তখন সেই স্বাধীনতা-প্রিয় বারণগণের যথেচ্ছ আহার বিহারাদি ব্যাহত হওয়ায় উহাদের অন্তঃকরণ, নিরন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে এবং তাহার ফলে উহাদের শারীর শক্তি ও জঠরানল উভয়ই ক্রমে বিলীন হইতে থাকে। পক্ষান্তরে সেই অবস্থায় অভ্যস্ত আহারের বর্জ্জনে ও অনভ্যস্ত আহার গ্রহণের ফলে সহজেই শারীর ধাতুর বৈষম্য এবং তজ্জনিত ত্রিদোষ-বিকার উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যেও যে সকল মাতঙ্গের, স্বজন-বধ কিংবা বন্ধন জনিত ক্লেশের তাদৃশ তীব্র অনুভূতি থাকে না, অভ্যস্ত আহারের বর্জ্জনে কিংবা অনভ্যস্ত আহারের গ্রহণে, অথবা স্বভাব-সুলভ শুষ্ক তৃণ পত্রাদি শয্যার অভাবে কিংবা স্বীয় মল-মূত্র-দূষিত শয্যায় শয়নে, ধেনুকার বর্জ্জনে, নিরন্তর জাগরণে, অবস্থানে কিংবা স্বেচ্ছাচারের ব্যাঘাতে তাহাদিগের তাদৃশ দুঃখ বোধ হয় না; তাহারা লোকালয়ে আনীত হইয়াও অনুদ্বিগ্ন এবং নীরোগ থাকিতে সমর্থ হয়।

হে নরনাথ, ইহাই আরণ্য বারণগণের আরোগ্যে, আনন্দে কিংবা কেবল তৃণমাত্র ভোজন করিয়া বলার্জ্জনের অসাধারণ কারণ। তদ্ভিন্ন বারণগণের প্রথম সৃষ্টি-সময়ে স্বয়ং স্রষ্টা বলিয়াছিলেন;—"হে অমিত বলশালী মাতঙ্গগণ, তোমরা দেবগণের বাহন হইয়া গমন কর, ভগ্ন তরু শাখা ও তৃণ মাত্র ভোজন করিয়া নীরোগ সবল দেহে রমণীয় অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে পারিবে।" হে অঙ্গনাথ, দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত অসীম প্রভাব-শালী বিশ্বস্রষ্টার সেই বরের প্রভাবে আরণ্য বারণগণের রোগ হয় না বা ভবিষ্যতেও হইবে না।

উক্ত বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে;—বনচর ক্ষুদ্র করি-শিশু কিংবা ক্রীড়ন সমর্থ কলভ অথবা পরিশ্রম পরায়ণ ধেনুকাগণ অরণ্যে বাস করিয়া কখনও কৃশ বা দুর্ব্বল হইবে না।

হে নরনাথ, বন্য বারণগণ, কমল কুমুদ কুবলয় প্রভৃতি জলজ কুসুমাবলী-পরিশোভিত, তরুকুঞ্জ ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন তীর, স্বচ্ছসলিল পরিপূর্ণ (পার্ব্বত্য) সরোবরে নিরন্তর অবগাহন করিয়া দৃঢ়কায় হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, বন্য বারণ-শ্রেষ্ঠগণ, হিংস্র পশুর ভীষণ আরাবের মধ্যে বাস করিয়াও কেবল অরণ্যের গুণে ও ফল পুষ্পের গুণেই হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে; রস, ঘৃত, গুড়, লবণ কিংবা উত্তম খাদ্যের গুণে নহে। পক্ষান্তরে উহারা যখন উহাদের প্রকৃতি দত্ত প্রিয় বাসস্থান হইতে আনীত হইয়া নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয় তখন বিজ্ঞ গজায়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপদেশানুসারে উহাদিগকে নীরোগ করিতে পারা যায়।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে
একাদশ অধ্যায়।

—o—

দ্বাদশ অধ্যায়।

একদা অঙ্গেশ্বর হস্তিশালায় একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট, অমিততেজাঃ মহর্ষি পালকাপ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন্, আপনি পূর্ব্ব অধ্যায়ে সমগ্র 'সাত্ম্য' নির্ণয় বর্ণন করিয়াছেন এবং সাত্ম্য-বর্জ্জন ও অসাত্ম্য গ্রহণ নিবন্ধন যে নবধৃত মাতঙ্গগণ বিবিধ রোগগ্রস্ত হয় তাহাও বলিয়াছেন, হে ধর্ম্ম-সত্ব, আমি, সেই সকল ব্যাধির সংখ্যা ও পরিমাণ সবিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। হে তপোধন, সেই সকল রোগ কত ভাগে বিভক্ত হইতে পারে ? তাহাদের পরিমাণই বা কি ? আগন্তুক রোগ এবং মানসিক রোগই বা কি প্রকার ? সেই সকল রোগের সবিশেষ তথ্য আমাকে বলুন। অঙ্গপতির উল্লিখিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন ;—

হে অঙ্গেশ্বর, এই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সংগ্রহ অধ্যায়ে মাতঙ্গগণের সকল প্রকার রোগ, তাহার শ্রেণী-বিভাগ, পরিমাণ, সংখ্যা, স্থান, প্রভৃতি সকলই, বারণগণের চিকিৎসার্থ, আনুপূর্ব্বিক সংক্ষেপে যথাযথ ভাবে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ;—এই শাস্ত্রের প্রথমেই বনানুচরিত অধ্যায়, দ্বিতীয় অন্ন সমাচার তৃতীয় সাত্ম্য-নিশ্চয় চতুর্থ সংগ্রহ অধ্যায়, পঞ্চম গজ রক্ষণ বিন্যাস ষষ্ঠ শিষ্যোপনয়ন সপ্তম রোগ-বিভাগ অষ্টম জ্বরোৎপত্তি নবম জ্বর-চিকিৎসা ও দশম সকন্দ অধ্যায় কথিত হইয়াছে।

অনন্তর প্রসঙ্গ ক্রমাগত দশবিধ পাকলের দশ প্রকার বিভিন্ন নাম কথিত হইতেছে ;—শুদ্ধ, বাল, পকল, মৃদুগ্রহ, কুক্কুট, একাঙ্গগ্রহ, প্রসুপ্ত, কূট, পুণ্ডরীক এবং মহাপাকল। এই প্রকার 'স্কন্দ' ও ত্রিবিধ—অন্তরায়াম স্কন্দ, বহিরায়াম স্কন্দ এবং ব্যাবিদ্ধস্কন্দ। পুরাণক্লশ নামক পাণ্ডু-রোগ, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে। আনাহ পাঁচ প্রকার ; অত্যাশিত প্রথমতঃ এক প্রকার, পরে বায়ু বিক্রিয়া ভেদে উহাই বাতোন্মথিত, বাতোপরুদ্ধ এবং সংসক্ত এই তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। এইরূপ অসংসক্ত রোগ ও ত্রিবিধ-লক্ষণ যুক্ত তিন প্রকারই হইয়া থাকে। ধান্য প্রদুষ্ট রোগও প্রদুষ্ট এবং অপ্রদুষ্ট ভেদে দুই প্রকার। অনন্তর সান্নিপাতিক অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ বিকার জনিত মৃত্তিকাজগ্ধ রোগ ও তাহার চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্তই আনাহ রোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। অতঃপর মূর্চ্ছা—মূর্চ্ছারোগ, সাধারণতঃ প্রভূত আহার গ্রহণ, কিংবা দগ্ধদ্রব্য—ভোজন অথবা ধান্য ভক্ষণজনিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্নেহ মূর্চ্ছা, বাত, পিত্ত, কফ, সান্নিপাতিক, জল, মদ্য, ঘাস, প্রভৃতি হইতেও মূর্চ্ছারোগ উৎপন্ন হয়। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এই দ্বাদশ প্রকার মূর্চ্ছা কথিত হইয়াছে।

অতঃপর সপ্তবিধ শিরোরোগের বিষয় কথিত হইয়াছে ;—ঐ রোগ বায়ু, কফ, পিত্ত, এবং সমবেত ত্রয়ের কিংবা রক্তের বা উদরস্থ ক্রিমিগণের বিকৃতি বশতঃ জন্মিয়া থাকে। ঐ রোগ অনেক সময়ে মস্তকের মর্ম্মস্থানে আঘাত নিবন্ধনও জন্মিয়া থাকে। অতঃপর ত্রিংশত প্রকার পাদ রোগ কথিত হইয়াছে। ঐ পাদরোগ বিভিন্ন লক্ষণবশতঃ—উৎকারকী কারকী, নাড়ীজাত, সংরাষ্ট্র, নখভেদ, পূয়কেশ, বিপ্লাবক, কেশগ্রন্থি বিপ্লুত, সমস্তকেশ, কচকেশ, কদম্বকেশ, সফুল্ল, কুঠারক, ফুল্লপাদ, ভিন্ননখ, শরন্নদ্ধ, দদ্রুকেশ, প্রগুল্মকেশ, গম্ভীর, চর্ম্মতল, ক্ষত, নির্ম্মুলিত, কেশ,

লোহিত, স্থাণাহত, ক্ষীণতল, ক্ষরীকৃত, নিষ্পিষ্ট মাংসকেশ, এবং স্থানরত, এই ত্রিংশত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অতঃপর অষ্টবিধ ব্যাপদের বিষয় কথিত হইয়াছে;—এই ব্যাপদ্ রোগ তৈল, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, ধান্য, মদ্য, জল ও উপধান্য প্রভৃতি অষ্টবিধ নিদান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অষ্ট প্রকার কথিত হইয়া থাকে।

শোফ রোগ সাত প্রকার;—মন্যাশোফ, সগদা শোফ, দ্রোণীক শোফ, ব্যবচ্ছিন্ন শোফ, শাল্মলী স্কন্ধ, কদলী স্কন্ধ, এবং শুদ্ধ শোফ। অতঃপর বিংশতি প্রকার অক্ষিরোগ কথিত হইয়াছে;—প্রাবারকী, ঔদকী, অণ্ডাক্ষ, কাচাক্ষ, নায়ংপ্রেক্ষী, প্রতিনুন্ন, নিষ্পেশ হত, বিদ্যুন্নিপাতদগ্ধ, বিদ্যুদ্-বারিহত, উষ্মাপরিগত, চর্ম্মক্লিষ্ট, স্রোতোন্ধ, বুদ্‌বুদী, অক্ষিপাক, পাটল, দণ্ড, মুঞ্জ, মুঞ্জজাল, লোহিতাক্ষ এবং বিকটাক্ষ, অক্ষিরোগ এই বিংশতি প্রকার কথিত হইয়া থাকে। হে নরনাথ, পিতামহ প্রণীত গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রথম 'স্থানের' বা পাদের ইহাই বর্ণনীয় বিষয়। এই প্রথম স্থানকে 'মহারোগস্থান' বলে। এই মহারোগ স্থান অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং তাহাতে একশত আটটী রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা পর্য্যায়ক্রমে যথাযথ ভাবে কথিত হইয়াছে।

অনন্তর ক্ষুদ্র রোগ স্থান বা দ্বিতীয় পাদ কথিত হইয়াছে;—ক্ষুদ্র রোগ স্থানের প্রথমেই বমন রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। এই বমন রোগ আগন্তুক ও দোষজ এই দুই প্রকার। দোষজ বমন রোগ আবার বাত, পিত্ত কফ ও সন্নিপাত জনিত। অতঃপর অতীসার রোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। এই অতীসার রোগ পক্বাশয় ও আমাশয় সমুৎপন্ন বলিয়া প্রথমতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে এবং ঐ দ্বিবিধ অতীসারই বায়ু পিত্ত, কফ ও সান্নিপাতিক বিকার জনিত বলিয়া, প্রত্যেকে চতুর্ব্বিধ। তদ্ভিন্ন দুষ্ট ধান্যাদি ভোজন প্রভৃতি বিভিন্ন, সাত প্রকার নিদান হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ঐ রোগ সপ্তবিধ। এইরূপে সর্ব্বসমেত একাদশ প্রকার অতীসার রোগের লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা কথিত হইয়াছে।

'মদন' বৃক্ষ বা (ময়না গাছ) ভোজন করিয়া কিংবা সামর্থ্য অতিক্রম পূর্ব্বক কার্য্য-নিয়োগ দ্বারা মাতঙ্গগণের 'শোষ' রোগ জন্মে। বিষাক্ত তরুলতা আহারে উহাদের 'দুষ' রোগ এবং সর্পদংশনে 'স্ফোটিক' রোগ জন্মে। তদ্ভিন্ন দিগ্ধ বিদ্ধ, অপবাদ বদ্ধ, পূর্ব্বাবদ্ধ, বিসর্প, হৃদয়স্ফালী, বলক্ষাণী, ছয় প্রকার মেহনক্ষাণী এবং গলগ্রহ রোগ বারণগণের প্রভূত ক্লেশের কারণ হয়। এতদ্ব্যতিরেকে হস্তোন্মথিত রোগও ছয় প্রকার হইয়া থাকে। উল্লিখিত রোগের প্রথমটী দ্বারা আক্রান্ত হইলে মাতঙ্গগণ সপ্তরাত্রি মধ্যেই দেহত্যাগ করে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থটী দ্বারা আক্রান্ত হইলে যথাক্রমে অষ্ট, নব ও দশরাত্রি মধ্যে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকার দ্বারা অভিভূত হইলে যথাক্রমে একাদশাহ ও দ্বাদশাহ পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু ঐ অবস্থায় উহাদিগের কষ্টের আর অবধি থাকে না; ইহাই ষড়বিধ হস্তোন্মথিত রোগের ফল। এতদ্ভিন্ন উৎকর্ণক, বায়ুবিকার, মন্যাস্তম্ভ, মদক্ষয় নিবন্ধন কৃশ, বলক্ষয়, শ্লেষ্মা, সাত্ম্যানুলোমিক,

* পরে বালক্ষাণী আছে।

তলকাশী, গলগ্রহ, সিদ্ধার্থক, ভূতগ্রহ, বাতকুণ্ডলী, উন্মাদ, অপস্মার, লুপ্ত চিকিৎসিত, উদাবর্ত্ত, পত্রকৃমি, প্রগুল্মিক, উরঃক্ষত, শোনিতাণ্ডী, বৃদ্ধ চিকিৎসা, অবসন্ন, বাল চিকিৎসা, ত্রিক্ষিপ্ত, যবগণ্ড শিরা, চর্ম্মকীল, জঠরক, বাল-রক্ষণ, অবসন্ন এবং মূত্রসঙ্গ রোগের বিষয় কথিত আছে। উক্ত মূত্র-সঙ্গ রোগেও যথাক্রমে ভিন্ন বস্তি, গাঢ়-মূত্রী, পরিমূত্রী, পিষ্ট-মেহী, শোণিত-মেহী, এবং জাত শর্কর এই ছয় প্রকার কথিত হইয়াছে।

অতঃপর সূতিকা-রোগ এবং সাত প্রকার দন্ত-রোগের বিষয় কথিত আছে। ঐ দন্ত-রোগ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—দৈব ও আগন্তুক। বিধি-বিহিত জরাজনিত দশন রে'গই দৈব। তদ্ভিন্ন আগন্তুক। বাত, পিত্ত, কফ ও সান্নিপাতিক বিকার-সম্ভূত। অনন্তর চেতোভ্রংশ এবং দ্বিবিধ শূল রোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। তৎপর চারি প্রকার 'শারদ' রোগ এবং 'জরগণ্ড' রোগের বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর 'শীতস্কন্ন' মক্ষিকা-দষ্ট প্রভৃতি রোগের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। অনন্তর একাদশ প্রকার ছবী দোষ এবং তৎপরে মৃত্তিকা অধ্যায়। ইহার পরে 'কৃমি-কোষ্ঠ' এবং অতি দুজ্ঞের্য় দশবিধ ক্ষয় রোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। অনন্তর চতুর্ব্বিধ দৌর্ব্বল্যের বিষয় কথিত হইয়াছে—ঐ চতুর্ব্বিধ দুর্ব্বলতা যথাক্রমে প্রকৃতিবশতঃ, রোগ দ্বারা, অত্যন্ত ঔষধ সেবনে এবং চতুর্থ বয়সেই উৎপন্ন হয়; তদ্ভিন্ন উহাদের আর একপ্রকার দুর্ব্বলতা ধাতুদোষ-ক্ষয়-নিবন্ধন জন্মিয়া থাকে। তদনন্তর সংগ্রহ বা মস্তাইও মদ মত্ত বারণগণের বাত পিত্ত রক্ত ও সন্নিপাতজনিত বিভিন্ন প্রকার সংগ্রহের বিষয় কথিত হইয়াছে। তৎপরে কৃমিরোগ। কর্ণাভ্যন্তরে উৎপন্ন কেশ-সমূহজাত কর্ণ-রোগ প্রভৃতি সমুদয় কথিত হইয়াছে। অতঃপর অতিবাত এবং বাত পিত্ত কফ রক্ত জনিত ও সান্নিপাতিক ও পঞ্চবিধ গুল্ম-রোগের চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে। অনন্তর বাত পিত্ত কফ জনিত হৃদরোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে বাত পিত্ত কফ ও সন্নিপাত সমুদ্ভব চতুর্ব্বিধ গাত্র রোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। তৎপর আগন্তুক গাত্ররোগ ও ষড়বিধ নির্ণীত হইয়াছে। ইহাই 'ক্ষুদ্র রোগ স্থান' অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। উল্লিখিত স্থান বা প্রধান অধ্যায়টী সপ্ততি অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে চতুঃষষ্ঠি অধ্যায়ে উল্লিখিত রোগ-সমূহের নির্ণায়ক লক্ষণ সমুদয়। এবং বিশেষ লক্ষণ দ্বারা তাহাদের সাধ্যত্ব, অসাধ্যত্ব, যাপ্যত্ব এবং উৎপত্তি অর্থাৎ নিদান কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে মানস ও আগন্তুক রোগ সমূহ এবং তাহাদের সম্যক্ বিভাগ যথাযথ ভাবে কথিত হইয়াছে।

অনন্তর 'শল্যস্থান' নামক তৃতীয় সর্গ কথিত হইয়াছে। হে নরেশ্বর, আমি, ক্রমে ক্রমে এই অধ্যায়ের সংগ্রহ বা সংক্ষেপ বলিতেছি শ্রবণ করুণ ঃ—এই সর্গের প্রথমে দ্বিব্রণীয় অধ্যায়, তদনন্তর সদ্যঃক্ষত, ষড়ত্যয়োপচার, ব্রণোপক্রম-লক্ষণ, দ্বাদশোপক্রম, গর্ভামনাধ্যায়, গর্ভাবক্রান্তি, শরীর বিচয়, শস্ত্রাগ্নিপ্রনিধি, যন্ত্রবিধি, শল্যোদ্ধরণ, বিদ্রধি, ব্রণনাড়ী, শিরা-ব্যূহ বাধ, দন্তজ নাড়ী, অধিদন্ত, শিরাচ্ছেদ, মর্ম্ম, এরণ্ড, অর্ব্বুদ, মর্ম্মবিদ্ধ, দোষগতি, দন্ত, লূতা, কীট, ব্যাল, প্রদেশ, শস্ত্র, ক্ষার, ভগ্নচিকিৎসিত, মূঢ় গর্ভাপনয়ন এবং দন্তোদ্ধরণ নামক ত্রয়স্ত্রিংশত অধ্যায় উল্লিখিত শাল্য স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। 'শাল্য স্থান' ই এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়

শ্রবণ করুণ ;—ইহাতে ভগ্ন, ঘৃষ্ট, ক্ষত, বিদ্যুৎ ক্ষার ও তুষার দ্বারা দগ্ধ, অর্ক ও অগ্নি হইতে সন্তাপ এই ছয় প্রকার উপদ্রব। বাত পিত্ত কফ ও সন্তাপ হইতে উৎপন্ন চতুর্ব্বিধ বিদ্রধি, মূঢ়গর্ভ, শল্য, ব্যাল, এরণ্ড অর্ব্বুদ, লূতা কীট, চূর্ণ-বিচূর্ণিত এই অষ্টাবিংশতি রোগ ও তাহার চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হে নরেশ্বর, এই স্থান বা প্রধান অধ্যায় তৃতীয় স্থান রূপে গণিত হইয়াছে।

অনন্তর চতুর্থ 'উত্তর স্থান' কথিত হইতেছে;—এই উত্তর স্থান বা চতুর্থ সর্গ পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানত্রয়ের উপসংহার স্বরূপ। এই অধ্যায়ে প্রথমতঃ স্নেহ-পান তৎপরে অন্ন-পানবিধি, স্নেহ বিকল্প, বস্তিসিদ্ধি, স্নানাধ্যায়, নস্যদান, অঞ্জনদান, যবসাধ্যায়, রসবীর্য্য বিপাক, শোভা, আয়ুর্জ্ঞান, বয়োজ্ঞান, নক্ষত্রারিষ্ট, অরিষ্ট, গুগ্‌গুলুকল্প, পিণ্ড, গুগ্‌গুলু, লাক্ষা দান, লাক্ষা, সুরাপ্রয়োগ, অশিত-পীত-গুণ, সৌবীরক বিধি, লবণাধ্যায় প্রভৃতি সবিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর প্রতিপান, মদাবস্থা, ক্ষীরদানব্যাপত্তি, দুষ্ট-দোষপরীক্ষা, করীষাধ্যায়, ক্রোধাদি বিভিন্ন প্রকার মানসিক অবস্থাজ্ঞান, দন্ত কল্প, ইক্ষুদান, লঙ্ঘন, আরোগ্য লবণ, পাংশুদান, কার্যাকার্য্য-বিধি, ঋতুচর্য্যা, চূর্ণারিষ্ট অধ্যায়, গ্রাহ-অধ্যায়, জলহস্তী অধ্যায়, জলৌকা অধ্যায়, বিচিত্র বিধি সম্ভাগ, গন্ধজ্ঞান, কটবস্তি অধ্যায় এবং বনাধ্যায়—এই শাস্ত্রে অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের অন্তে উপসর্গ বিধি কথিত হইয়াছে।

এই উত্তর স্থানে উনপঞ্চাশ অধ্যায় এবং তাহাতে পঞ্চদশটী রোগের বিষয় লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন অষ্টবিধ বস্তি ব্যাপদ্, কবল ব্যাপদ, একপ্রকার লশুন ব্যাপদ, কটুরসযুক্ত খাদ্য ভোজনের দ্বিবিধ দোষ, জল হস্তী এবং গাত্রাতঙ্করোগ ও তাহার চিকিৎসা অতি বিশদরূপে কথিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই উত্তর স্থানকে 'পরিবার' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত একশত এক সপ্ততি অধ্যায় বর্ণিত আছে এবং তাহাতে তিনশত পঞ্চদশটী রোগের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা বিশদরূপে কথিত হইয়াছে। ইহাতে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক লিখিত হইয়াছে। হে নরনাথ, ইহাই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সংগ্রহ বা সংক্ষেপে আপনাকে বলিলাম।

হে নরেশ্বর, এই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যথাযথ বিস্তার বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে চিকিৎসার মূল সফলতা কর্ম্মেরই অধীন। এই গ্রন্থে প্রমাণ, প্রয়োগ ও কাল বিধান সম্বন্ধেও বহুজ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এই সঙ্গে গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নকেই চিকিৎসার মূল বলিয়া থাকেন। যাহারা 'পরিগ্রহ' অধ্যায় বর্জ্জন করিয়া এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সেই অল্পজ্ঞব্যক্তিগণ রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। তদ্ভিন্ন সাংগ্রাহিক অধ্যায়, 'কবল' অধ্যায়,—বাতানুলোমক অধ্যায়, ভুক্ত-পাক অধ্যায়, অধোভাগ সম্বন্ধীয় অধ্যায় অনুবাস, নিরূহ, উত্তর বাস্তিক স্নৈহিক বিরেচন, শীর্ষ-বিরেচণ প্রমাণ ও উপচার অধ্যায় যাহারা না জানে, তাহারা যুদ্ধভীরু সৈনিকের ন্যায় কি চিকিৎসা করিবে ?

হে নরেশ্বর, এই গ্রন্থ সকল শ্রেণীর লোকই পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু এই সকল রোগ বাত-জনিত, ঐ সকল রোগ রক্তদোষজনিত, এই সকল রোগ সান্নিপাতিক এবং ঐ সকল রোগ সংক্রামক, ইহা সম্যকরূপে অবগত না হইয়া যাহারা চিকিৎসা করেন তাঁহারা কখনও সফলতা লাভ

করিতে পারেন না। কিন্তু প্রভু, কখনও উত্তর স্থানে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে স্বীয় মাতঙ্গগণের চিকিৎসার ভার প্রদান করিবেন না, পক্ষান্তরে যে চিকিৎসক আদ্যোপান্ত গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে ও আত্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাদৃশ চিকিৎসককেই চিকিৎসায় নিযুক্ত করিবেন। যে চিকিৎসক রোগের তথ্য সম্যকরূপে নির্ণয় করিতে চেষ্টা না করিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, তাঁহার ভ্রান্ত চিকিৎসায় মাতঙ্গগণের রোগ বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। যে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই কেবল শাস্ত্রমাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন অথবা যে বৈদ্য, শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কেবল চিকিৎসা কার্য্যেই কিঞ্চিৎ নিপুণ, এই উভয় প্রকার চিকিৎসকই অর্দ্ধবেদধর অর্থাৎ অর্দ্ধাভিজ্ঞ, ইহারা উভয়েই নিন্দনীয়। এই দুয়ের মিলিত রোগ বিহিত ঔষধ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে অরোগ বিহিত ঔষধ তীব্র বিষের ক্রিয়া করে। যে চিকিৎসক পরিবার অধ্যায় বা উত্তর স্থানে কুশল, চিকিৎসা-কার্য্যে নিপুণ, সকল কার্য্যে অভিজ্ঞ এবং উচ্চ-বংশজাত, তিনিই সর্ব্বোত্তম চিকিৎসক। তদ্ভিন্ন যে শাস্ত্র-জ্ঞান ও নিপুণতা এই উভয়ের যোগে ঔষধে কুশল, শাস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন এবং বহু চিকিৎস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাদৃশ চিকিৎসককে ও উত্তম চিকিসক বলে। এই প্রকারে উল্লিখিত গুণ সম্পন্ন যে চিকিৎসক অসূয়া-বিহীন হইয়া অপরাপর চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে তথ্য সমুদয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন এবং প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় সংশয় অপনোদন করিতে লজ্জা বোধ করেন না। তদ্ভিন্ন কোন ক্ষেত্রে কতটুকু উহ্য করিতে হইবে এবং কোন স্থলে বা কতটুকু পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন, তিনি, দেবগণের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় হইয়া থাকেন।

এ বিষয়ে দুইটী শ্লোক কথিত আছে, যে চিকিৎসক শাস্ত্রানুমোদিত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় বিবেকানুসারে চিকিৎসা করেন, তিনি সফলতা লাভ করিয়া থাকেন, তাহার চিকিৎসায় কখনও বিপরীত কার্য্য হইতে দেখা যায় না তজ্জন্য যে বৈদ্য গুরুকুল-বাস জনিত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক গজুয়ের্ব্বেদ শাস্ত্র আদ্যন্ত পাঠ করিয়া তাহাতে বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই বারণগণের চিকিৎসা করিবার যোগ্য এবং সেই প্রতিভা সম্পন্ন চিকিৎসক নরপতির নিকটে সর্ব্বদা উত্তম সম্মান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে শাস্ত্র-সংগ্রহ নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

একদা অঙ্গেশ্বর, চম্পানগরে সমাগত মহর্ষি পালকাপ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ, মাতঙ্গগণ সর্ব্বপ্রকার সৈন্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নরপতিগণের বিজয়প্রদ এই নিমিত্ত সেনার উৎকর্ষাভিজ্ঞ জয়লাভেচ্ছু নরপতিগণের পক্ষে তাদৃশ অমিত বলসম্পন্ন বারণগণের প্রতিপালন একান্ত বিধেয়। যে প্রকারে উহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পা া যায় তাহা আমাকে সবিশেষরূপে উপদেশ করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলিতে লাগিলেন, হে নরেশ্বর, দেবজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বারণগণ ও প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ, এই নিমিত্ত উহারা স্বীয় প্রভুর ভূমি সম্পদ্ বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। মাতঙ্গগণ নরপতি কর্ত্তৃক আরূঢ় হইলে শোভা পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে নরপতির শোভাও মাতঙ্গারোহনেই বর্দ্ধিত হয়, শোভা-সম্পদে উভয়েই তুল্য বলিয়া বারণগণ নরপতিদিগের আত্ম-সদৃশ।

হে নরনাথ, মাতঙ্গগণ ক্ষুধিত কিংবা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াও আপৎকালে স্বীয় প্রভু নরপতিকে পরিত্যাগ করে না বলিয়া উহারা নরপতিগণের বান্ধব স্বরূপ। উহারা শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে শিষ্য স্বরূপ, ইচ্ছানুবর্ত্তনে ভৃত্যস্বরূপ, বিক্রীত কিংবা প্রদত্ত হইলে ভৃত্যবৎ নীরবে গমন করিয়া থাকে। বারণগণ বিনয় বিষয়ে ঋষিগণের তুল্য, ক্রুদ্ধ হইলে রাক্ষস সদৃশ এবং অসি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট শাস্ত্র স্বরূপ। উহারা প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে, প্রভুর নিমিত্ত যুদ্ধ করে, এবং তাঁহাকে বহন করিয়া রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে উপস্থিত হয়, অতি ক্লেশে প্রাণত্যাগ করে অর্থাৎ শত্রুগণ উহাদিগকে অক্লেশে নিধন করিতে পারেন না, এই নিমিত্ত কুঞ্জরগণ সেনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রাচীর দ্বার কিংবা অট্টালিকা দ্বার উদ্‌ঘাটনে, ভঞ্জনে কিংবা মর্দ্দনে হস্তিগণ বজ্র সদৃশ। শ্রেণীবদ্ধ মাতঙ্গগণ দুর্জ্জয় প্রাচীরের ন্যায় স্বসৈন্যদিগকে রক্ষা করিয়া শত্রুসেনা বিতাড়িত করিয়া থাকে। সুসজ্জিত মাতঙ্গগণ, অতর্কিত অবস্থায় উপনীত শত্রু-সৈন্যদিগকে, সাগরে সেতুবন্ধের ন্যায় প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়। অকস্মাৎ কোনও কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে মহীপতি মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া এক অঙ্গ বিজয় করিতে পারেন। কল্পিত এবং শিক্ষিত হইলে অমিতবলশালী একটী মাতঙ্গ ষট্ সহস্র বেগবান্ অশ্বকেও পরাজয় করিতে পারে। যেমন সজল জলদ-জাল, মন্দর পর্ব্বতে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে তেমনই অশ্বগণ কুঞ্জর-ঘটায় প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

যে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় বাহন মাতঙ্গকে পরিত্যাগ করে, সেই যোদ্ধা, ব্রহ্মহত্যা কিংবা মাতৃহত্যা-কারীর যে গতি, স্বীয় দুহিতা অথবা গুরুপত্নীগামীর যে গতি, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর ক্ষত্রিয়ের যে পরিণতি, সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অশ্ব কিংবা মানব একটী মাত্র শক্তির আঘাতেই প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু মাতঙ্গগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত শক্তির আঘাত অবহেলায় সহ্য করিয়া থাকে। এই বিশ্বে মাতঙ্গ ব্যতীত এমন কে আছে যে শত শত শরে বদনমণ্ডল বিদ্ধ হইলেও প্রাচীর পদ-দলিত করিয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়? মাতঙ্গ ভিন্ন কে এমন

আছে যে নিশীথের গাঢ় অন্ধকার অবহেলা করিয়া যখন চতুর্দ্দিকে অগ্নিপ্রজ্বলিত হইতে থাকে, তখন শত্রু-সৈন্যদলনে সমর্থ হয়? যেমন মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গতি নাই, বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রুতি নাই, কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী নাই, তেমনই মাতঙ্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাহন নাই। সুমেরু যেমন পৃথিবীর ভূষণ, শশাঙ্ক যেমন শর্ব্বরীর ভূষণ, বিদ্যা যেমন মানবের ভূষণ, মাতঙ্গ তেমনই সেনার—অনন্য সামান্য ভূষণ স্বরূপ। যে সুখে, সন্তোষ বা তৃপ্তি আছে তাহাই প্রকৃত সুখ, যে রাজ্যে রাজা আছেন, তাহা যথার্থ রাজ্য, যে বন্ধুর প্রতি অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়, তিনিই প্রকৃত মিত্র, যে সেনায় কুঞ্জর নাই তাহা যথার্থ সেনাই নহে। সাধু স্বভাবই রূপের শোভা, সৎচরিত্র বংশের শোভা, কুসুমাবলী উদ্যানের শোভা, তেমনই মাতঙ্গগণ সেনার শোভা। যেমন ঐশ্বর্য্যের শোভা জ্ঞাতি, কূলের শোভা ধন, রমণীগণের শোভা অলঙ্কার, তেমনই সেনার ভূষণ মাতঙ্গগণ।

এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে, যে ব্যয়ে গুণবান্ ব্যক্তি লাভবান্ হয় না, তাদৃশ ব্যয়কে 'ব্যয়' বলা উচিত নহে, যে বিজ্ঞ তপশ্চর্য্যায় পরাঙ্মুখ, সে বিজ্ঞ বিজ্ঞই নহেন, যে পুরুষের পত্নী হিতকারিণী নহে, সে পুরুষ 'পুরুষ' নামের অযোগ্য, যাঁহার হিতকর মাতঙ্গ নাই তেমন নরপতির 'নরপতি' নাম বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন সিংহবিহীন অরণ্য, অরাজক রাজ্য, নিরস্ত্র বীরত্ব, সৌন্দর্য্যবিহীন, তেমনি গজ-যুথবিহীন সেনা বিড়ম্বনা মাত্র। যে স্থানে সত্য সেইস্থানেই ধর্ম্ম, যেস্থানে ধর্ম্ম সেইস্থানেই ধন, যে স্থানে রূপ, সেইস্থানেই সৎস্বভাব, যেখানে মাতঙ্গযূথ সেইখানেই জয়। যে সকল সৈনিক মাতঙ্গ-স্কন্ধে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শর, তোমার কিংবা চক্রদ্বারা নিহত হয়, তাহারা ক্ষণকাল মধ্যে স্বর্গলোকে গমন করে; তন্নিমিত্ত মাতঙ্গগণ স্বর্গ-সদৃশ।

হে নরনাথ, মাতঙ্গগণ যেমন রণক্ষেত্রে নরপতির অসামান্য সহায়, বিলাসক্ষেত্রেও তেমনি অসাধারণ নর্ম্ম সহচর। উহারা প্রাসাদে, আসনে, শয্যায় কিংবা শিবিকায় উপবিষ্টা প্রমদাগণকে উদ্যানে কিংবা বনে বহন করিয়া লইয়া যায়। নরপতিগণের জলক্রীড়াকালে সুশিক্ষিত মাতঙ্গগণ, শুণ্ডাগ্রভাগ দ্বারা প্রস্ফুটিত পদ্ম ধারণ করিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইয়া থাকে। ফলতঃ বারণগণই স্বীয় প্রভু নরপতির রাজশ্রীকে মৃণ্ময়ীর ন্যায় অচলা করিতে সমর্থ হয়।

নরপতিগণের হস্তীর তুল্য উত্তম বন্ধু আর নাই; হস্তি-সদৃশ সখা নাই হস্তীর ন্যায় যোদ্ধা নাই এবং হস্তীর তুল্য শত্রুও নাই; জগতে কোন প্রাণীরই হস্তীর ন্যায় বিশাল দেহ নাই; কোন প্রাণীরই মাতঙ্গের ন্যায় অপরিমিত সামর্থ্য নাই, উহাদের শক্তি অপরিমিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। অশ্ব, রথ ও পদাতি এই ত্রিবিধ সৈন্যের যে যে সদ্‌গুণ থাকে, একটী নিকৃষ্ট হস্তীরও সেই সমুদয় গুণাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। শশাঙ্ক-বিহীনা নিশা কিংবা শস্যহীনা ভূমি যেমন শোভা পায় না, তেমনি মাতঙ্গযূথ বিহীনা বিপুলবাহিনী ও সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া থাকে। বারণগণের উল্লিখিত গুণাবলী ও তদ্ভিন্ন আরও বিবিধ গুণ সমুদয় কথিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে স্বীয় সন্তানগণের ন্যায় সর্ব্বপ্রযত্নে পালন করা নরপতিগণের একান্ত বিধেয়। তদ্ভিন্ন উহাদিগের দেহে অপরিমিত বল আছে এইজন্যও উহাদিগকে পালন করা উচিত।

(গ) অত্যাগ সহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃদ্।

অতঃপর যে সকল সদ্‌গুণ সম্পন্নলোক হস্তীশালার বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাহা কথিত হইতেছে;—যাঁহারা ধার্ম্মিক, শুচি, গজপালনে অভিজ্ঞ, মাৎসর্য্যবিহীন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, উচ্চবংশজাত, সকল প্রকার পান দোষ বর্জ্জিত, প্রভুর হিতকারী, কালজ্ঞ, প্রিয়ভাষী, উৎসাহ এবং বলশালী, কৃতজ্ঞ, লোভবর্জ্জিত, বিশ্বস্ত, মাতঙ্গগণের আহারের গুণ দোষ জ্ঞানে দক্ষ, জ্ঞাতিগণের হিতকাঙ্ক্ষী, স্বীয় প্রভু নরপতির আজ্ঞাকারী, প্রিয়ান্বেষণ তৎপর, প্রশস্ত বাক্‌পটু তাঁহারা গজরক্ষাধিকারী পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য। তাহাদের নাম মাঙ্গল্য বাচক হওয়া উচিত। যাহারা মাতঙ্গগণের সকল প্রকার কার্য্যে অভিজ্ঞ এবং গজাধ্যক্ষেরও বিশেষরূপে গজ চিকিৎসকের বশীভূত তাহারাই "গজাধিকারীর" পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য। উল্লিখিত গুণসম্পন্ন গজাধিকারিগণ সর্ব্বদা চিকিৎসকদিগের সহিত মিলিত হইয়া মাতঙ্গগণের ভোজন, অবস্থান, শয়ন, মদক্ষরণ ও গমন প্রভৃতি অবস্থায় উহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। গজাধ্যক্ষ ও যে মাতঙ্গটীর সম্বন্ধে যখন যেরূপ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন হে নরনাথ, তাহা স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করিয়া চিকিৎসকের উপদেশ ক্রমে সম্পাদন করিবেন।

যে ব্যক্তি গজায়ুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত, মেধাবী, চিকিৎসা শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ, নরেন্দ্র সদৃশ মধুরালাপী, বাগ্মী, প্রগল্‌ভ, ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশালী, ধার্ম্মিক, শুচি, কুলক্রমাগত ভৃত্য অর্থাৎ বিশ্বস্ত, অনুরক্ত, মধুর-স্বভাব, উচ্চবংশজাত, তিনিই মাতঙ্গগণের উত্তম চিকিৎসক নিযুক্ত হইবার যোগ্য।

যে ব্যক্তি, শব্দার্থ-জ্ঞানে এবং নীতিজ্ঞানে কুশল, শুচি, বংশ পরম্পরায় উক্ত কার্য্যকারী, নীরোগ, গণিত ও ব্যবহার (আইন) শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তিনিই গজামাত্য পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য। যে ব্যক্তি, তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন, সকল প্রাণীর আশ্রয় দাতা, একান্ত জিতেন্দ্রিয়, সুশিক্ষিত, সত্য প্রতিজ্ঞ, বয়ঃস্থ এবং জ্ঞানবান্ তিনিই, গজাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার যোগ্য।

যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা মাতঙ্গগণের হিতে রত, প্রভুভক্ত, শুচি, নিপুণ এবং ধার্ম্মিক, তিনিই 'গজাজীবী' পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য।

যে ব্যক্তি, মাতঙ্গগণের তত্ত্বজ্ঞ এবং তাহাদের প্রিয়, সাহসী ও ধৈর্য্যশালী, সংযমসম্পন্ন, সুগঠিত দেহ, নীরোগ, মাতঙ্গগণের পরিচালনে সমর্থ, অঙ্কুশ ব্যবহারে বিশেষজ্ঞ, শুভাশুভ ফলশংসী অনুকূল ও প্রতিকূল দৈব নিদেশ-জ্ঞানে সমর্থ, চিকিৎসাকার্য্যে কিঞ্চিৎ দক্ষ, মাতঙ্গগণের প্রিয়, উহাদিগের প্রতিপালনে কুশল, উৎসাহ সম্পন্ন, প্রভুর হিতৈষী, তিনিই মহামাত্র বা মাহুতের পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য এবং সুশীল ও পরম যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণই আরোঢ়া পদে বৃত হইবার যোগ্য। ঈদৃশ আরোঢ়ার অপর নাম স্থানভেদে "অত্যাভিষেক্ষী" হইয়া থাকে। উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট গজাষ্ট কুলিক অর্থাৎ মাতঙ্গ বিভাগের আট শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ, যশোলিপ্সু ও পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে, সহজেই মাতঙ্গগণ নীরোগ ও বলশালী হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং উহারা প্রহৃষ্টচিত্তে সুখে জীবন যাপন করে। এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পাইলেই যথাকালে উহাদের দেহ হইতে মদ ক্ষরণ হইতে থাকে এবং উহারা শুভ লক্ষণযুক্ত হইয়া

স্বীয় প্রভু নরপতির অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে যে নরপতির মাতঙ্গ বিভাগীয় উল্লিখিত অষ্টবিধ কর্ম্মচারী, সর্ব্বদা কোপন স্বভাব, ব্যসনাসক্ত, লুব্ধ, নির্বুদ্ধি, গজপালনে অনভিজ্ঞ, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, অনবহিত চিত্ত, খলপ্রকৃতি, অসম্বদ্ধ প্রলাপী, সর্ব্বদা মদ্য পান করিয়া স্বীয় আবাসস্থানে কিংবা শয্যায় অবস্থান করিতে ভালবাসে, তাঁহার মাতঙ্গগণ সম্যক্‌রূপে প্রতি-পালিত না হওয়ায় ক্ষুধা, বধ ও বন্ধন পীড়িত হইয়া অবিলম্বে সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

এই বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে, বিশ্বস্রষ্টা জগতের হিতের নিমিত্ত মহাপ্রতাপশালী বারণ-গণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে নরপতি এতাদৃশ মাতঙ্গগণের হিতসাধনে তৎপর, যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়-শ্রী তাঁহার হস্তের অগ্রভাগে বিদ্যমান থাকে। অসুরগণ প্রভূত বলশালী এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতি পরিশোভিত সেনা-বলবিশিষ্ট, তথাপি দেবগণ, মাতঙ্গদিগের দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিংহ যেমন অরণ্যস্থ ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে হত্যা করে, তেমনি যে নরপতির সেনা মাতঙ্গ বহুল, তিনি অসংখ্য অশ্ব পদাতি-সঙ্কুল প্রতিপক্ষ রাজসেনাকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলের সকল অশ্ব মিলিত হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে একটী মাত্র সুশিক্ষিত মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং রথ সমূহ বাতাহত মেঘমালার ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়। সবল দৃঢ় ইন্দ্রিয় একটী মাত্র হস্তী রণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাইলে, হে নরনাথ, ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য পদাতিগণকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। এই নিমিত্ত উত্তম উত্তম মাতঙ্গশ্রেণী রক্ষা করা নরপতিগণের একান্ত বিধেয়, উহারাই রাজশক্তির জীবন-স্বরূপ। এই বিশ্বে অমিত বলশালী, প্রভাবসম্পন্ন বারণগণ ভিন্ন দিগ্‌বিজয়ী নরপতির অপর এতাদৃশ সহায় আর নাই।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে মহারোগ স্থানে
গজরক্ষণ বিন্যাস নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হে নরনাথ, অতঃপর যে সকল গুণ থাকিলে গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহা এবং শিষ্যোপনয়ন বিধি কথিত হইতেছে—যে ব্যক্তি, কাম ক্রোধবিহীন শাস্ত্রার্থ ও তদনুরূপ কার্য্যের তত্ত্বজ্ঞ, উচ্চবংশজাত, সুশীল, সদ্‌গুণসম্পন্ন, মেধাবী, স্মৃতি শক্তিশালী, সকল-কার্য্যে নিপুণ, সাহসী, উদারহৃদয়, মধুরভাষী, উদ্ভাবনী-শক্তি সম্পন্ন, কর্ম্মজ্ঞ, সামর্থ্যশালী, শুশ্রূষা পরায়ণ, শঠতাবিহীন, পবিত্র হৃদয়, তিনিই একমাত্র গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাধ্যয়নে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্য। ঈদৃশ গুণসম্পন্ন শিষ্যকে স্ব-সমীপে উপস্থিত হইতে দেখিয়া প্রথমতঃ সশিষ্য উপবাসী, সংযত ইন্দ্রিয় গুরু, শুভতিথি নক্ষত্রযুক্ত লগ্নে শুক্ল বসন পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বোত্তর দিকে গমন করিয়া জলাশয়ের অনতিদূরে পবিত্র স্থানে চতুর্ব্বিংশতি অরত্নি পরিমিত একটী মণ্ডল অঙ্কিত করিবেন। তৎপর তিনি উক্ত মণ্ডলটী, পূর্ণকুম্ভ, কুশ ও পুষ্প দ্বারা সুশোভিত করিবেন। অনন্তর ঐ মণ্ডল মধ্যে সমিধ্‌ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নানাবিধ শস্ত্রদ্বারা ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের, ঐরাবতাদি দিগ্‌গজদিগের, ব্রহ্মা, শঙ্কর, বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণ, ঋষিগণ, স্কন্দ, অপ্‌সরোগণ, উরগগণ এবং গুহ্যকগণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবেন। অতঃপর যথাবিধি ধূপ মাল্য অনুলেপন সকলপ্রকার অন্ন এবং উপহার স্বরূপ বিবিধ প্রাণী দ্বারা তাহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া তৎপরে গুরু, সংযতচিত্তে অধোলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন। হোম মন্ত্র যথা :—

ওঁ ভবায় স্বাহা, ভূর্ভুবঃ স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, রুদ্রায় স্বাহা, সেনান্যৈ স্বাহা, বলায় স্বাহা, বলাঙ্গায় স্বাহা, বলাধিপতয়ে স্বাহা, শক্তিধরায় স্বাহা শিতিকণ্ঠ প্রিয়ায় স্বাহা, কুক্কুট ঘণ্টাপ্রিয়ায় স্বাহা ময়ূরধ্বজায় স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা, নারায়ণায় স্বাহা, রুদ্রায় স্বাহা, বিশ্বায় স্বাহা, যমায় স্বাহা, বরুণায় স্বাহা, ধনদায় স্বাহা, সূর্য্যেভ্যঃ স্বাহা, বসুভ্যঃ স্বাহা, শৈলেভ্যঃ স্বাহা, নন্দিভ্যঃ স্বাহা, মহাকালায় স্বাহা, দেবেভ্যঃ স্বাহা, নদীভ্যঃ স্বাহা, অনিলায় স্বাহা, ধর্ম্মায় স্বাহা সমুদ্রায় স্বাহা দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা, বিদিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা এবং বিশ্বায় স্বাহা। উল্লিখিত মন্ত্রে অনলে আহুতি প্রদান করিয়া গুরু শিষ্যকে হুতাবশিষ্ট আজ্য দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। অনন্তর শিষ্য দেবগণকে প্রণাম করিলে গুরু তাহাকে শ্রবণ করাইবেন;—'বৎস, তুমি, কখনও শঠতা করিবে না, কখনও নৃশংস হইবে না, কখনও প্রলুব্ধ হইবে না, কদাপি অসূয়াপরবশ হইবে না। কিংবা নিষ্ঠুর হইবে না। তুমি, সর্ব্বদা সরল, অনলস নিষ্পাপ, আর্য্যশীল ও কুটুম্বগণের প্রতি সদয় থাকিবে। তুমি, সর্ব্বদা আচার্য্যের সেবা করিবে। ঈদৃশ গুণসম্পন্ন শিষ্যের প্রতি গুরু, যদি বস্ত্র, অধ্যাপনা কিংবা ভোজন বিষয়ে কোনও প্রকার শঠতা করেন তাহা হইলে তিনি শিষ্যের আজন্ম সঞ্চিত পাপভাগী হইবেন। পক্ষান্তরে শিষ্য ও যদি যথারীতি অন্নবস্ত্র ও জ্ঞানদান পরায়ণ, আর্য্য-চরিত্র গুরুর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন তাহা হইলে নিরয়গামী হইবেন। এই প্রকারে সকল বিদ্যা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইলে, যথাসময়ে গুরুর অনুমতিক্রমে তোমায় গমন করিতে হইবে। অতঃপর কৃতবিদ্য হইয়া তুমি রাজসমীপে উপস্থিত হইলে

তিনি তোমাকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে মাতঙ্গশালায় নিযুক্ত করিবেন। তখন তুমি, বারণগণের প্রতি স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিবে। মাতঙ্গগণ বাগিন্দ্রিয় বিহীন, সুতরাং প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রার্থনা করিতে অসমর্থ, এই নিমিত্ত তাহাদিগের প্রতি সবিশেষ স্নেহপ্রদর্শন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য হইবে। বৎস, স্মরণ রাখিবে যেসকল মাতঙ্গ উত্তম বা কার্য্যোপযোগী নহে, তাহারাও যেন তোমার স্নেহে বঞ্চিত না হয়। যে চিকিৎসক, সদাচারতৎপর, সতর্ক নরপতির মাতঙ্গগণের চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহাতে উপেক্ষা করে, সে মুর্খ, অবশ্যই পাপভাগী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে নরপতি, যথাবিধি কর্ত্তব্যপরায়ণ সদ্গুণসম্পন্ন চিকিৎসককে দান মানাদি দ্বারা প্রোৎসাহিত না করেন, তিনিও পাপভাগী হইয়া থাকেন। হে বৎস, তুমি কখনও বারণগণের আহার দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিবে না; যে ব্যক্তি উহাদিগের খাদ্যের অংশ অপহরণ করে, উহারা বিদ্বিষ্ট-হৃদয়ে নিরন্তর তাহার অকল্যাণ চিন্তা করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত আহার অভাবে মাতঙ্গ যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে সেও তেমনি ক্ষীণ হইয়া থাকে এবং উহাদিগের অভিশম্পাতে তাহার গৃহে সঞ্চিত অর্থ বিলয় প্রাপ্ত হয়। তন্নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা বারণগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে। যে ব্যক্তি, বারণগণের হিতৈষী, মাতঙ্গগণ, ক্ষুধার্ত্ত, কাতর, ভীত অথবা প্রমত্ত হইলে কিংবা রণক্ষেত্রে, পিতামহ ব্রহ্মার সৃষ্ট বারণগণকে রক্ষা করা তাহার একান্ত বিধেয়। গান্ধর্ব্ববিদ্যা কিংবা সঙ্গীতবিদ্যা যেমন সামবেদের উপবেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ধর্ম্ম, অর্থ, ও যশের আশ্রয় স্বরূপ মঙ্গলময়ী পবিত্র স্মৃতি (শাস্ত্র) যেমন্ ঋক্‌বেদের উপবেদ স্বরূপে পঠিত হয়, নাট্য শাস্ত্র যেমন যজুর্ব্বেদের উপবেদ; এই গজায়ুর্ব্বেদও তেমনি অথর্ব্ববেদের উপবেদ স্বরূপ। ব্রাহ্মণ এই গজায়ুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকেই অধ্যাপনা করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্য দুই বর্ণকে এবং বৈশ্য একমাত্র বৈশ্যকেই অধ্যাপনা করিতে পারেন। হে বৎস, শূদ্র গুণবান্ হইলেও তাহাকে এই বিদ্যা দান করা যায় না, যেহেতু এই অনুপমা বিদ্যা বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রসমূহের তুল্য। যে ব্যক্তি, যথাবিধি শিষ্যত্ব স্বীকার না করে কিংবা ন্যায়পরায়ণ না হয়, তাহাকে এই বিদ্যা কখনও প্রদান করিবে না। যাহারা এই শাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহে, যাহারা নাস্তিক, অসূয়াপরবশ অথবা বিদ্যাবমানী তাহাদিগকে এই বিদ্যা প্রদান করিবে না। পক্ষান্তরে যাঁহারা অপরাপর শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, কিংবা বিজ্ঞান শাস্ত্রে কুশল তাঁহাদিগকে যথাবিধি শিষ্যত্ব স্বীকার না করিলে ও এই বিদ্যা প্রদান করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ভিষক্ স্বীয়পুত্রকে কিংবা যে বিদ্যার্থী, অশ্ব, গো রজত অথবা সুবর্ণ দক্ষিণা-প্রদান পূর্ব্বক যথারীতি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে তাহাকেই এই বিদ্যা প্রদান করিবেন অপরকে নহে।"

শিষ্যকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া আচার্য্য, স্বয়ং পুষ্প, অনুলেপন, ধূপ, পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর তৃপ্তি সাধন করিবেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে, শিষ্য অগ্রে পূজিত দেবগণের প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হাস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহা প্রবচনে মহারোগ স্থানে
শিষ্যোপনয়ন নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

একদা তীক্ষ্ণ-প্রতিভাশালী অঙ্গপতি সন্ধ্যা-বন্দনাদির অবসানে মহর্ষি পালকাপ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে মহর্ষে, আপনি পূর্ব্বে সংগ্রহাধ্যায়ে যে রোগ বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন এইক্ষণে আমি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়াছি, অনুকম্পাপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। মহানুভব অঙ্গেশ্বর কর্তৃক এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি বলিতে লাগিলেন ;—হে নরনাথ, রোগ-সমূহ প্রথমতঃ "আধ্যাত্মিক" ও 'আগন্তুক' এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। উল্লিখিত আধ্যাত্মিক ব্যাধি সমুদায় পুনরায় 'দোষজ' ও 'মানস' এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। এইরূপ আগন্তুক রোগ সমুদয় ও 'আধিভৌতিক' এবং 'আধিদৈবিক' এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত আধ্যাত্মিক রোগ সমুদয় ব্যস্ত ও সমস্ত বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস প্রভৃতি দৈহিক উপকরণ সামগ্রীর বিকার হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া তত্তৎ নাম ভেদে বিভিন্ন প্রকার কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ আগন্তুক রোগ সমুদায় ও জল, বায়ু, অগ্নি, প্রভৃতি বহিঃস্থ ভূত বা বিবিধ কারণ হইতে সৃষ্ট হয় বলিয়া তত্তৎ নাম ভেদে বিভিন্ন প্রকার কথিত হয় এবং গ্রহগণের কিংবা ইন্দ্রাদি দেবতার প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন রোগ সমুদয়ও উল্লিখিত প্রকারে পৃথক পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত সকল রোগই সাধ্য, অসাধ্য, যাপ্য ও কৃচ্ছ্র সাধ্য এই চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

উল্লিখিত রোগ সমুদায়ের মধ্যে বায়ু ও কৃমিজনিত ষট্সপ্ততি প্রকার রোগের বিষয়ই প্রথমে বলিতেছি শ্রবণ করুন ;—বাল-রোগ, পাণ্ডু-রোগ, আমরী-রোগ এবং সকল প্রকার আনাহ-রোগ, অতিশয় আহারাদি নিবন্ধন পঞ্চবিধ মূর্চ্ছা, সর্ব্ববিধ শিরোরোগ, উৎকারকী প্রভৃতি দশবিধ পাদ-রোগ, দ্বিবিধ ব্যাপত্তি, শোফ রোগ, ঔদকী, অণ্ডাক্ষ, নায়ংপ্রেক্ষী প্রভৃতি অক্ষি-রোগ, ছর্দ্দী (বমন) অতীসার, তৃণশোষী, বিসর্প, মেঢ্রক্ষাণী, ষড়্বিধ হস্তোন্মাদ, উদাবর্ত্ত, উৎকর্ণক, গ্রহণীদোষ, আমরোগ, বাত গতি, মন্যাস্তম্ভ, মদক্ষয়, কৃশতা, বলক্ষয়, উরঃক্ষত, জবগণ্ড, গাঢ়মূত্রী, সূতিকা-রোগ, স্বভাবজ এবং শারদ দ্বিবিধ দন্ত-রোগ, সপ্তপ্রকার ধাতুক্ষয় জনিত রোগ, স্বভাবতঃ রোগ বশতঃ কিংবা ঔষধ দ্বারা দুর্ব্বলতা, প্রভিন্ন, দ্রোণীক, গুল্ম, হৃদ্-রোগ, গাত্র-রোগ, ব্রণ, বিদ্রধি, অধিদন্তক, কটস্রোতোনিরোধ, গাত্রাতঙ্ক প্রভৃতি ষট্ সপ্ততিবিধ রোগ বায়ু বিকৃতি বশতঃ জন্মিয়া থাকে।

অতঃপর সপ্তবিংশতি প্রকার পৈত্তিক রোগের বিষয় কথিত হইয়াছে ; অম্বু-মূর্চ্ছা, মদ্য-মূর্চ্ছা, শিরো-রোগ. কুঠারক-রোগ, মদ্য ব্যাপৎ, শোফ, বমন. অতীসার, বিসর্প, মেঢ্রক্ষাণী, সিদ্ধার্থক, পরিমূত্রী, দন্তরোগ, শারদরোগ, পিত্তপ্রভিন্ন, দ্রোণীক, গুল্ম, হৃদ্‌রোগ ও শরীরজ রোগ, ব্রণের উপদ্রব, বিদ্রধি, নস্যের অপব্যবহার জনিত রোগ, নাশারন্ধ্রে প্রভৃত ধূম প্রবেশ জনিত রোগ, রশুন জনিত রোগ, কবল ব্যাপদ্ প্রভৃতি সপ্ত বিংশতি প্রকার রোগ, পিত্ত বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনন্তর দ্বাত্রিংশত প্রকার শ্লেষ্ম রোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ;—শুদ্ধ পাণ্ডুরোগ, কফজ মূর্চ্ছা, কফ ও কৃমিজনিত দ্বিবিধ শিরোরোগ, ঘৃত-ব্যাপৎ, যবস-ব্যাপৎ ক্ষীর-ব্যাপৎ, শোফ, বুদ্‌বুদী, পটলাক্ষ মুঞ্জরোগ, ছর্দ্দী, অতীসার, বিসর্প, মেহন-ক্ষাণী শ্লেষ্মাবসন্ন রোগ, পিষ্ট-মেহী, দন্তরোগ, স্থূলশারদ

রোগ, উদ্‌গম, কৃমিকোষ্ঠ, প্রভিন্ন রোগ, কর্ণলোম জাত রোগ, দ্রোণীক শোফ, গুল্ম, হৃদ্‌গণ্ড রোগ শরীর জাত রোগ, ব্রণোপদ্রবজ রোগ এবং বিদ্রধি রোগ এই সকলই কফজ রোগ।

অনন্তর রক্ত-দোষ জনিত পঞ্চদশ প্রকার রোগের বিষয় কথিত হইতেছে—শিরোরোগ, রক্তগুল্ম, গম্ভীর রোগ, ক্ষরী-কৃত, নিষ্পিষ্ট, শোফ, রক্তাক্ষ, মেঢ্র ক্ষাণী, লোহিত শারদ, প্রভিন্ন, দ্রোণীক, গুল্ম এবং অগ্নি উপদ্রব, এই সকলই রক্ত জনিত রোগ।

অতঃপর সান্নিপাতিক রোগ কথিত হইতেছে;—এই সন্নিপাত বা সমবেত বাত পিত্ত-কফ-বিকার জনিত রোগ দ্বাবিংশতি প্রকার। উল্লিখিত দ্বাবিংশতি প্রকার সান্নিপাতিক রোগের আদি মৃদুগ্রহ, তৎপরে মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, কচ কেশ, শোফ, প্রাবারকী, মুঞ্জজাল, বমন, অতীসার, মদনক, বিসর্প, মেঢ্র বিকৃতি, তলকাশী, অশ্মরীক, দন্তরোগ, অশিত রোগ, প্রভিন্ন, দ্রোণীক, গুল্ম, গাত্রাময়, উপদ্রব, এবং বিদ্রধি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি রোগ সান্নিপাতিক বিকার সম্ভূত।

এই প্রকার বাত ও পিত্ত উভয়ের যুগপৎ বিকৃতি জনিত রোগ চতুর্দ্দশ প্রকার কথিত আছে,—হে নরনাথ, পক্কল, বহিরায়াম, স্নেহ মূর্চ্ছা, পূয়কেশ, সমস্ত কেশ, চর্ম্মতিল, তৈল ব্যাপৎ, বিদ্যুন্মালী, বর্ম্মক্লিষ্ট, পিটিকাক্ষ, শূল, মৃত্তিকা ভক্ষণ, কফ, ক্ষয় এবং অতিপাত এই চতুর্দ্দশটী রোগ যুগপৎ বাতপিত্ত বিকৃতির ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনন্তর বাত ও শ্লেষ্মার যুগপৎ বিকৃতি জনিত ষোড়শ প্রকার রোগের বিষয় যথাযথ বর্ণিত হইতেছে,—প্রসুপ্ত, মহাখ্য, স্বন্দ, তৃণ জনিত মূর্চ্ছা, কারকী, জল ব্যাপৎ, গলগ্রহ, জরাজনিত রোগ, শূল, দন্তশূল, তৃণপুষ্পী, ক্ষীণপিত্ত, ঘাস-দুর্ব্বল, অভক্ত ছন্দ, গ্রাসোপরোধ এবং মেদ উপদ্রব প্রভৃতি ষোলটী রোগ বাত-শ্লেষ্ম বিকার হইতে উৎপন্ন।

অতঃপর সপ্ত প্রকার বাত রক্ত জনিত রোগের বিষয় বর্ণিত হইতেছে ;—কেশ গ্রন্থি, শোফ, বাত কুণ্ডলিকা, রক্তাণ্ডী, যব গণ্ডী, চর্ম্মকীল এবং বিসর্পিনী এই সাতটী রোগ যুগপৎ বাত রক্ত-দোষ জনিত বলিয়া জানিতে হইব।

অনন্তর শ্লেষ্ম-শোণিত বিকার জনিত ত্রিবিধ রোগের বিষয় বর্ণিত হইতেছে ;—দদ্রুকী, মহাদদ্রু এবং মণ্ডলিকী এই তিন প্রকার রোগ যুগপৎ কফরক্ত বিকৃতির ফল স্বরূপ।

অতঃপর পিত্ত ও কফ বিকৃতি জনিত ত্রিবিধ রোগের বিষয় বর্ণিত হইতেছে,—স্রোতোহন্ধ, পিটকী এবং বাতক্ষয় এই তিন প্রকার রোগ যুগপৎ কফপিত্ত বিকারসম্ভূত।

অনন্তর যুগপৎ বাত পিত্ত রক্ত বিকার জনিত ত্রিবিধ রোগের বিষয় কথিত হইতেছে ;—পাকল, পুণ্ডরীক এবং বিপ্লাবক এই ত্রিবিধ রোগ, বায়ু পিত্ত এবং রক্তের বিকার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতঃপর কফ রক্ত বাত বিকার জনিত ত্রিবিধ রোগের বিষয় কথিত হইতেছে ;—অক্ষি পাক রোগ, যব গণ্ড রোগ এবং কর্ণ রোগ এই ত্রিবিধ রোগ যুগপৎ কফ রক্ত ও বাত বিকার সম্ভূত হইয়া থাকে। এই প্রকার যুগপৎ পিত্ত রক্ত ও কফ বিকার জনিত এক মাত্র বিচর্চ্চিকা রোগই জন্মিয়া থাকে।

অনন্তর ভূতানিলাত্মক ষড়্‌বিধ রোগের বিষয় বর্ণিত হইতেছে;—এই ছয় প্রকার রোগের প্রথমটী 'কুক্কুট' রোগ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে; দ্বিতীয় একাঙ্গ গ্রহ, তৃতীয় কূটরোগ, চতুর্থ অন্তরাময়, পঞ্চম হস্তগ্রহ এবং ষষ্ঠ রাত্র্যন্ধ রোগ নামে খ্যাত।

অতঃপর পঞ্চবিধ মানস রোগের বিষয় কথিত হইয়াছে;—ভয়াতীসার, পূর্ব্বাবদ্ধ, হৃচ্ছালী, চেতোভ্রংশ এবং সন্তাপ দগ্ধ এই পাঁচ প্রকার রোগই মানস রোগ নামে খ্যাত। উল্লিখিত দুইশত বত্রিশটী রোগই আধ্যাত্মিক রোগ নামে প্রসিদ্ধ। তৎপরে সর্ব্বসমেত তিরাশি প্রকার আগন্তুক রোগ কথিত হইয়াছে,—তন্মধ্যে বিদ্যুৎ-পাতাহত-অক্ষি-রোগ, দন্ত রোগ এবং বিদ্যুৎ দাহ জনিত রোগ এই ত্রিবিধ রোগই 'দৈবিক' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন গ্রহাত্মক রোগ দশ প্রকার-প্রগ্রহ, অপবাহুক, মৃগাক্ষ, অরত্তিক, প্রতার, স্বপিতি, প্রমর্দ্দন, কামাখ্য, বাণিজ্য ও স্থবির এই নয় প্রকার এবং উত্থান এই দশ প্রকার রোগ গ্রহাবেশ বশতঃ জন্মিয়া থাকে। মহারাজ, উল্লিখিত ব্যাধি সমূহ ব্যতীত আরও সপ্ততি প্রকার রোগের নাম লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত আছে। অভিঘাত, শিরোরোগ, শরাঘাত ক্ষত, চরণ চতুষ্টয়ে শুষ্ক বৃক্ষ কাণ্ডাদির আঘাত জনিত ক্ষত, চরণ তল ক্ষয় নিবন্ধন ক্ষত, শোফ, কাচ, প্রতিনুন্ন, নিষ্পেষ হত, সন্তাপ, অতীত মুক্ত, উষ্মা-পরিগত, দণ্ডাক্ষ ছর্দ্দী, অতীসার বিষার্ত্ত, দগ্ধ-দূষিত, সর্পাঘাত, স্ফোটক, অপবাদ-বদ্ধরোগ, বিসর্প-রোগ, বলক্ষাণী, মেহনক্ষাণী, অবসাদ, বস্তিভেদ, দন্ত-রোগ লুপ্ত-রোগ, শীতার্দ্দিত-রোগ, মক্ষিকা দংশন, কর্ম্মাতি-নীত, স্তব্ধ, নিঃখাত, নিষ্পিষ্ট, বিহত, ব্যাহত, শূন, সঙ্কুচিত, ভগ্ন, ম্লান, আবেষ্টিত, নিশ্চেষ্টিত, শোষিত, উন্মথিত, ভ্রষ্ট, ছিন্ন, চ্যুত, সর্ব্বশরীরে বেদনা, সদ্যঃক্ষত, দেহ ভঙ্গ, ঘর্ষণ, অগ্নিদাহ, ক্ষারদাহ তুষারদাহ, অর্কতেজোদাহ, মূঢ়গর্ভ, শস্ত্র-বিনিষ্পেষণ, ব্যাল এরণ্ডক, লূতা কীটাবচূর্ণ, বস্তিজ অষ্টবিধ ব্যাপৎ, দ্বিবিধ হিংস্র জল জন্তুর আক্রমণ জনিত রোগ এবং জলহস্তীর আঘাত এই সকল আগন্তুক রোগ নামে অভিহিত হয়। এই সর্ব্বসমেত তিনশত পঞ্চদশটী রোগের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে এই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে।

উল্লিখিত রোগ সমূহের মধ্যে শুদ্ধ পাকল, কূট পাকল, স্কন্দ, সংসক্ত, সন্তাপানাহ, শিরোরোগ, সংরাষ্ট্র, বিপ্লাব, গ্রন্থিবিপ্লুত, সমস্ত কুঠারাখ্য, স্থানরত, বিদ্যুন্নিপাত-দাহ, উষ্মাপরিগত, সন্নিপাত বিকারজ বিসর্প, ক্ষত জনিত বিসর্প, পূর্ব্বাবদ্ধ, অপবাদ-বদ্ধ, হৃদয়-স্ফালী, ষড়বিধ হস্তোন্মাথ, অবসাদ, বস্তিভেদ, দৈবিক দন্তরোগ, অচিকিৎসা, বিবিধ অরিষ্ট লক্ষণযুক্ত দৈব বিকার এবং জীবনী শক্তির ক্ষয় হইতে থাকিলে যে সকল রোগ জন্মে উহা প্রায়শঃ অসাধ্য অর্থাৎ প্রতীকারের অযোগ্য রোগ নামে খ্যাত।

অনন্তর যে সকল রোগ যাপ্য তাহা কথিত হইতেছে; কচ-কেশ, কদম্বক, সুফুল্ল, অক্রূর, যবগণ্ড শিরা, তল কাশী, বয়োজ-দুর্ব্বলতা, প্রকৃতি-দুর্ব্বলতা এবং গাত্রাতঙ্কী রোগ এই সকল রোগ যাপ্য রোগ মধ্যে গণনীয়। তদ্ভিন্ন যে সকল রোগ উপেক্ষিত, তাহাও যাপ্য রোগ মধ্যে গণ্য।

যে সকল রোগ উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় কিংবা যে সকল রোগে অত্যন্ত বেদনা (ক্লেশ) থাকে, অথবা যে সমুদয় রোগ মর্ম্মস্থানে কিংবা তাদৃশ স্থানে

উৎপন্ন হয়, অথবা যে সকল রোগ চিকিৎসার অযোগ্য স্থানে জন্মে এবং যে সকল রোগের প্রারম্ভে অরিষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, অথবা মহারোগাধ্যায়ে যে সকল রোগ দুরারোগ্য বলিয়া আখ্যাত, তাহারা কৃচ্ছ্র সাধ্য রোগ মধ্যে গণনীয়। হে নরেশ্বর, অসাধ্য যাপ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগের এই সকল লক্ষণ কথিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন সাত্ম্যানুলোমিক, বাল চিকিৎসিত উপসর্গে যে সকল রোগ জন্মে, তাহারাও যাপ্য-শ্রেণীভুক্ত। দন্তশল্য দন্তরোগ হইতে অভিন্ন, মৃদজীর্ণ ও মৃদানাহরোগ একই, এই নিমিত্ত উহা ও যাপ্য রোগ মধ্যে গণনীয় এবং রোগ সংগ্রহে উপক্রমে পৃথক্ বলিয়া পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অঙ্গেশ্বরের প্রার্থনায় মহর্ষি কালকাপ্য ইহা বলিয়াছেন।

ইতি শ্রীপালকাপ্য ঋষি বিরচিত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহা প্রবচনে মহারোগ স্থানে রোগ ভক্তি নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।